প্রণয়-প্রলাপ

(একজন বেহালাদারের প্রণয়-লিপিকা)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)



শ্রীবিজ্ঞান চন্দ্র ঘোষ



Spring still makes spring in the mind
When sixty years are told,
Love wakes anew the throbbing heart
And we are never old.
Emerson

[মূল্য ১৷৽ বাঁধাই ১৷৽

PUBLISHER
CHINTAHARAN GOOHA OF
The Grihastha Publishing House.
24, MIDDLE ROAD, ENTALLY.

PRINTER
ASHUTOSH BANERJEE,
The India Press.
24, MIDDLE ROAD, ENTALLY.
CALCUTTA.
1916.

নিবেদন

এই পুস্তকের কবিতাগুলি ইংরাজ কবি ম্যাকে লিখিত "Love letters of a violinist" হইতে অনূদিত। বিদেশী ভাব স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ করা, বিশেষতঃ এক ভাষার পদ্য, ঠিক ভাব ও সুর বজায় রাখিয়া, অন্য ভাষার পদ্যে অবিকল অনুবাদ করা বড়ই কঠিন।

প্রথমতঃ, কোন ভাব (বিশেষতঃ প্রেমের ভাব) কথায় ঠিক বুঝান যায় না, কারণ "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্।" দ্বিতীয়তঃ, কোন ভাষায় অপর জাতির সব ভাব প্রকাশোপযোগী কথা নাই। তবে যতদূর সাধ্য এবং যতদূর সম্ভব, যথাযথ অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কবির মনের ভাব যেখানে বেশ ফুটে নাই, ব্যাখ্যায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। হয়তঃ কবিও যা ভাবেন নাই তাহা ভাবিয়া বসিয়াছি; হয়তঃ লেখা, জায়গায় জায়গায়, ভাবের ও কথার ভারে কিছু ভারী হয়ে পড়েছে। তজ্জন্য পাঠক পাঠিকাগণ, ভরসা করি, দোষ লইবেন না।

কবি যদিও একজন নামজাদা লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বিরহ-কবিতার মত অত বিচিত্র ও গভীর ভাবময় আর একটী কবিতা, ইংরাজি ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে ভাবের অসংলগ্নতা কিছু কিছু আছে; ধান ভান্‌তে শিবের গীতও আছে। প্রেমের আলাপে, বিলাপে ও প্রলাপে, ভাবের অপলাপ কিছু থাকেই থাকে। তাহা কবির কল্পনার দোষে নয়।

আমাদের দেশে প্রেমের অনেক মধুর বাজনা বেজে গেছে; [illegible] বেহালায় একজন বিদেশী কবির প্রেমের বাজনা কেমন মধুর

বেজেছিল, তাহা শুনাইবার মানসে এই পুস্তিকা পাঠক ও পাঠিকাগণের হাতে দিলাম।

প্রেমের গান, এক দেশের কেবল এক কবির নয়; সকল দেশের সকল কবির একই গান; ভিন্ন যন্ত্রে, ভিন্ন তালে, ভিন্ন রাগিণীতে একই সুর বাজে। সেই সুর ও গান যদি কাহারও ভাল লাগে, শ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা।
১০, শম্ভু বাবুর গলি, ইটালি।
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬।

শ্রীবিজ্ঞান চন্দ্র ঘোষ

প্রণয়-প্রলাপ



প্রথম পত্র



প্রস্তাবনা

[১]

তোমায় বাসিতে ভাল, শিখাও আমায়—
যথা লোকে বাসে ভাল, প্রার্থনার কালে,
নির্ম্মল হৃদয়া, চির-কুমারী মূরতি ;
ভজিব তোমায় সাঁঝে, সজল নয়নে,
অতুল ভকতি ভরে, সকাম পরাণে,
খুঁজিব আলোক তব হেমপ্রভ কেশে,
চুমিব তোমার হাত স্নেহাশীষ আশে।

হস্তচুম্বন প্রথা আমাদের দেশে নাই—ইউরোপে অনেক দিন হইতে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই চুম্বন, ভক্তি, স্নেহ বা প্রীতি জানায়।

আমরা বিগ্রহকে যেমন নমস্কার করি, পূর্ব্বকালে ইউরোপীয় (রোমান ক্যাথলিক) পৌত্তলিকগণ, বিগ্রহের কিম্বা আপন আপন অঙ্গুলির অগ্রভাগ মাত্র চুম্বন করিয়া ভক্তি জানাইত। নিম্নপদস্থ লোকে, রাজা, রাণী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া ভক্তি জানাইত। ইউরোপে এ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

প্রেমিক, প্রেমের পাঠ, তাহার নিজ প্রণয়িনীর নিকট শিখিতে চায়। কেমন করে ভাল বাসিলে, প্রতিদান মিলে, তাহা তার ভালবাসাই ভাল জানে। একজন কবি লিখিয়াছেন—

Then tell me how to woo thee, Love,
O tell me how to woo thee !

*   *   *

If gay attire delight thine eye
I'll dight me in array ;
I'll tend thy Chamber door all night
And square thee all the day.—
If sweetest sounds can win thine ear,
These sounds I'll strive to catch ;
Thy voice I'll steal to woo thyself.
That voice that none can match.

R. Graham.

তবে বল ভালবাসা, কেমন কোরে তোমার ভালবাসা চাহিব। যদি ভাল পোষাক তোমার চোখে ভাল লাগে, আমি ভাল পোষাকে সাজিব। আমি তোমার ঘরের দোরে সারারাত পাহারা দিব। সারাদিন তোমার সেবা করিব। যদি অতি মিঠে সুর তোমার কানে ভাল লাগে, আমি সেই সুর ধরে রাখিতে চেষ্টা করিব। তোমারই অনুপম সুর চুরী কোরে, সেই সুরে তোমার প্রেম চাহিব।

[২]

কি কাজ আকাশে চেয়ে? কি কাজ বা শুনে
সমীর বারতা প্রাতে? কি কাজ বা বুঝে.
দ্রুমরাজি মুখরিত বিহগ কূজন?
শিখাও করিতে যদি, স্বরগ পিয়াস,
পারিগো দাঁড়াতে তবে, তোমার সমুখে,
পারিগো ভজিতে, চোখে ভক্তিজল ভরে,
পারিগো মাগিতে প্রেম, নতজানু হয়ে।

তুমি, প্রেম ও স্বর্গ একই কথা, তিনই এক। আমি ভক্ত, তুমি ভক্তি। তুমি মোক্ষ, তুমি মুক্তি।—আমি তোমাকে (আমার সাক্ষাৎ স্বর্গকে) সামনে রেখে প্রেম প্রার্থনা করিতে চাহি—আমি সেই প্রেম—সেই তুমি—সেই স্বর্গ চাহি।

---

[৩]

তব তীর্থে যাত্রী হব, তোমায় নমিব
ধূলায় লুটায়ে শির; সেথায় রহিব
ক্ষণ, প্রেতছায়াসম, অথবা পুড়িব
অনল শিখায়, তব কল্যাণ কারণ।
দুই হাতে রাজ্যধন বিলাইয়া দিব,
যদি কর মনোনীত, আমায় ললনে,
তব যশ সুখ্যাতির প্রধান সেবক।

আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাত কবি লিখিয়াছেন—

অন্বেষণে তারি হব আমি ব্রহ্মচারী,
মনোচোরে ধরিবারে দেখি পারি কিনা পারি।
প্রেমের যোগী হব, প্রেমতীর্থে তপে রব,
প্রেয়সীর নাম লব, প্রেম বাঘ ছাল পরি।
প্রেম ছাই গায়ে মাখিব, প্রেমসিদ্ধি ঘুঁটে খাব,
প্রেম ধামে বেড়াইব, প্রেম দণ্ড হাতে ধরি।
প্রেম কমণ্ডলু নিব, প্রেম মালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীত ধড়া পরি॥

---

[৪]

যথা রোমানেরা আগে গড়িত মন্দির,
তোমায় অর্চ্চিতে তথা গড়িব মন্দির ;
অনল জ্বালিয়া, দিব সুরার আহুতি ;
তথায় রাখিয়া দিব তব স্বর্ণ মূর্ত্তি।
নমিব তাহারে আমি—সেই প্রতিমারে,
যদিও পাবনা কিছু স্নেহ বা সান্ত্বনা,
তথাপি গর্ব্বিত হব, তব মূর্ত্তি জেনে।

পূর্ব্বকালে রোমদেশবাসীগণ যেমন দেব আরাধনা করিবার জন্য মন্দির গড়িত, আমিও তোমার আরাধনার জন্য এক মন্দির গড়িব। তাহার ভিতর আগুন জেলে, সুরার আহুতি দিব। সেখানে তোমার সোনার একটী মূর্ত্তি বসাইব। সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করিব। জানি, তোমার আদর পাইনি—পাবনা—তুমি আমায় প্রবোধ দাও নাই—দিবে না, তবু তোমার মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতেছি, সেই গর্ব্বে আমার হৃদয় ভরিয়া যাবে।

মনমন্দিরে প্রেমের পূজা নিত্য হয়। তবে প্রাণ কেবল নিরাকার অর্চনায় তৃপ্ত হয় না। তাই এক একবার বাহিরের সাকার পানে ছুটিতে চায়।

Her temple fair is built within my mind
In which her glorious image is ;
There I to her as the author of my bliss,
Will build an altar to appease her ire ;
And on the same my heart will sacrifice
Burning in flames of pure and chaste desire.

Edmund Spenser.

তাহার সুন্দর মন্দির আমার মনের ভিতর গঠিত। সেখানে তাহার গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাহাকে (আমার সুখের কারণকে) তুষিতে সেখানে একটী বেদী রচনা করিব। সেই বেদীর উপর বিশুদ্ধ বাসনানলে জ্বলিয়া আমার হৃদয় খানি বলি দিব।

---

[৫]

মহাপাপ হবে যদি রহি দাঁড়াইয়ে
তব কক্ষ মাঝে, একা, তোমার সমুখে,
যদি চাহি বার বার পূর্ব্ব অধিকার—
লুপ্ত প্রায় এবে—সেই পূর্ব্ব অনুরাগ
শীতলিত বহুকাল তব অনাদরে।
হইতাম রাজা যদি, পরিতাম গলে
বিজয় মালিকা, তবু নাহি পরিতাম
তোমায় চাহিতে রঙ্গে আমার বলিয়া।

প্রেমের পুণ্য প্রতিদান না মিলিলে, প্রেমিক আপনাকে পাপী বলিয়া জ্ঞান করে। হতাশ্বাস হয়ে নিজের যোগ্যতা অবিশ্বাস করে। কিন্তু প্রেম অপাপ, অপ্রেমই পাপ।

---

[৬]

'আমি আর কেহ নয়—সেদিন যেসুখ
মরিয়া গিয়াছে, যারে লইয়া গিয়াছে,
শব রথে সমারোহে সমাধির তলে,
আমিই কেটেছি সেই সমাধির খাত।
ভরসা হয়না মোর, সে শবের ভয়ে,
ভাবিতে তাহারে তুচ্ছ ছেলেখেলা বলে।
যবে সে সজীব ছিল—বড় আশা ছিল—
তাই এবে, হের! কেঁদে, সম্ভাষি তাহারে।

আমার যে সুখ তোমার অনাদরে নষ্ট হয়ে গেছে, আমি নিজে তার অন্তর্জ্জলী করেছি। আমার মৃত সুখের সৎকার আমি নিজ হাতে করেছি। আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরেছি। কিন্তু সে সুখ, যখন (তোমার আদরে) জীবন্ত ছিল, প্রাণে বড় আশা ছিল, তাকে অলীক কল্পনার খেলা বলে মনে হয় না। তাই চোখের জলে সে সুখের এখনও সম্ভাষণ করি।

প্রেম অমর—প্রেমের সুখ অমর—প্রেম-সুখের আশাও অমর।

There is the ghost of a Hope
That lighted my days with a fanciful glow
In her hand is the rope
That strangled her life out
Hope was slain long ago—

Ella Wilcox.

ওই সেই আশার প্রেত, যে কল্পিত আলোক আভায় আমার জীবন (একদিন) আলোকিত করেছিল। তার হাতে সেই দড়ি, যার ফাঁসে আশা দম আট্‌কে মারা গিয়েছিল। আশা অনেক আগে মরেছে।

প্রেমের ফাঁসে অনেকেরই সুখের আশা মরে যায়, কিন্তু আশা মরিয়াও জীবিত থাকে। প্রাণ থাকিতে আশা কি যায়?

---

[৭]

জপি মোর দুঃখ মালা যাবত জীবন,
মনে হয় বড় কষ্ট—শাস্তি—প্রায়শ্চিত্ত ;
আসে প্রাণে অনুতাপ, তথাপি সেএক
গৌরব, আরাম, খেলা। হেরি রাতে, তব
মধুর নয়ন নীলে, প্রেম কুহেলিকা ;
কাঁপে প্রাণ থর থরে, হিয়ার ভিতরে,
কাতরে বিলাপি রহি আপন আলয়ে।

প্রেমের স্বপ্ন দেখিলে কান্না কেন আসে? আমার স্বপ্ন, তোমার চোখে ভাস্‌চে দেখে মনে হয়, প্রেম আমার সাধ্যের বাহিরে, তাই অতৃপ্ত প্রেমের নৈরাশ্যে কাঁপি আর কাঁদি—কাঁদি আর কাঁপি।

---

[৮]

আমি কি করিনি পাপ? করেছি বইকি ;
তাই তাপে, অভিশাপে, কাটে কষ্টে দিন,
কঠিন কঠোর ভাবে—পাষাণ অধিক ;
কাটে খেদে, পরিতাপে, কাতর বিলাপে।

অন্যায় করেছি হায়! প্রথম মিলনে
তোমায় হেরেছি যবে। পুষেছি হৃদয়ে,
অলীক কল্পনা এক আকাশ কুসুম!

ভাল বাসিলে এবং প্রতিদান না মিলিলে যে তীব্র কষ্ট হয়, তাহা একপ্রকার পাপ বই আর কি? যাহাতে মনে বড় কষ্ট হয়, তাহাই পাপ। অপ্রেমই পাপ। এ পাপের বড় কষ্ট। শিলা যেমন সহজে ক্ষয়ে যায় না, এ কষ্টও সহজে ক্ষয়িতে চায় না। এ পাপের বীজ, প্রথম মিলনের দিনে, প্রেমিক হৃদয়ে উপ্ত হয়। প্রণয়িণীর স্নেহ জলে প্রেমতরু দিন দিন বাড়ে—শেষে তাহাতে অমৃত ফলে। কিন্তু সে জল অভাবে, হতাশ প্রেমিকের নিজ নয়নের তপ্ত তীব্র জলে, সে তরু দিন দিন বাড়িতে থাকে—শেষে তাহাতে বিষ ফলে।

প্রেম—অমৃত, অপ্রেম—বিষ; সংসারে কত বিষে প্রাণ বিষিয়ে আছে, তাই মানুষ পবিত্র প্রেমামৃতের সন্ধানে ঘুরে। একজনকে প্রাণভরে ভালবেসে, তার ভালবাসা নিতে চায়।

---

[৯]

ভেবেছিনু মমসম সংগীত সাধক-
ভিখারিরো হতে পারে উচ্চ অভিলাষ;
হয়তো সে পেতে পারে চাহনি তোমার,
যথা শশী পড়ে হাঁসি, ক্ষুদ্র দরিয়ায়
পুলকে তাহারে, কিন্তু শুনেনা বাসনা,
রাঙে বীচিমালা তার কোমল আলোকে,
করে ধন্য তাহে তার নিভৃত নিবাসে।

আমি গরিব বেহালাদার—তোমার প্রেমের ভিখারী। তোমার যতই অযোগ্য হইনা কেন, তোমার চাহনি কি একবার আশা করিতে পারি না? আমার মনে হয়েছিল, এতটুকু উচ্চ অভিলাষ অতি গরিবেরও হতে পারে।

নদী চাঁদকে চায়। (আমি তোমায় চাই। আমি নদী, তুমি চাঁদ)। নদী ঢেউগুলি বুকে তুলে, চাঁদের পানে ফুলে ফুলে উঠে, কিন্তু চাঁদ কতদূরে! তার নাগাল কি নদী পায়? গগনের চাঁদ কি ভূতলে খসে? তবে চাঁদ, তটিনীর লহরে লহরে, আপনার ছায়া ভাসায়; কোমল জোছনায় তার ক্ষুদ্র হৃদয় পুলকিত করে। যদিও তাহাতে তটিনীর বাসনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আলোকে সে কৃতার্থ হয়।

তুমি একবার আমার পানে চাহিলে, তোমার নয়নের কোমল আলোকে, আমার হৃদয়ও সেইরূপ আলোকিত, আমোদিত হবে; সেই ক্ষণিক সুখের আমি প্রার্থী, তাহাতেই আমি ধন্য হব।

---

[১০]

একদিন ভেবেছিনু, তোমায় পাইব
তোমার জীবন তাপ জুড়াবার আগে
কাল-নীহারিকা পাতে; তব ফুল্ল জ্যোতিঃ
মলিন না হতে মোর একটী কথায়।
দেখা কোরেছিনু যেন, তব সনে রমে!
প্রীতিভরে, অলৌকিক কল্পনার পথে,
একদৃষ্টে চেয়েছিনু তোমাতে মিশায়ে,
চুম্বন জড়িত তব অধরের পানে।

তোমার জীবনের তাপ জুড়াইবার আগে, (মরণের আগে), আমার একটী কথায়

তোমার ফুল্ল জ্যোতিঃ ম্লান হইবার আগে (তোমার সরস বদন বিরস হবার আগে) মনে হয়েছিল তোমায় পাইব। তোমাকে জাগরণে পাওয়া অসম্ভব, তাই স্বপ্নে, কল্পনার ছায়াপথে তোমার সহিত মিশিতাম। একদৃষ্টে তোমার মুখের দিকে চাহিতাম, কি দেখিতাম? যেন আমার (স্বপ্নের) চুম্বন তোমার পবিত্র অধরে লাগিয়া রহিয়াছে। (চুম্বনের দাগ যেন মিলায় নাই)।

প্রেম, স্বপ্নে, কল্পনায় লুকোচুরী করে, সামনে ধরা দেয় না। অসত্যে সত্য ফুটায়। ছবিতে জীবন্ত মূর্ত্তি দেখায়। মনকে আশ্বাস দিতে কত খেলা খেলে। মৃতদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। তাই প্রেমিক কাল্পনিক মিলনে ক্ষণিক তৃপ্ত হয়।

---

[১১]

হাঁ—চেয়ে ছিলাম তব মুখপানে, তব
কুঞ্চিত কুন্তল পানে—যে কুন্তল সাজ
আবরে তোমায় রাতে ; যেই রাজ সাজ,
আলোকের জাল, অপ্সরীরা এনেছিল
তবতরে, রাখিবারে সুন্দর তোমায়,
লুকাইতে তবরূপ, অলোকসামান্য
পরিজন সম, কবিজন কাব্যগাথা।

চুলে রূপ ঢাকে, আবার তার ফাঁকে ফাঁকে, রূপের শোভা খোলে। রূপ চুলের ভিতর লুকোচুরী খেলে।

---

[১২]

ভেবেছিনু তব মন আনতিব আমি,
তব অনুপম ছবি তোমায় দেখায়ে ;

আপন করিব তব সরব শরীর।—
জীবনের কোলাহলে, কিম্বা শান্তি কালে,
ভালবাসা বিনা নাহি আর কোন ধর্ম্ম।
মন তাতে তাপে বটে, ভাঙ্গে শর সম,
তবু ভালবাসা ভাল সকলের চেয়ে।

মনে ভেবেছিলাম, তোমারই অতুল রূপের ছবি তোমায় দেখাইয়া, আমাকে ভালবাসিবে না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা ভাঙ্গিব। (অবশ্য তোমাকে বলিব না, সে তোমার ছবি)। তোমার মত আর একজন সুন্দরী আছে জানিলে, তুমি যে অতুল সে ধারণা যাইবে। তোমার মন ফিরিবে। তারপর তুমি আমায় ভালবাসিবে (অন্ততঃ আমার তাই ধারণা)। জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রেম। যদিও প্রেমে বিরহ ও পরিতাপ আছে, যদিও প্রেম সহজে ভেঙ্গে যায়, তবু প্রেম বরিষ্ঠ। মিলনের সুখ তরঙ্গে, বিরহ বুদ্‌বুদের ন্যায় মিলাইয়া যায়। যদিও প্রেম কথায় কথায় ভেঙ্গে যায়, কিন্তু ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবার জুড়ে যায়।

এতকথা বলিবার উদ্দেশ্য, আমি তোমায় সেই প্রেমে দীক্ষিতা করিতে চাই।

---

[১৩]

বলেছি পাগল হয়ে "আমার হইবে"
"কেবল আমারি" যতদিন রবে প্রাণ।
বড় সাধ হয়েছিল, আনাব তোমায়
আমার আলয়ে ; অতি নিঠুরের মত
হেরিব তোমায় রমে! আনীতা হইতে
একেবারে বিবাহের বেদিকা উপরে,
রবে আঁখি থির, মুখে অবাক যাতনা।

আমি পাগল হয়ে বলেছিলাম, তুমি আজীবন আমার হবে। তুমিত আপনি আসিবে না। তাই বড় ইচ্ছা হয়েছিল, তোমায় বলে ঘরে এনে বিবাহ করিব। একফোঁটা চোখের জল ফেলিতে দিব না। যত অস্ফুট যাতনা তোমার মুখে মাথান থাকিবে দেখিব।

যখন বিনতি, মিনতি, কাতরক্রন্দন ফুরায়, তখন লোকে ছলে বলে কাজ সারিতে চায়। কিন্তু ছলে বলে প্রেম পাওয়া যায় না।

Love is a debt which inclination
always pays, obligation never.

Pascal.

লোকে আপন ইচ্ছায় প্রেমের ধার সতত শোধে; বাধ্য করিলে কখনও শোধে না।

---

[১৪]

চেয়েছিনু তোমায়হে! তোমারি তিয়াসা
হয়েছিল আমারহে সুদূর হইতে।
বড় কেঁদে বলেছিনু কাতর বিলাপে,
"আমার হইবে তুমি" "কেবল আমারি"।
হতাশ যদ্যপি হই, দুঃখ পাষাণিবে।
বড় ইচ্ছা হয়েছিল ধরিতে তারকা,
তাই উচ্চে উঠেছিনু দেবতার পুরে,
পাইবারে পুরস্কার তাপরেখা পারে।

তোমায় চেয়েছিলাম। দূর হতে তোমার আশা করেছিলাম। কাছে গিয়ে প্রেম প্রার্থনা করিতে ভরসা হয়নি, তাই কেঁদে বলেছিলাম, তুমি আমার হবে।

তুমি যদি আমার না হও, তবে বড় দুঃখে আমি পাষাণ হয়ে যাব। তুমি আমার হৃদয় গগনের তারা, অনেক দূরে আছ, জ্বালাময় গ্রীষ্মমণ্ডলের পারে, তাই তোমাকে পাইতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল। আমি পুরস্কার আশায় (তুমিই আমার পুরস্কার), দারুণ দুঃখ তাপ জ্বালা সহিয়া দেবতার দেশে উচ্চে উড়ে গিয়েছিলাম।

প্রেমে, দূর, তাপ-জ্বালা জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান থাকিলেও তুচ্ছ মনে হয়। কল্পনা পাখা আনিয়া দেয়। দূর নিকট হয়। প্রেম-শীতলিত দেহে তাত লাগে না।

---

[১৫]

অবহেলা করেছিনু, অতীতের শিক্ষা,
বয়সের জ্ঞান। বলেছিনু বার বার,
"আমার হইবে তুমি আমরণ প্রাণ"।
কিন্তু জানিতাম শেষে, কাল পরাজিবে;
তাই ভেবে হেরেছিনু আঁধার আকাশ,
তাই ভেবে ভেসেছিনু তপ্ত নেত্র নীরে।

প্রেমে পড়িয়া যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, যে জ্ঞান হয়েছিল, তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি নাই। প্রেমে নিবৃত্ত হই নাই। 'তুমি আজীবন আমার হবে বার বার একথা বলেছি। জানিতাম, শেষে মৃত্যু আসিয়া প্রেম জয় করিবে। এই ভাবিয়া আমার হৃদয় আকাশ আঁধার হয়েছিল; তারপর কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলাম।

প্রেম-কাতর হৃদয়ে, অশ্রুই শেষ সম্বল, নিরুপায়ের উপায়। বড় কষ্ট হ'লে, কাঁদিলে হৃদয় খানিক জুড়ায়। তাই প্রেমিক ভাবে আর কাঁদে কাঁদে আর ভাবে।

---

[১৬]

মনে করেছিনু আমি, হেরিব তোমার
অমল ধবল রূপ—অতি-অলৌকিক ;
মনে হয়েছিল, তব কল্যাণ সাধিব ;
তাই হেনেছিনু হায় ! সুখ শান্তি তব,
তমোময় নরকের দানবের প্রায়—
কামগর্ব্ব অছিলায়, চেয়েছিনু আমি,
অধিকার করিবারে সকলি তোমার ।
কিন্তু শুনেছিনু কার বিবাহ বাজনা—
সাবধান করে দিল সুদূর হইতে ।

মনে হয়েছিল, তোমার ধবল সুন্দর অসামান্য রূপরাশি ভালকরে দেখি। মনে মনে তোমার কল্যাণ কামনা করেছিলাম। তাই ঘোর নারকীর মত তোমার সুখ শান্তি নষ্ট করেছি। আমার অযাচিত প্রেমের প্রবল পীড়নে, তোমার সুখ শান্তি ভঙ্গ করেছি। আমি আপন প্রেমের গর্ব্বে তোমায় আপন করিতে চেয়েছিলাম, তাই দূরথেকে কার বিবাহের বাজনা আমায় সাবধান করে দিয়েছিল।

---

[১৭]

তব এক সখি, চলে যেতেছিল তার
নিয়তির পথে।—কার মনোনীতা জায়া,
বিবাহ হইলে পর, যেতেছিল চলে।
কিন্তু হায় ! পুনঃ তারে কাঁদিতে হইবে,
নিদাঘ ফিরিলে পর, অতীতের তরে ।

তোমার সজনী, সেযে আমারো সজনি,
বেঁধেছিল নিজে, নিজ হিয়ার তিমিরে,
তার সমাধির ঘর, কাঁপিতে তথায়,
আঁখিজল যবে তার আরনা ঝুরিবে।

তোমার একজন সখী বিবাহ করিতে যাইতেছিল। (তারই বিবাহের বাজনা কানে গিয়েছিল।) সে তার পতির মনোনীতা কিন্তু হয়তঃ পতি তার মনোনীত নয়, সুতরাং বৎসর ফিরিলে তাহাকে কাঁদিতে হইবে। সে তোমার প্রিয়সখী, আমারও প্রিয়সখী (তোমার যে প্রিয়, আমারও সে প্রিয়)। সে বিবাহ করে এসে আপন বিনাশ-ভবন নিজ হৃদয়ের নৈরাশ্যতিমিরে গড়িয়াছে। (আপনার পায়ে আপনি কুঠার হেনেছে)। তাই যখন কেঁদে কেঁদে সারা হবে, তখন কেঁপে কেঁপে সাঙ্গ হবে।

দেখগো কেন বা তার হয়েছে পঞ্জর সার,
শুষ্ক হয়ে মাল্য দাম শূন্যে আছে গাঁথারে।
মনোমত নহে পতি, মরমে মরয়ে সতী,
উদযাপন করিয়াছে পতি সুখ আশারে।

হেমচন্দ্র।

পতি পত্নীর পরস্পর ভালবাসা না থাকিলে, বিবাহে বিষময় ফল ফলে। এক-টানা স্রোতে প্রেমতরী ভাসাইলে, অগাধ সলিলে তাহা ডুবিয়া যায়। প্রেমিক ইঙ্গিতে ইহার একটী উদাহরণ দিতেছে।

---

[১৮]

ভাবিলাম সেই কথা কতক্ষণ বসে।
কিন্তু তবু পারি নাই ছেড়ে দিতে আশা,

চেয়েছিনু অতদিন যেই সুখ আশা
—তব কোমল হাঁসির মধুময় শাস্তি—
—তব মুখ চুম্বনের সুখময় জ্বালা—
যেই চুম্বন হিল্লোল আরও পবিত্র
মায়াদ্বীপ নিবাসিনী মিরাণ্ডার চেয়ে।

অনেকক্ষণ সেই কথা বসে বসে ভাবিলাম। কিন্তু তবু যাহা এতদিন চেয়েছিলাম, তার আশা ছাড়িতে পারি নাই। আমি চেয়েছিলাম তোমার কোমল হাঁসির মধুময় শাস্তি অথবা তোমার হাঁসির কোমল শাস্তি। তোমার হাঁসি কোমল হলেও আমার পক্ষে শাস্তি স্বরূপ—যেন প্রণয় বিদ্রূপ হাঁসির রেখায় রেখায় বিসর্পিত, কিন্তু তবু সে হাঁসির শাস্তি বড় মধুময়। সে হাঁসির জ্বালা বড় সুখময়—সে মধুময় শাস্তি, শাস্তিময় মধু, সে জ্বালাময় সুখ, সুখময় জ্বালা, সুখ ও কষ্টের মধুর মিশ্রণ। আর চেয়েছিলাম মিরাণ্ডার হাঁসি হ'তে আরও পবিত্র তোমার হাঁসির উল্লাস।

মিরাণ্ডা সেক্ষপীরের একটী নাটকের নায়িকা। সে তার পিতার সহিত জলমগ্ন হয়ে এক দ্বীপে বহুকাল ছিল। তাহার চরিত্র অতি পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল, কারণ সে পিতা ব্যতিত আর কোন পরপুরুষের মুখ দেখে নাই। তাই তার চুম্বন বড়ই পবিত্র।

---

[১৯]

পুনরায় করিলাম মম আবেদন,
বলিলাম তার-স্বরে "কইসে আমার
সংসার বন্ধন," "কই সেই করতল"

লোহিত-ধবল, যাহে মিলাইতে হাত
বাসিতাম ভাল ; কই কনকিত কেশ
যে কেশে বিকাশে তব রূপের মাধুরী,
যতেক সুষমা রাশি নাম নাহি জানি।
সে সব আমারি হবে, সেসব লইব,
ঘৃণিবে যদিও জানি, প্রেমাধিক্য তরে।

আমার সংসার বন্ধন তুমি। তোমার সেই করতল, সেই চুল, সেই মুখ, সেই রূপ, (তুমি ঘৃণা কর, আর যা কর), সে সব আমার বলিয়া লইতে চাই।

---

(২০)

বুঝিলাম তারপর আমি আপনারে,
জানিলাম দগ্ধ ভাগ্য দহিবে আমারে,
যদি বিশ্বাস থাকিতে, করে থাকি আশা,
—যথা দীনজন আশে ভুক্ত ত্যক্ত অন্ন—
বলিলাম হে ঈশ্বর! মোহে ও বিরহে,
পবিত্রিত কর নাথ! প্রণয় আমার,
নহে ফিরাও ঘৃণায় তারে। তার পর
লুটানু ধূলায় শির, বড় যাতনায়।

প্রেমীর মনে হয়, প্রেমের কষ্ট ও ঘৃণার কষ্ট উভয়ই সমান। তাই এক একবার

প্রেমের বদলে ঘৃণা চায়। কারণ প্রেম ঘৃণায় ফিরিলে, ঘৃণা প্রেমে ফিরিবে। ঘৃণায় প্রেমের পুনরুত্থান হয়—ঘৃণা প্রেমের বিলোম।

Hatred is inverted Love.

Carlyle



দ্বিতীয় পত্র



বিলাপ

[১]

হাঁ পাগল হ'য়েছিনু—জানি আমি তাহা,
কারণ পাগল ভাব ভ'রে ছিল চোখে।
ত্রাসে যেই জন শান্ত কোমল কপোতে,
নহে আমা হ'তে নীচ, অতই কাতর ;
আমি যে হেনেছি আশা আনন্দদায়িনী,
আমি যে দিয়েছি গালি দিব্য রবিকরে।

মধুর প্রেমের একত্রিশ ব্যভিচার ভাব আছে, তার মধ্যে উন্মত্ততা এক ভাব। আর ত্রিশটী নিম্নে লিখিত হইল।

নির্ব্বেদ (নিরহঙ্কার)	অপস্মৃতি (ভুল)	চিন্তা
বিষাদ	ব্যাধি	মতি
দৈন্য	মোহ	ধৃতি (ধৈর্য্য)

গ্লানি	মৃতি (মরণ)	ঔৎসুক্য
শ্রম	জাড্য (জড়তা)	অমর্ষ (ক্রোধ)
মদ	ব্রীড়া	অসূয়া (হিংসা)
গর্ব্ব	অবহিত্থ (ভাব গোপন)	চাপল্য
শঙ্কা	স্মৃতি	নিদ্রা
ত্রাস	বিতর্ক	সুপ্তি
আবেগ	হর্ষ	বোধ

---

[২]

সে জন নিশ্চয় অতি অজ্ঞান, অবোধ,
যেজন সেদিন চাঁদ ধরিতে গেছিল—
ঝলকিতেছিল যাহা দূর নীপশিরে,
উঠে ছিল নীপশাখে, কর জানু বেয়ে,
গলা বাড়াইয়ে দিয়ে চুমিতে তাহারে,
(হেরেছিল সে যাহারে)। কিন্তু পড়েছিল
ভূমে, গর্ব্ব চূর্ণ হয়ে, জানাইয়ে ছিল
তার মূর্খ আচরণ, চঞ্চল অনিলে।

বাস্তবিক নির্ব্বোধেই আকাশের চাঁদ গাছে চড়ে ধর্‌তে চেষ্টা করে। চাঁদ গাছের আগে জাগে, মনের ভ্রম মাত্র—চাঁদ অনেক দূরে। গাছের ডাল বেয়ে উঠে, গলা বাড়িয়ে, চাঁদের চুমা খেতে যাওয়া নির্ব্বোধের কাজ বই আর কি! তার শাস্তি, হাত পা ভেঙ্গে মাটীতে পড়া। তুমি চাঁদ, আমার হৃদয় গগনের অনেক

দূরে আছ, কাছে আছ বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র। তাই ধরিতে গেলে ধরা দাও না। লাভের মধ্যে, বৃথা প্রেমচেষ্টায় মন ভেঙ্গে চূরে গুঁড় হয়ে যায়।

[৩]

দোষী হয়েছিনু বড় অদ্ভুত আশ্চর্য্য
দোষে ; কারণ হতাশে, যুঝেছিনু আমি
নিজ নিয়তির সনে। কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন
বিজয় নিশান এবে, ধরেছিনু যাহা
উচ্চে, জীবন যৌবনে। পাখীরা ছেড়েছে
তাদের পুরাণ গান—আদরের গান,
গাহিত যে গান আগে, প্রতিদিন প্রাতে।

আমি প্রেমে হতাশ হয়ে, আপনার অদৃষ্ট জয় করিতে গিয়েছিলাম। অদৃষ্টে যে প্রেম নাই, তাহা ভুলেছিলাম। তাহাতে আমি বড় দোষী হয়েছিলাম। অদ্ভুত সে দোষ। (অদৃষ্টের সহিত বিবাদ করিয়া কে কবে জয়ী হয়েছে ?) তাই জীবনের যৌবনে, যে জয়ের পতাকা উচ্চে তুলিয়াছিলাম, (অর্থাৎ প্রেম-রণে জয়লাভ করিয়াছি বলে যে ঘোষণা করেছিলাম), এখন সে পতাকা নিরাশায় ঝড়ে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। পাখীরা প্রভাতের পুরাণ গান ছেড়ে দিয়েছে। প্রাণপাখী প্রেমের সামগান ভুলে গেছে। প্রাণের কাতর কাকলি আজি নিরুদ্ধ।

"ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়
তাপ-দগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত, জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত, ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।"

হেমচন্দ্র—

[৪]

যা কিছু পবিত্র ভবে, পরিহারে মোরে।
মরুৎ মর্ম্মরে, কিন্তু বীজন করেনা
কপোল আমার, আগে করিত যেমতি।
গোধূলি পলায়ে যায় (আমায় দেখিয়া),
কি জানি তাহারে যেন কে করেছে মানা ;
দিন ফিরে দিন আসে, ছায়া পড়ে ঘাসে
তরু হতে দিনে রেতে ; জমেনা আমোদ
তবু, কিছু মম তরে, মহাপথ পারে।

আমার দুর্দ্দশা দেখে, সংসারের সব পবিত্র বস্তু আমায় ছেড়ে পালিয়ে যায়। (কারণ তোমার পবিত্র প্রেমে বঞ্চিত হয়ে অপবিত্র হয়েছি।) বায়ু বহে যায়, কিন্তু আগের মত আর আমার মুখের ঘাম শুখায় না। শান্তিময়ী সন্ধ্যা আমাকে (অশান্তিকে) দেখে পালায়, কে যেন তাকে আমার কাছে আসিতে বারণ করেছে। কত দিন কেটে যায় ; শষ্পদল তরুর ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু আমার বিষন্ন হৃদয়ক্ষেত্রে আর আমোদের ছায়া জমে না। বিরহ আতপতাপে প্রেমতরু শুখাইয়া গেছে, একে একে সব পাতা ঝরে পড়ে গেছে, কে আর ছায়া দিবে ?

---

[৫]

অব্যাহতি দাও মোরে—মধুর ললনে !
দাও অব্যাহতি মোরে—নচেৎ মরিব ;
যদি আর বর নাহি দাও—ক্ষমা দাও।
রবি শশী তারকারা ভ্রমে ব্যোমে যারা,

সবে সাক্ষী হবে তারা, ক্ষম যদি মোরে,
এ দীন উল্লাসে ত্বরা ধন্যিবে তোমারে।

[৬]

আমেতি! প্রেয়সী মোর। যে দেব সস্নেহে
জুড়ান তাপিত হিয়া, যথাসাধ্য তাঁর,
তাড়ান আমার ভয়, গানে ভুলাইয়া,
সহায় হবেন তব সকলি ফুরালে,
কুশল চাবেন তব সকলের চেয়ে,
প্রতিদিন করিবেন তব সম্ভাষণ।

আমেতি—একজন বিখ্যাত বেহালা নির্ম্মাণকারকের নাম। আমেতি অর্থে অধুনা অতি উৎকৃষ্ট বেহালা বুঝায়। এই কবিতায়, প্রেমিক আপন বেহালাকে প্রণয়িনীরূপে সম্বোধন করিতেছে।

[৭]

মানব প্রতিম তিনি ;—তবে যদি পাপী
চাহে তার মুখপানে, শুনে তার স্বর
—সুললিত কণ্ঠস্বর অতি উল্ললিত,
জ্যোতির্ম্ময় দেবকণ্ঠ বিনিঃসৃত যেন—
স্বপ্নদৃষ্ট দেবদূত তাঁরে বোধ হবে।
সত্যই দেখেন মোরে, জ্ঞান হারাইলে ;
আমি বুঝি, কি ভাবনা ভাসে তাঁর মুখে।

তিনি দেখিতে মানব বটেন, কিন্তু তার পানে চাহিলে, পাপী তাপী জন দেবদূতের স্বপ্ন দেখিবে। তাঁকে মানুষ বলে আর জ্ঞান থাকিবে না। তাই আমি যখন জ্ঞান হারাই, প্রেমে অজ্ঞান অচৈতন্য হই, তিনি সতত আমায় রক্ষা করেন। তিনি অনাদরক্লিষ্ট, অতৃপ্ত, বিরহব্যথিত জনে দেখেন। তাই তিনি কি ভাবনা ভাবেন, আমি ব'লে দিতে পারি। সে যে আমার ভাবনা।

তিনি আর কেহ নন্—স্বয়ং প্রেমময় করুণাময় পরমেশ্বর। তাঁর করুণা অপার। প্রেমের দায়ে তাঁকে ভুলিলে তিনি ভুলেন না। তিনি যে ভালবাসে, তাহাকে দেখেন এবং তার ভালবাসাকেও দেখেন।

---

[৮]

সত্যই তাহারে বলি সদা তব কথা—
অত কথা, আর কেহ, বলে না প্রিয়ারে,
মোহময় রজনীর মধুময় কালে।
নগরে, নিকুঞ্জে। কোন অপর প্রেমিক
আমার অধিক কভু, করেনি হয়তঃ,
কল্পনা জল্পনা অত, প্রবাস লিখিত
লিপির প্রসরে, দিতে তার প্রাণ বলি,
কুহক মায়ার উচ্চ প্রাসাদ শিখরে।

সত্যই তাঁকে সদা সর্ব্বদা তোমার কথা বলি। লোকে আপন প্রিয়াকে মোহমুগ্ধ রজনীতে, মধুর মিলনকালে, লোকালয়ে, নিভৃতে, নিকুঞ্জে যত কথা বলে, আমি তার চেয়ে আরও কত কথা বলেছি। তিনি সাক্ষী। বিরহ-বিধুর প্রণয়ী, প্রবাসে বসিয়া, ক্ষুদ্র লিপিকায়, আপনার প্রাণ বলি দিবার যত কল্পনা জল্পনা করে, আমি তাহার অধিক করিয়াছি।

প্রেমিকের মনে হয়, সে তার প্রিয়াকে যত ভালবাসে বা বাসিবে, আর কেহ তত ভালবাসিতে পারে না, বা পারিবে না। তাহার জন্য সে যত আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিবে,*তত আর কেহ পারিবে না। মনে হয়, তার প্রেম অলৌকিক, আর কারও হয় না, হবে না—তার কষ্ট বড় কষ্ট, আর কেহ পায় না, পাবে না।

Rosalind—But are you so much in love as your rhymes speak ?

Orlando—Neither rhyme nor reason can express how much.

Shakespere

রোজালিন্দ।—কিন্তু যতদূর তোমার কবিতায় বলিতেছে, তত দূর প্রেমে তুমি কি পড়েছ ?

অরলাণ্ডো।—আমার প্রেম কতদূর তাহা কাব্যে কিম্বা যুক্তি তর্ক ছন্দে প্রকাশ করিতে পারে না।

---

[৯]

আশ্বাস সান্ত্বনা দেন তিনিই আমায়,
তার সম নাহি কেহ স্বাধীন সাহসী,
কিন্তু তিনি তবু কত করুণ কোমল।
যারা ভাবে অন্ধ তারে, বড় অপরাধী ;
তাঁর আচরণ সদা স্নেহ দয়াময়,
কথা কন তিনি বালকের মৃদু ভাবে।

ইংরাজের প্রেমদেবতা, কিউপিড অন্ধ। প্রেম অন্ধ, চক্ষু থাকিতে লোকে অন্ধ হয়।

---

[১০]

যে সময় মম সনে, কথা কন তিনি,
পাই মধুর আশার কোমল পরশ।
সে এক আরাম-সুখ, কি যেন কি এক
আনন্দ উল্লাস। তার পর, ভাবি বসে
সেই কথা ; ভালবাসা এমনই ধন,
অধিক মাগিলে পরে কাঁদিতে হইবে,
যদি প্রতিকূল ভাগ্য, সহায় না হয়।

আমার সঙ্গে যখন তিনি কথা কন, তখন মধুর আশার ভাব মনে জাগে। তোমাকে পাইবার আশা হয়, তাহাতে মনে আরাম হয়, সে যেন এক বিপুল আনন্দ ভাব। কিন্তু মধুর হ'লেও বৃথা আশা মাত্র; তাই বসে বসে সেই কথা ভাবি। জানি মনে, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হয়, বেশী প্রেমে শুধু কাঁদিতে হইবে।

আশার ছলনায় মন কিছুক্ষণ ভোলে, আমোদের ছায়া মনে ক্ষণিক ভাসে, অদৃষ্টে প্রেম না থাকিলে, বিফল আশায় পরিশেষে কাঁদিতে হয়। প্রেমের অদৃষ্টবাদে পুরুষকার, আশার গলা ধরে ভাবে আর কাঁদে—কাঁদে আর ভাবে।

Love's arms were wreathed about the neck of hope
And hope kissed love and love drew in her breath
In that close kiss and drank her whispered tales.
They said that love would die when Hope was gone
And love mourned long and sorrowed after Hope
And memory fed the soul of love with tears—

Tennyson

ভালবাসা, আশার গলা, হাত দিয়ে জড়াইল—আশা ভালবাসাকে চুম্বন করিল, ভালবাসা সেই নিকট-চুম্বনে শ্বাস টানিল ও কানে কানে কথা-সুধা পান করিল। লোকে বলিল, আশা গেলে ভালবাসা মরিবে; ভালবাসা, আশার তরে অনেকক্ষণ বিলাপ করিল; স্মৃতি আশার চোখে জল ভরিয়া দিল।

---

[১১]

এস বাসনার সখি, এস পাশে এস,
এস আমেতি আমার; তোমার মুখের
একটি কথায়, পারি সাহস ধরিতে,
মুছিয়া ফেলিতে মোর কপোল হইতে,
লবণ লাঞ্ছিত মোর নয়ন সলিল;
নিভাতে অনল যাহা উন্মাদে আমারে;
বারিতে পারিগো মম মরম যাতনা,
তোমায় করিয়া বীণা, বাজায়ে বাজায়ে।

আমার যত কিছু বাসনা সব তুমি। আমার আর কিছু বাসনা নাই। তোমায় পেলে আর কিছু চাই না। তাই বলি, আমার আদরের আমতি, মনের বাসনা, আমার পাশে এস*। তোমার একটী কথায় আমার বিরহ ভয় দূরে যাবে, মনে সাহস হবে, নয়ন জল মুছিয়া ফেলিতে পারিব। যে প্রেমানলে আমার পাগল করেছে, সে অনল নিভাইতে পারিব। তোমার হৃদয় বীণায় আমার প্রাণের সংগীত বাজাইব, তাতে সকল যন্ত্রণা ভুলিব।

---

* "Come, gentle God of soft desire
Come and possess my happy breast."
J. Thomson

প্রেমিকের বাসনার সাথে সাথে, আশে পাশে, আগে পিছে, তার বাসনার বাসনা ঘোরে ফিরে। এত মেশামেশি, তাই প্রাণের প্রাণসইকে বাসনার সখি সম্ভাষণ। প্রেমে এক কথায় সব জুড়ায়। প্রেমের বাজনা এক বীণায় বাজে—সে বীণা প্রণয়ীর প্রণয়িনী, সে বীণা গানের প্রাণ—প্রাণের গান।

---

[১২]

বাহুলিন ! তব তনু দারু নিরমিত,
মোহন তাঁতের সাজে সেজে আছ তুমি,
তব কুল প্রথা মত। মনে হয় না যে,
তব প্রাণ আছে, ওই সোণার পিঁজরে।
নহে মর যেই পাখী, কূজে তব মাঝে ;
না, না—তব অধীনতা (কাষ্ঠ কারাবাস)
কবির উচ্ছাস প্রায়, উছলে উচ্ছাসে,
মোহন মাধুরী যত, তব চারি পাশে।

তুমি আমার প্রেম সংগীতের বীণা। তোমার বাহিরের সাজ কাঠের। (তুমি যে কঠিন কঠোর।) তুমি তোমার কুল প্রথাগত সুরতার শোভা সাজে সাজিয়া আছ, দেখে মনে হয় না, সেই সোণার পিঁজরে তুমি আছ। তোমার প্রাণ পাখী অমর। তুমি নিরস যন্ত্রের সরস সংগীত ; কবিহৃদয়ের উদ্দাম উচ্ছাসের মত তোমার অধীনতার মধুরতা তোমার আশে পাশে বিকশিত হয়।

হায় ! হায় ! বেহালার ভিতর, তারের ছাউনির ভিতর সেই তুমি—তুমি কোথায় নাই ?—বিহগের কলতানে, কল্লোলিনীর কল্লোলে, সমীর হিল্লোলে তোমারই বাজনা বাজে ; সে অব্যক্ত মধুর নিক্কণে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিক্কণিত।

---

[১৩]

বেহালা নির্লিপ্ত তুমি। গোপনে অদৃশ্যে,
কিন্তু দাও মিলাইয়ে, বিশ্বাস বাঁধনে,
নরনারী উভয়েরি, স্নেহ-প্রীতি ভাব।
উঠে উচ্চে তব স্বর, ঊষা প্রকাশিলে,
কিন্তু দ্বিযাম যামিনী অতীত হইলে,
কত কথা পড়ে মনে স্মৃতির কুহকে—
যত প্রেম-বসন্তের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।

বেহালার দেহ আছে, প্রাণ নাই। সে নির্জীব, নির্লিপ্ত। কিন্তু সে স্বরের হিল্লোলে, যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রীতিভাব ফুটায়, ছুটায়, মিলায়, মিশায়। সকালে, বেহালার সুর বড় চড়ে, রাত্রে নেবে যায়। জীবনের উষায় অর্থাৎ যৌবনে, প্রেমের বাজনা তারার সুর বলে, তখন আশাবাণী মধুর সুস্পষ্ট ফুটে। রাত্রে সে সুর উদারায় নাবে। বিরহের অমানিশায়, প্রেমের সুর মিথ্যা দিব্য বলে মনে জাগে।

---

[১৪]

আর যবে শশী শোভে শ্বেত মেঘাসনে,
কাছে ল'য়ে অনুচারী গতিশীল তারা
(যারা তার ভয়ে সারা), জানি সে সময়,
এক আমেতির স্বর, আমার সকলি।
সেই বাঁছলিন মোর, সকলের আদি—
একেলা অতুল, প্রিয় সকলের চেয়ে।

যে সময় চাঁদ মেঘের আসনে বসে, পাশে সব তারা সহচরী লয়ে, শোভা পায়* (যখন গতিশীল তারাকারা তার ভয়ে গতিহীন হয়,) সেই জ্যোৎস্নাময় তারকিত রাতে, আমেতির স্বর (আমার বেহালার তোমার ঝঙ্কার) একমাত্র ভাল লাগে। আর কোন সুর ভাল লাগে না—সে সুর সকলের সেরা।

"ও মধুর স্বর সখে! চিরমধুমাখা;
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা,
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী।"

মাইকেল।

বেহালা, বীণা প্রভৃতি তারের যন্ত্র, সকল যন্ত্রের আগে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাই বেহালা সকল যন্ত্রের আদি।

---

[১৫]

সেই বাহুলিন রমে! জেনো সেই মত।
তাহার মোহন তনু হয়েছে গঠিত
একটি তরুর অতি যতনে রক্ষিত,
ভগ্ন অবশেষ হতে।—যেই তরুমাঝে
বসতি করিত আগে এক বনদেব;
মরেছিল সেথা, জন্মেছিল ঝটিকায়,
শিখেছিল সেইখানে কূজনিতে তাতে,
সাগর রহস্য যত বুঝেছিল রাতে।

---

* "Amid the splendour—winged stars, the moon
Burns inestinguishably beautiful"

সুন্দরি ! বেহালার কথা যাহা বলিলাম তাহা সেইরূপ জানিও। তার সুন্দর গড়ন, কাঠের বটে, কিন্তু সেই কাঠ, এক তরুর পুণ্যস্মৃতিময় ভগ্নশেষ। বড়ই পবিত্র। কারণ বহুদিন আগে, সেই তরু কন্দরে, এক বনদেব বাস করিত। সে তাহার ভিতর মরিয়াছিল। এক ঝড়ের সময় তার জন্ম হয়েছিল। সে তাতের দিনে (গ্রীষ্মের হালকা হাওয়ায়), গান গাহিতে শিখেছিল ও নিশীথে সাগরের যত অলৌকিক রহস্য বুঝেছিল।

আমার বেহালার সকলই অলৌকিক, কারণ সে বেহালার প্রাণ তুমি অলৌকিক, সঙ্গে সঙ্গে আমিও অলৌকিক—কিন্তু জগতের সব বস্তুই লৌকিক, কেবল প্রেম অলৌকিক—অদ্ভুত—অগাধ রহস্য।

---

[১৬]

আমার আদর স্নেহে, যতন সোহাগে,
কঠিন ছড়ের মোর সজোর আঘাতে,
এখন সকলি তার হয়েছে আমার ;
দেখায় তাহারে যেন সমীরবাসিনী,
মধুর স্বপন হতে আর মধুময়ী ;
সে শাম্বরী বন্দী যেন আশিসে আমারে,
নাহি দিবে গালি মোরে, যদিও মরমে
বড়ই ব্যথিত, পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি তরে।

সে বেহালা (তুমি) এখন আমার আপন। কখনও ছড়ের কোমল ঘায়, কখনও তার প্রবল ঘায়, যতনে, শাসনে, তোমার মন পাইয়াছি। তাকে (তোমাকে) অশরীরি ছায়াজীব বলিয়া বোধ হয়। সে (তুমি) মধুর প্রণয় স্বপ্ন

হতে আরও মধুর। সে (তুমি) কাষ্ঠের কারা মাঝে বন্দী আছ। সে (তুমি) পুরাণ সুখস্মৃতির জ্বালায় পীড়িত হলেও, আমায় গালি দিবে না বরং আশীর্ব্বাদ করিবে।

প্রেমের সুখস্মৃতি স্রোত প্রাণের সলিলে বহিলে, তার জ্বালাসুখে, অভিশাপে, আশীর্ব্বাদে, কখনও হৃদয় পুড়ে, কখনও হৃদয় জুড়ে। পুড়িলে শীতল হয়। স্মৃতি সেই জ্বালাসুখ এক একবার মনে জাগায়; জেগে প্রাণ কেঁদে উঠে—কেঁদে প্রাণ জেগে উঠে।

---

[১৭]

যৌবন বসন্তস্মৃতি—সেই সুখস্মৃতি,
সেই প্রেমের বাঁধন, যে সুখ বাঁধনে
এককালে একাকার হয়েছিনু দোঁহে
প্রফুল্লিত ধরাতল সে সময়ে ছিল
তোমার আমার তরে, বাজিত বাজনা
নিদাঘ অনিলে; সে সময় দিয়াছিলে
কোমল উতর, হয়েছিনু মর মর,
শুনি সীমন্তিনী তব সলাজ স্বীকার।

সেই স্মৃতি—সেই জীবন বসন্তের প্রণয় স্মৃতি—সেই প্রণয় বাঁধন যে বাঁধনে দুইজনে বাঁধা ছিলাম সেই সব কথা মনে পড়ে। তখন আমরা হৃদয়ের নবীন উল্লাসে, পৃথিবীর সব বস্তু প্রফুল্লিত দেখিতাম। মলয় সমীরে প্রেমের বাজনা বাজিত শুনিতাম। সে সময় তুমি কোমল মধুরস্বরে সলজ্জিত ভাবে যে ভালবাসা জানাইয়াছিলে, তাহা শুনে আমি মর মর হয়েছিলাম।

প্রেম গেলে স্মৃতি থাকে। স্মৃতি প্রেম ফিরাইয়া আনে। স্মৃতির সলিলে মৃত প্রেম সঞ্জীবিত হয়। পুরাতন প্রেম নূতন আকারে দেখা দেয়।

---

[১৮]

মনে হ'ল মোর, সেই প্রণয় প্রভাত,
কাকলি লহরী তব পরাণ পাখীর,
যাহার চপল হৃদি চঞ্চল হইত
একটী কথায় মোর ; দেখাইত, কত
অ-বাক অভাব মাখা কেবল আমায় ;
ভাবিয়া সেকথা, শরীর হইল মোর
কুহক-আলোকময় যেন বরলাভে।

আমাদের প্রণয় প্রভাতের সেই স্মৃতি, যখন আমাদের প্রথম প্রণয় সঞ্চার হ'য়েছিল—তখনকার কথা, সেই ভাব মনে এল। তোমার প্রাণপাখীর কাকলি, যার স্বভাবচঞ্চল হৃদয়, আমার একটী কথায় আরও চঞ্চল হ'ত, কত অব্যক্ত অভাব মুখে ফুটিত, ভাসিত, সেই সব ভাব মনে পড়িল। লোকে বর পেলে যেমন মোহিত হয়, সেই সব ভাবনা পেয়ে যেন এক কুহক আলোকে আমার হৃদয় আলোকিত হ'ল।

প্রেমের দীপাধারে স্মৃতির বাতি জ্বালিলে, হৃদয় আলোকিত হয়। স্মৃতি প্রেমের আলোক ; সে আলোক, কখনও নিভে না। নিভে নিভে জ্বলে।

---

[১৯]

নিমিষে তুলিয়া তুমি দিয়েছিলে মোরে,
স্বরগের ততকাছে যতকাছে আছ,
পাইনু হেরিতে তব তৃষিত কটাক্ষে,
ফুটিতেছে ফুল্ল ভাব, ভাতিতেছে মুখে
উজল আলোক ভাতি—সাজে যে আলোক
দেবতার দেবলোকে—যেথায় বিধাতা,
প্রতিদেবে দিয়েছেন, এক এক নাম,
আপন আপন পদ-গৌরব হিসাবে।

প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কত মূর্ত্তিতে, কতস্থানে, কতভাবে দেখে, তাহার শেষ নাই। ভেবেও তৃপ্ত হয় না, দেখেও তৃপ্ত হয় না। সে নেশার ঝোঁকে ভাবে, নেশার চোখে দেখে—সহজ অবস্থায়, সাদা চোখে দেখে না।

---

[২০]

হায়! মম সম কেহ হয় নাই সুখী,
অত মদমত্ত সেই মোহমত্ত কালে,
যবে এক সুখ-কম্প কম্পিল মরম,
সে কম্প আসিল যেন তব কাছে হতে
—বহ্নি হ'তে শিখা যথা—কিন্তু সেই সুখ
হ'য়েছিল নিবারিত। মরিব ত্বরায়
পরি শীত শববাস, যদি রোধ তুমি
মোর নির্ব্বাসন সুখ—সুখ নির্ব্বাসন।

দ্বিতীয় পত্র

আমি মরে যাই সেও ভাল, যে স্বপ্ন সুখে ভোর হয়ে আছি, সে সুখ ভেঙ্গ না, আমার বিরহ নির্ব্বাসন ঘুচিও না। হয়ত: মিলনে সে সুখের কম্প পা'ব না।

তৃতীয় পত্র



আক্ষেপ

[১]

আজি প্রাতে ঘুম হ'তে উঠিলাম যবে,
স্বর্গীয় বিহগ এক, চপল চঞ্চল,
বিলাপবিহীন জীব, লক্ষ্যহীন গতি,
কূজনিয়া ছিল যেন তুষিতে আমারে,
সুদূরে স্বনিল সেই পবিত্র কূজন,
সপ্ততন্ত্রী বীণারব হইতে মধুর।
কত কাঁদিলাম তব বিরাগে বিদ্বেষে।

নিজের প্রাণ পরকে দিয়ে ফিরিয়ে না পেলে, পাখীর মধুর স্বর শুনিলে প্রাণে কান্না আসে। পাখীর গানে কান্না নাই—হতাশ প্রেমিকের প্রাণেই কান্না ভরে আছে। সে কান্না চাপা থাকিলেও অপরের মিষ্টি সুরে, এক এক বার প্রাণের বাঁধ ভেঙ্গে উথলে পড়ে।

কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক্‌রে আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায়।

হেমচন্দ্র

---

[২]

হে মহিমময় রবি ! ভাবিলাম, তুমি
শোভাময়-ক্ষিতিপতি। তব তরে ঝরে,
বিহগ অধরে, তার উষা:হাঁসি গান—
হাঁসির হরষ ধারা—হরষের হাঁসি
ঝারা। কিন্তু কে শুনিবে মোর উষাগান ?
কে ডাকিবে স্নেহভরে আমায় বসন্তে ?
কে শুনিবে হীনস্বর আমার কণ্ঠের ?

পৃথিবী যে শোভা, রবি তার রাজা। পাখী, প্রভাতে গান গেয়ে, রবির স্তবস্তুতি করে। রবির তরে, তার মুখ হতে, গীত সুধা চুয়িয়ে চুয়িয়ে পড়ে। রবির উদয়ে, পাখীর গান ছুটে। পাখীর তাহাতে সুখ, রবির কি ?

তুমি রবি, আমি পাখী। তোমার দেখা পেলে, আমি কত স্তবস্তুতি করি ; তুমি কেন শুনিবে। তাহাতে আমার সুখ ; তোমার কি ?

শুধু গানে প্রাণ মেলে না। তবে প্রিয়ের প্রাণের ছন্দে যদি গান বাঁধা যায়, সে গান যদি তার প্রাণের সুরে, লয়ে, গাওয়া যায়, যে রাগিণী প্রিয়ের প্রাণে ছেয়ে আছে, সেই রাগিণীতে যদি সে গানের সুর ভাঁজা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাণ পাওয়া যায়।

---

[৩]

তব দেখা পেয়ে, ক্ষণ মুখ পানে চেয়ে,
বিশ্বাস ভকতি পূর্ণ শান্ত স্নিগ্ধ কুঞ্জে,
মুখরিব যত ধন্যবাদ, কে লইবে ?
সেই দ্যুতি রূপভাতি, তোমারি আপন।
সেই পুলক হিল্লোল, আমারি আপন।
গিয়েছিল (সে সময়), সকল সন্দেহ,
ভুলেছিনু দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, বিলাপ।

বিশ্বাস ও ভক্তিতে প্রেম, প্রেমে শান্তি, শান্তিসুখে সব তাপ, সব সন্দেহ দূরে যায়। প্রেমের খেয়াঘাটে, বিশ্বাস পারের তরণী। সে তরণীতে শান্তিপুরে যাওয়া যায়। সেইখানে প্রেমময়ী শান্তিময়ী সদা বিরাজিতা। প্রেমময়ীর মুখ দিব্যালোকে আলোকিত। সে আলোকে সব দুঃখ তিমির কাটিয়া যায়।

---

[৪]

উঠিনু চকিতে, তুলে লইনু উল্লাসে,
মহা মোহাবেশে যেন সখা বাহুলিনে,
—যারে বড় ভালবাসি—(কিন্তু তোমা চেয়ে
নয়, মধুর ললনে !) চাপিনু উল্লাসে,
টানিনু সজোরে তারে মম হিয়া পানে
—যেন রবিকর মালা তাঁতের ভিতর
নাচিল মাতিয়া, মোর বিশ্রাম হরিতে।

বাজনা জোরে বাজিলে, সুরে সুরে বিদ্যুৎ ঝলকায়। হৃদয় বীণায় যখন বিরহ বাজনা জোরে বাজে, তখন আগুন ছুটে যায়, সব শান্তিসুখ দূরে যায়।

---

[৫]

দেখা'ল তখন তারে সজীব বলিয়া,
তাঁতে তাঁতে যেন কত মমতা মিশান
শুধু মম তরে।—তনু কাঁপিল তাহার,
যেন প্রেমিকের মৃদু প্রেম নিবেদনে,
আঁখি জল মত কিছু পড়িল কপোলে,
মনে ক'রে দিতে সেই বরষের কথা,
মিলেছিনু যবে দোঁহে, সাগর সকাশে।

ছড়ির টানে, অপ্রাণ বেহালা যেন সপ্রাণ হ'ল। আমার বেহালায় আমারই প্রেমের খেদের সুর বাঁধা আছে। যেন সে আমার দুঃখে দুঃখী হ'য়ে প্রতি তন্ত্রের ঝঙ্কারে কত মমতা অনুনয় জানাইল। সে অনুনয়ে আমার চোখে জল এল। সে জল মখে পড়িল—মনে, আমাদের দুজনের পূর্ব্ব মিলন স্মৃতি জাগিল।

প্রেমের সুরে নির্জীব সজীব হয়। নীরস সরস হয়। অশ্রু দরবিগলিত ধারে ছুটে। প্রেমের স্মৃতি জাগে। স্মৃতি—অতৃপ্তি; অশ্রু, অতৃপ্তির তৃপ্তি।

---

[৬]

উঠিনু দাঁড়ায়ে পরে, লইনু তুলিয়া
করে, গর্ব্বে, গীত-অসি বাহুলিনু ছড়ি।

কাঁপিল কৃপাণ যেন আনন্দ উল্লাসে,
হানিতে বেদনা মোর। নাহি কি আমার,
মত আরো লোক, যারা অমৃত আধারে,
চুমি নিরাশার বারি, শুখায় ক্ষুধায়
চুমিতে চুমিতে, যারা জ্বলে পুড়ে যায়
পূর্ব্ব সুখ কামনার সান্ত্বনার সুখে ?

তার পর উঠে দাঁড়াইলাম। গীত-অসি বেহালার ছড়ি, গর্ব্বভরে, হাতে তুলে লইলাম। (অসি যুদ্ধের সহায়—ছড়ি বাজনার সহায়) (যুদ্ধের বাজনা করবালে বাজে—বেহালার বাজনা ছড়িতে বাজে) ছড়ির ঘাত প্রতিঘাতে, আমার বেহালার সুর, আনন্দ উল্লাসে (যেন আমার দুঃখ দূর করিতে) কেঁপে উঠিল। (কিন্তু সকলই বৃথা।) হায় ! আমার মত আহার থাকিতে অনাহারে কে মরে ?

আমি পিপাসা, তুমি জল—আমি ক্ষুধা, তুমি আহার। তুমি (আমার প্রণয়) থাকিতে কেন ভিখারীর মত তোমার প্রণয় ভিক্ষা মাগি। কেন বা সে প্রণয়ের পিপাসায় কাতর হই ? কেন সে পিপাসার কাতরতায় শুখিয়ে মরি ? কেন শুখিয়ে শুখিয়ে পূর্ব্ব সুখ সান্ত্বনার জ্বালায় জ্বলে মরি।

প্রেমিকের প্রেমই আহার—প্রেম বিহনে সে বাঁচে না।

I am all yours—I kneel, I burn,
Feel every naked rushing nerve
And tendril of my being yearn
For you ; for you I starve

H. Trench.

তৃতীয় পত্র

আমি তোমার—আমার যা কিছু সকলি তোমার। আমি জানু পাতি, জ্বলি, পুড়ি, আমার দেহের বাহিরের প্রতি বেগগামী শিরা, আমার জীবন লতিকা তোমায় জড়াইতে উৎসুক। আমি তোমারই জন্য শুখিয়ে মরি।

---

[৭]

নাহি কি আমার মত আরো কত জন,
নয়ন যাদের ঝুরে, বলিতে পারে না
কেনইবা ঝরে ? বলে বারবার যারা
মহিকা কাহিনী, তাতে শিতলিবে ব'লে,
আর যারা, কেঁপে সারা সংশয়ের ডরে,
বারিতে পাবে না যারে, সাহস থাকিতে,
নরকে যাইয়া হাঁসে, ভেবে পাপ কথা,
এককালে ছিল যাহা কত মধুময় !

এ সংসারে আমার মত আরো কত লোক কি কাঁদে না ? (আমার মত মুখ ফুটে বলিতে পারে না, কেন বা কান্না আসে ? (আমার মত) গরমের দিনে ঠাণ্ডা হবে ব'লে, বার বার বরফের কথা কয় না ? (আমার মত) সাহসী হ'লেও, সংশয়ের ভয়ে (প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হইবার ভয়ে) কেঁপে সারা হয়না ? (আমার মত) নরকে পড়িয়া প্রেমের মধুর পাপ কথা মনে ক'রে হাঁসে না ?

সংসারে অনেক রকম পাগল আছে। প্রেমিকের (নকল পাগলের) হাঁসি ও কান্না, তাত ও শীত, সংশয় ও সাহস, পাপ ও পুণ্যের ভেদাভেদ জ্ঞান কিছু কিছু থাকে, আসল পাগলের কিছুই থাকে না।

---

[৮]

আমি আগে এককালে, যৌবন আলোকে,
পুস্তক পড়িয়া দিন কাটাতাম সুখে,
পেয়েছিনু যেই সুখ, পায়না কৃপণ,
গণে, চুমে, যবে তারা মুদ্রিত-কাঞ্চন।
সত্য-কূপ নীর স্বাদ পেয়েছিনু সত্য,
লেগেছিল ভাল ; কিন্তু সেসব ঘুচেছে।

আমার ফুল্ল যৌবনে (তোমায় ভাল বাসিবার আগে), আমি বই পড়িয়া মনের আনন্দে দিন কাটা'তাম। তাহাতে যে সুখ পাইতাম, তাহা কৃপণেও পায় না। কৃপণের সুখ অর্থ সঞ্চয়ে। অর্থ অকিঞ্চন অনিত্য। সুতরাং তাহার সঞ্চয়ের সুখও অনিত্য। জ্ঞান চর্চ্চার সুখ নিত্য। আমি জ্ঞান কূপের সত্যবারি পান করিতাম, বড়-ভাল লাগিত। কিন্তু এখন (তোমায় ভালবেসে অবধি), সে সকল ঘুচে গেছে। আমি এখন প্রেমকূপের পঙ্কিল জলে অজ্ঞান হ'য়ে আছি।

জ্ঞানে সত্য নিত্য নিহিত। প্রেমমোহে, জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। লোকে অজ্ঞান, আত্মহারা হয়। তবে ভাল-মন্দ, নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ বিচার শক্তি একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু শক্তি থাকিতেও শক্তি হীন হয়। "কি যেন মোহের ঘোরে ধাঁধে দু নয়ন"।

---

[৯]

সেই ফুলরাণী মোরে তাড়ায়েছে দূরে,
হতাদরে, অনাদরে, পরিহার ভরে ;

তৃতীয় পত্র

সেই মায়াবিনী, তার মায়ার প্রভাবে,
দিনে করে রাত, আর রাতে করে দিন,
রবিকর ল'য়ে করে তরল ওষধি,
সেবি সে ওষধি হায় ! জ্বরে মোর হিয়া,
স্থির স্পন্দহীন হ'য়ে রহে কতকাল।

রমণী, তার রূপের ভেল্কিতে, মানুষকে যাদু করে; তখন মানুষের রাতদিন জ্ঞান থাকে না। সে রূপের তরল মদিরাপানে মুগ্ধ হয়। তাহার হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

মানব, আপন প্রবৃত্তির বশে এক এক নেশায় মজে আছে। কেহবা রমণীর রূপে, কেহবা বিষয়ের মোহে, কেহবা খেলা ও আমোদে ভোর হ'য়ে আছে। একটা না একটা নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। জীবন না ফুরা'লে নেশা কাটে না। আবার নেশা না থাকিলে, প্রাণ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

---

[১০]

শিখেছি, বুঝেছি, সুখ বড় ব্রীড়াময়,
আসেনা সবার কাছে শুধু প্রার্থনায় ;
বিশ্বাস—সাগর ফেন, গর্ব্ব ফাঁদ মাত্র ;
বাহ্য শোভা—সাজ সজ্জা—অতি অকিঞ্চিৎ ;
আশা—কীট, যার পাখা কেটে দিতে পারি ;
এই সব কথা মোরে শিখায়েছে প্রিয়ে।

শুধু প্রার্থনা করিলেই সুখ মিলেনা। সুখের সলাজ সঙ্কোচে, সে অলাজ প্রার্থনা (অনেক সময়ে) বিফল হয়। সুখ সহজে মিলে না। প্রেমের বিশ্বাসও জল বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, শুধু মনের বিশ্বাসে প্রেমসুখ মিলে না। প্রেমের গর্ব্ব

অহঙ্কার ফাঁদ মাত্র, কারণ প্রতিদান না মিলিলে, মানব আপনার মিথ্যা প্রেম-অহঙ্কার ফাঁদে প'ড়ে, কেঁদে মরে। আর বাহিরের শোভা, বেশ পরিপাট্য ও অতি তুচ্ছ। সুধু তাঁহাতেই প্রেম মিলে না। প্রেমিকের আশা অভিলাষ, পতঙ্গের প্রায়, সুখকল্পনার পাখা লইয়া উচ্চে উঠে বটে, কিন্তু নিরাশার বায় সে পাখা খসিয়া পড়ে। এই সব শিক্ষা প্রেমে পড়িলে শিখা যায়।

প্রেম মূর্খের জ্ঞান—কিন্তু প্রেমিক জ্ঞানমূর্খ—মূর্খজ্ঞানী।

---

[১১]

হাঁ, তুমিই বুঝায়েছ, ললনে আমায়,
প্রমিথাস পেয়েছিল যে সব যাতনা,
শৃঙ্খলিত ছিল যবে, তবু নমে নাই,
জাগাইয়ে রেখেছিল, কিন্তু চিরতরে,
বিপ্লব ভীষণ। ক'রেছি কি অস্বীকার
ভূমিতে পাতিতে জানু ? পাতিনু পুলকে,
কিন্তু মম আবেদনে আসেনা উতর।

প্রিয়ে তুমিই আমায় সেসব শিখিয়েছ—অর্থাৎ তোমায় ভালবেসে আমার সেসব জ্ঞান হ'য়েছে। (প্রেমে আমার দিব্যচক্ষু ফুটেছে)। তোমায় ভালবেসে প্রমিথাস যে অসহ্য যাতনা পেয়েছিল, আমি তাহা অনুভব করতে পেরেছি। ভালবাসার কি যাতনা তাহা বেশ বুঝেছি। প্রমিথাসের মত আমিও তোমার প্রেমের শিকলে শিকলিত হ'য়ে, হৃদয়ে চিরতরে চিতানল জ্বালাইয়াছি। অত কষ্টেও প্রেম ছাড়ি নাই। আমি আভূমি প্রণত হ'য়ে তোমার প্রেম আবেদন করিতে সতত প্রস্তুত, কবে তাহা করিতে অরাজি? কিন্তু আমার আবেদন বৃথা, তুমি শুনিবে না—শুনিলেও কোন বিচার বিধান করিবে না। (তুমি আসামী—আবার তুমি নিজে বিচারক, কাজেই সুবিচারের আশা কোথায়?)

তৃতীয় পত্র

প্রমিথাস একজন গ্রীস দেশবাসী ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, তিনি মৃত্তিকায় মানব মূর্ত্তি গড়িয়া তাহা সঞ্জীবিত করিবার জন্য স্বর্গ হ'তে আগুন চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই দোষে জিয়াস (একজন গ্রীস দেবতা) তাঁহাকে ককাশশ পর্ব্বতে শৃঙ্খলিত করিয়াছিল। সেই খানে এক ঈগল পাখী প্রতিদিন তাঁর যকৃতদেশ আহার করিত, কিন্তু রাত্রে যকৃত আবার বাড়িয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইত। এইরূপে প্রমিথাসের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল। পরিশেষে হারকিউলিস (গ্রীক মহাবীর) সেই পাখীকে মারিয়া বন্দীকে শৃঙ্খল মুক্ত করে।

---

[১২]

কেন প্রিয়ে! অত তব রাগ অসন্তোষ?
কিছু মন্দ ভাবি নাই, চুরি করি নাই
দিব্যবহ্নি রবি হ'তে; কিন্তু চেয়েছিনু
খুঁজিয়া আনিতে তব মহিমা গৌরব,
ক'রেছিনু সে কামনা জীবন-বসন্তে
কিন্তু হায়! তাহা এবে হ'ল কৃতাকৃত।

তোমার রাগের অসন্তোষের কারণ কি? কিসে তোমার রাগ হ'য়েছে? কেন তুমি আমার প্রতি অত অসন্তুষ্ট? (কেন তুমি আমায় ভাল বাস না?) প্রিয়ে! আমি মন্দ ভেবে তোমায় ভালবাসি নাই। আমি (প্রমিথাসের মত) স্বর্গীয় অনল চুরি ক'রে আনি নাই। তবে আমি, আমার জীবন-বসন্তে (যৌবনে) তোমার মহিমা গৌরব খুঁজিয়া আনিতে চেয়েছিলাম, তোমার মহিমায় মহিমান্বিত হ'ব বলে চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু সে চেষ্টাও তার সুখ, সকলি ছুটে গেছে। যাহা কিছু প্রেম চেষ্টা করিয়াছি সকলি অকৃত হয়েছে।

[১৩]

প্রার্থিলাম বর মোর। গাঁথিলাম গানে,
আকুল ব্যাকুল ভাব, আনন্দ, রহস্য,
মলিন বিবর্ণ আর নির্বাক নৈরাশ্য।
প্রার্থিলাম বর মোর। যেন মনে হ'ল,
প্রাণ মোর, সেকালের কোন আচার্য্যের,
যিনি বড় ভালবেসে, দুঃখে, কষ্টে, ক্লেশে,
হইয়াছিলেন শেষে, জ্ঞানী বলবান।

আমি যাহা চাহি, তাহা চাহিলাম (আমি তোমায় চাহি, তোমার প্রেমই চাহি-লাম)। আমার গানে, বিরহের আকুল ব্যাকুল ভাব, প্রেমের আনন্দ, প্রেম প্রার্থনার সুখ, সে প্রেমের রহস্য, সঙ্গে সঙ্গে কিছু নৈরাশ্য মিশাইয়া দিলাম। গানের সুরে নানা প্রকার ভাব মিশিয়া গেল, সেই সব ভাব মিলিয়া হৃদয়ে আবার প্রার্থনা জাগাইল। ধ্যানে যেন হারান বল ফিরে এল। আমি অবল ছিলাম, সবল হইলাম। অজ্ঞান ছিলাম, সজ্ঞান হইলাম।

লোকে ভালবেসে অজ্ঞান হয় না, অজ্ঞান হয়েই ভালবাসে। তাই কষ্ট পায়, কষ্টপেয়ে তবে জ্ঞান হয়।

---

[১৪]

যবে সুর উথলিত কাঁপিয়া কাঁদিয়া
রোধিতাম তারে। যবে বড়ই কাঁপিত,
নাচাইয়ে তুলিতাম ছড়ি হ'তে ত্বরা,
—নেচে উঠে ত্বরা যথা সদ্য সুপ্তোত্থিতা

দুষ্টা ললনা নিদাঘে—বাজাতাম জোরে,
তাঁতের ভিতর হ'তে পশিত শ্রবণে,
পূতহিয়া যোগিনীর আকুল রোদন।

বিরহের আলাপ করিতে করিতে, যখন আমার বেহালার স্বর করুণ বিলাপে উথলে উঠিত, তখন তাহাকে থামাইতাম। আবার বাজাতে বাজাতে যখন বড় কেঁপে উঠিত, তাকে নাচিয়ে তুলিতাম। নবযৌবনা রমণী সবে ঘুম ভেঙ্গে যেমন বেগে, উল্লাসে, শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে, আমার বেহালার ছড়িকে তার তন্ত্রী শয্যা হ'তে সেইরূপ বেগে উল্লাসে উঠাইতাম। আরো জোরে বাজাইতাম; যেন তাঁতের ভিতর হতে এক পবিত্র যোগিণীর ক্রন্দন শুনিতে পাইতাম।

---

[১৫]

ফিরাতাম সে আলাপ অপর আলাপে ;
খেলিতাম ছড়ি লয়ে ঠিক ততক্ষণ,
যতক্ষণে সুরজাল আনন্দে ছায়িত।
টানিতাম পুনঃ তারে স্বনিবে বলিয়া
সত্য, চির-অনুরাগ, দুঃখ, পরিতাপ,
জীবন, প্রণয়, আর মহা মোহ ভাব,
হৃদয়ের জ্বালা যাঁহে দহে দেহ মোর।

কান্নার চড়া সুর ছেড়ে নরম সুর ধরিতাম। সে সুরের উচ্ছ্বাসে প্রাণে সুখ দুঃখের সব ভাব জাগিত।

একই যন্ত্রে সুখ দুঃখের সব বাজনা বাজে। হৃদয় বীণায় সুখ দুঃখের সব তার বাঁধা আছে। অদৃষ্ট ছড়ির ঘায়, হৃদয় বীণায় জীবনের সব ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হয়।

[১৬]

স্বয়ং সুরগীতনাথ ধরিতেন হাত,
বাধ্য করিতেন তিনি, আমায় ভাবিতে
(বাজাতে বাজাতে,) সেই হতভাগ্য মুগ্ধ
মুক্ত বনপথ, যেথা নিশীথে দুজনে
ভ্রমিতাম এককালে, যেথা মোর স্বর
উঠিত উল্লাসে ; তারপর সচকিতে,
হইতাম পুলকিত—ডরিতাম দোঁহে।

আমার বেহালার কাতর সুর শুনে, স্বয়ং সঙ্গীত দেবতা আসিয়া যেন আমার হাত ধরিতেন। অতীত সুখের স্মৃতিলেখা আনিয়া সাম্‌নে ধরিতেন। যেন জোর ক'রে, জেদ ক'রে, সেই মুক্ত বন্য ভূমি যেখানে তুমি, আমি, দুই জনে এক কালে রাত্রে বেড়া'তাম তাহার চিত্র আনিয়া ধরিতেন—যেখানে আমরা মনের উল্লাসে গাহিতাম, মনে এক হঠাৎ আনন্দ আসিত ও দুইজনে ভয় পাইতাম, সে চিত্র আঁকিয়া দিতেন।

---

[১৭]

সেবিব স্বপনে বিষ, মরিব উল্লাসে ;
আরনা পাতিব জানু তোমার সমীপে,
আরনা বসিব কুঞ্জে, আরনা ভ্রমিব
শৈবলিনী তীরে, হৈম উপত্যকা তলে,
অথবা গাঁথিয়া দিব্য আলোক মালিকা
ভূষিব না তোমায় হে প্রান্তরে কান্তারে।

তৃতীয় পত্র

প্রণয়ী অনাদরে, বিরহে, কষ্টে, কথায় কথায় মরিবার সঙ্কল্প করে, কিন্তু তাহা বাঁচিবার ছল মাত্র। জীবন থাকিতে কেহ কি মরিতে পারে? তাই প্রণয়ী স্বপ্নে বিষ খাইয়া মরিবার সঙ্কল্প তাহার প্রণয়িনীকে জানাইতেছে।

---

[১৮]

সদয় হইতে যদি, সহজ হইত
কত সেই সব কাজ; সহজ হইত
আরও কঠিন কাজ, পারিতাম যদি
যেতে আশা-সীমাভূমে, পারিতাম যদি
পুরাইতে সুখ আশা, মম মনমত—
আদায় করিতে প্রিয়ে, তব কাছ হ'তে,
বলে নহে, মানে মানে, একটী চুম্বন,
রাজার শাসনে যার আদায় মিলেনা।

যদি তুমি আমার প্রতি সদয় হইতে, যদি তুমি আমার মনের বাসনা পূর্ণ করিতে, যদি মানে মানে, আপন ইচ্ছায়, আমায় একটী চুম্বন দিতে, আমার হইতে, তাহা হইলে আগে যে সব কাজ বলিয়াছি, তাহা সহজে করিতাম। এমন কি আরও কঠিন কাজ, অল্প পরিশ্রমে করিতাম।

প্রেম বড় পুরস্কার। সে পুরস্কার আশায়, লোকে অনেক কষ্ট অনায়াসে সহিতে সতত প্রস্তুত।

---

[১৯]

বেশী কথা নয় আমি মরিতেও পারি,
বেশী কথা নয় আমি সহিতেও পারি,

দেহমনস্তাপ, শাস্তি, পীড়ন, মরণ,
বারেক চুম্বন যদি পাইহে তোমার।
কারণ তা'হ'লে আরনা বিলাপ ক'রে,
শিখাব করুণ হ'তে; তিতি আঁখি জলে,
লুকায়ে রহিয়া তব চিকুরের জালে,
প্রসন্ন হইব আমি তোমার প্রসাদে।

প্রেমিক এক চুম্বনের তরে সব দুঃখ সহিতে, সব শাস্তি লইতে সতত প্রস্তুত। সে মনে করে, সেই এক সুখে তার সব দুঃখ যাবে। চুম্বনেই প্রেম মুখরিত হয়—চুম্বন, প্রেমের প্রস্তাবনা।

But were I loved, as I desire to be
What is there in the great sphere of the earth,
And range of evil between death and birth,
That I should fear—if I were loved by thee?
All the inner, all the outer world of pain,
Clear love would pierce and cleave, if thou we'rt mine.

Tennyson

আমার মনের মত, তোমার ভালবাসা যদি পাই, এই বিশাল পৃথ্বীতলে, জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি, পাপের ও মন্দের বিস্তারে, এমন কি আছে, যাহা আমি ভয় করি? যদি তুমি আমার হও, স্বচ্ছ প্রেম, কষ্টের ভিতর ও বাহিরজগত ভেদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিবে।

---

[২০]

বেশী কথা নয় বলিলাম যেই মত;
আরও বেচিব মম জীবন পদার্থ,

তৃতীয় পত্র

স্বর্গ হ'তে আসিয়াছে যত কিছু সুখ,
সব শান্তি জানে যাহা দেবতা স্বরগে,
যদি মরিবার আগে, নিমেষের তরে,
রহিতে পারিগো আমি, তব সনে রমে,
ধবল সুন্দর তব হিয়ার তুষারে।

আমি সব সুখশান্তি, স্বর্গীয় আনন্দ, নিজের জীবন পর্য্যন্ত বেচিতে রাজি আছি, যদি সে সবের বিনিময়ে, মরিবার আগে, তোমার ধবল সুন্দর শীতল হৃদয়ে স্থান পাই। তাহাতেই কৃতার্থ হইব। আমি ওই এক সুখের তরে, আর সব সুখ ছেড়ে দিতে পারি।

As rivers seek the ocean,
Tired things their nest,
As storm worn ships their haven,
Seek I thy breast.

J. Tod Hunter

নদী যেমন সাগর পানে ছুটে, শ্রান্ত জীবকুল যেমন নিজ নিজ বাস স্থান খুঁজে, বাতজীর্ণ তরী যেমন বন্দর খুঁজে, আমিও তেমনি তোমার হৃদয় খুঁজি।

চতুর্থ পত্র

উৎকণ্ঠা

[১]

যামিনী যাইলে জানি আনন্দে অবনি ;
পাখী শিশু জাগে কুঞ্জে, চিচিকুচি করে ;
উষা যায় ধীরে চলে (আলোক আবেশে) ;
বীরবর রবি চাহে আকাশের পানে,
উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ শিবির হইতে ;
সারাপথ ছায় তার প্রস্ফুট প্রসূনে।

প্রভাতে রবির উদয়ে ধরাতল প্রফুল্লিত হয়। পাখী জাগে, ফুল ফোটে।

Hark ! hark ! the lark at heaven's gate sings
And Phoebus 'gins to arise,
And winking Mary buds begin
To ope their golden eyes.

Shakespere

শোন! ওই শোন! চাতক স্বর্গদ্বারে গান গাহিতেছে, সবিতা আকাশে উঠিতেছে, গাঁদাফুলের কুঁড়িগুলি উঁকিমেরে তাদের সোনালী চোখের পাতাগুলি খুলিতেছে।

জীবের হৃদয় আকাশে যখন প্রেম রবি উদিত হয়, তখন তার প্রাণ-পাখী জাগে, কত কলতান ছুটে। ভক্তি অশ্রু ফুলদল ফুটে উঠে। সারা জীবনের পথ সে আলোকে আলোকিত হয়।

---

[২]

কি কাজে এসেছে রবি? অত ক্লমে, শ্রমে,
কি সুখ সে খোঁজে?—বিচরে আপন পথে
সম্রাট সিজর সম অদম্য প্রতাপে;
ধায় তার লক্ষ্য সীমা পশ্চিম গগনে;
ছাড়ি বেশ, বিশ্রামিয়া আরাম শয়নে,
রবি কি হেরিবে সেথা নিশীথ স্বপনে,
নীরোর আদেশে হত দেবোপম জনে?

নীরো গ্রীস দেশের একজন দুর্দ্দান্ত ও নৃশংস নরপতি ছিলেন। তাঁহার আদেশে অনেক ধর্ম্মাত্মা হত হইয়াছিল।

সিজার—গ্রীসদেশের মহা প্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী সম্রাট।

---

[৩]

রবি কি শিবিরে তার, বিচারে আনাবে
ধূমকেতু উপগ্রহে?—যেই মহাকেশা,

বল অত্যাচারে, উপভোগ করেছিল
সপ্তকন্যকার সর্ব্বশুশ্রী তারাটীরে ;
রেখেছিল ফেলে তারে স্তিমিত ভবনে,
জ্বালেনি সে দীপ, যাহা দীপিত দ্যুতিত
আবাস তাহার, শূন্যে আকাশ উপরে।

গ্রীস দেশের পুরাণে লিখিত আছে, অ্যাট্‌লাস ও পরী প্লিওনির ঔরস জাত সাতটী কন্যা ছিল, তাহারা সাতটী তারকায় পরিবর্ত্তিতা হইয়াছিল। আমাদের দেশে এই সাতটী তারাকে সপ্তকন্যকা বা সপ্তর্ষি মণ্ডল বলে।

কবে কোন উপগ্রহ এই সাতটী তারার একটী তারাকে উপভোগ করিয়াছিল তাহার বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

---

[৪]

তা'নয়, তা'নয় ! খুঁজে রবি প্রাণ বঁধু
চাঁদে—সেই স্নিগ্ধ দ্যুতিঃ জ্বলিত জ্যোতিষ্কে,
যার তরে কেঁদেছিল এন্‌ডিমিয়ন।
বিশ্বাস করেসে, পাবে তার প্রেয়সীরে
পাথোধি প্রবাহে, কিম্বা বিজন বিপিনে,
আগামি নিদাঘ কালে। ভাল বেসেছিল
তারে, সেই দিন হ'তে, রাহুর কবলে,
মুরছিত মৃতপ্রায় হয়েছিল যবে।

গ্রীসদেশীয় পুরাণ মতে অস্তমুখ রবির নাম এন্‌ডিমিয়ন। এন্‌ডিমিয়ন চির-

নিদ্রা ও চির-যৌবন বর পাইয়াছিল। চাঁদ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে, প্রতিরাত্রি কেরিয়ার ল্যাটমাস্ পর্ব্বতে (এন্‌ডিমিয়নের বিশ্রাম ভূমে) নামিয়া আসিয়া চুম্বন করে। এন্‌ডিমিয়ন যে, কেন চাঁদের জন্য কাঁদিয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না।

---

[৫]

তখন সে পরিচয় পেয়েছিল তার,
চিনেছিল তারে তার রূপের ছটায় ;
জানিত পবিত্রা তারে, জানিত পরিত
ইন্দু, কটিতটে তার, ধবল মেখলা-
হার, ইন্দুরত্ন জিনি ; চেয়েছিল যবে
রবি তার মুখ পানে, জানিত জিনিবে
শেষে, বেড়িবে তাহারে, স্নেহ আলিঙ্গনে।

রবি আলোক ও উত্তাপ দানে ধরণীকে প্রফুল্লিত ও সঞ্জীবিত করে, ইহাই তার কর্ম্মভার। সে অত্যাচারীর দোষ বিচার করে না—অসহায়া নারীর প্রতি বলাৎকারের বিচার করে না। সে আপনার পথে আপন কাজ সেরে, কারও হাঁক ডাক না মেনে, সটান আপন রাস্তায় চলে যায়। কিন্তু রবিও একজনের প্রেমে বদ্ধ, সে অনাদি অনন্তকাল চাঁদের সন্ধানে ফিরে—কিন্তু চাঁদ ধরা দেয় না। গ্রহণের সময় রবি চাঁদের সামনা সামনি হয়, পৃথিবী মাঝে পড়ে, সে সময় রবি চাঁদকে পৃথিবীর আড়ালে দেখে, সে তখন তার পরিচয় পায়—চাঁদের পূর্ণ মাধুরি তখন বিকশিত হয়।

---

[৬]

আমি রবি—তুমি চাঁদ, হইতাম যদি
সেই মত সখি, তবে নাহি রহিতাম
অপেক্ষিয়া অতক্ষণ, শুনিতে তোমার
শুভ পরিণয় গীতি—অলৌকিক অতি।
কারণ তা'হলে, কহিতাম সবগ্রহে,
আনিতে তোমায় ঘরে, দিন না ফুরাতে,
বলিতে তোমায় রাণী রাজ রাজ্যেশ্বরী,
শোভিয়া মুকুটে শির জনতার মাঝে।

যদি তুমি চাঁদ আর আমি রবি হইতাম, তাহলে তোমার সহিত লৌকিক বিবাহের অপেক্ষায় থাকিতাম না। একেবারে তোমায় আমার ঘরে আনাইতাম, তোমায় মুকুট পরিয়ে, রাণী সাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসিতে লোক পাঠাইতাম।

রবি সকল গ্রহের অধিপতি। আমি যদি রবি হইতাম, আর তুমি আমার উপগ্রহ চাঁদ হ'তে, তাহলে কি আর তোমার সাধ্য-সাধনা করিতাম? আমি কি আর তোমার চক্রে ঘুরিতাম? তোমার আশায় ফিরিতাম? তোমায় আমার চক্রে চিরদিন ঘুরাইতাম। তোমার আলোকের আশায় ঘুরিতাম না। আমার আলোকে তোমায় আলোকিত করিতাম। আমার হৃদয়ে তোমার আসন পাতিতে যাইতাম না। তোমার হৃদয়ে আমার আসন পাতিয়া বসিতাম।

---

[৭]

ভাতিব আনন তব এপোলের মত,
ধারিব নিচোল তব, ডাকিব সে নামে

যে নারী বাসিত ভাল ড্যাফ্‌নি সুন্দরী।
তব লাগি হব আমি স্ফটিক ধবল—
উদ্দাম স্বাধীন যথা লেডার প্রণয়ী,
ঝলকিত জ্যোতিঃ যার নয়ন হইতে।

এপোলো গ্রীক দেবতা—সূর্য্য। গ্রীকপুরাণে, এপোলোর অনেক প্রেমকাহিনী আছে। তাহার যৌবনে, সে প্রথমে পেনিয়াস নদীর কন্যা পরী ড্যাফ্‌নিকে ভাল বাসে। কিন্তু ড্যাফ্‌নি শুধু মৃগয়া ভাল বাসিত। এপোলো তাহার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে, তাহাকে ধরিতে ছুটিয়াছিল। ড্যাফ্‌নি এপোলোর সম্ভাষণে, তাহার ঐশ্বর্য্য প্রলোভনে, কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত না হইয়া, আগে আগে পলাইয়া গিয়াছিল। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যখন প্রায় ধরা পড়ে, এমন সময় পেনিয়াস নদীতীরে তাহার পিতার নিকট আসে এবং তাহাকে রক্ষা করিতেও তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে অনুনয় করে। সেই জলদেব তাহার কন্যাকে "বে" বৃক্ষে পরিবর্ত্তিত করে। এপোলো আসিয়া সেই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে। সেইজন্য "বে" বৃক্ষ এপোলোর বড় প্রিয়।

ড্যাফ্‌নি যাহাকে ভালবাসিত তাহার নাম ছিল ডেলিয়া। ডেলিয়া ড্যাফ্‌নির জীবিতাবস্থায় মরিয়াছিল।—ড্যাফ্‌নির অশ্রুময় প্রেমকাহিনী গ্রীকপুরাণে লিখিত আছে।

লেডা—জিয়াস ও নিমেশিষের ঔরস জাত কন্যা। তাহাকে এক গ্রীক দেবতা ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু লেডা তাহার আলিঙ্গন হইতে পলাইয়া আসিয়া, হংসী রূপ ধারণ করে। সেই দেবতাও হংসরূপ ধরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে।

---

[৮]

তার পর হবে সেথা মহা মহোৎসব,
অফুরন্ত—যতক্ষণে প্রিয়ে না চুমিব

তব মুখ খানি, মোহে, স্বপ্নে, নিদ্রা ঘোরে,
সারাটি জীবন, জীবনের রহোল্লাসে।
পাবে প্রতি তারা এক এক সহচরী,
নাচিতে শিখাব আমি তাহাদের সবে,
যেইরূপ পুরাকালে, গ্রীস জনপদে,
নাচিত নিবরা দল দৈব শিক্ষাধীনে ।

তোমায় পাইলে আনন্দ উৎসবে প্রাণ মাতিবে। আজীবন সে উৎসব ছুটিবে। সে উৎসবে আকাশের তারাদল আনন্দে নাচিবে।

জীবন ফুরন্ত কিন্তু চুম্বন অফুরন্ত। তাই প্রেমের উৎসব অফুরন্ত ছুটে —প্রেম এক জীবনের নিক্ষণে সীমাবদ্ধ নয়। কোটী জীবনের কোটী চুম্বনেও জীবের প্রেম পিপাসা মিটে না।

"Oh ! might I kiss those eyes of fire,
A million scarce would quench desire :
Still would I steep my lips in bliss,
And dwell an age on every kiss ;
Nor then my soul should sated be ;
Still would I kiss and cling to thee.

Byron

হায় ! যদি তোমার অনল-নয়ন চুম্বন করিতে পাই, দশলক্ষ চুম্বনেও হয়ত পিপাসা মিটিবে না। তবুও আমার মুখ সেই চুম্বন সুখে ডুবাইয়া রাখিব। প্রতি চুম্বনে এক এক যুগ কাটাইব। তাহাতেও আমার হৃদয়ের পিপাসা মিটিবে না—তবুও তোমায় চুম্বন করিব ও তোমাতে নিলীন হইব।

[৯]

সাহসে সাধিব কাজ ; আমার অঙ্গুলি
তোমার অলকে, ত্বরা ধাইবার আগে—
আভূমি প্রণত রমে করিতে তোমায়,
বুঝিতে পারিবে, ভয় হর্ষ ভাব, তব
প্রকুল প্রসারে ; তব মৌন অনুনয়ে,
পরে, ব্যথা পেয়ে, দিব উচিত উত্তর
তোমারি প্রশ্নের, ত্রস্তে, পুরুষের মত।

জোর করে তোমাকে আমার প্রেম চাহিতে বাধ্য করিবার পূর্ব্বে, আমার অযাচিত স্নেহ নিপীড়নে তোমার ভয় ও আনন্দ হইবে। তোমার মুখে অনুনয় মাখা থাকিবে কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সেই দেখে আমার মনে কষ্ট হবে, তুমি যে সব কথা তখন জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার তীব্র সরল উত্তর দিব।

---

[১০]

আমিকি ক'রেছি পাপ, দয়িতে আমার ?
প্রমদ প্রলাপে মোর হ'য়েছে কি পাপ ?
অপ্সরী আনন যেগো চুম্বনের তরে !—
ক'রেছি কি স্বপ্নে, বনে, নূতন ভারতে,
বিবাহ-কারণ পূর্ব্ব-প্রণয়-প্রার্থনা ?
হায় ! হৃদয় আমার, প্রেম জ্বরে শীর্ণ,
চঞ্চল, দুর্ব্বল অতি, সুখ বিরহিত।

প্রেম বড় বিষম জর—নূতন জ্বরে স্বাস্থ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ ব্যাধি আরোগ্যের সূচনা করে। কিন্তু জর পুরাতন হইলে, আরোগ্য বড় সহজে হয় না—প্রেমের পুরাতন জর, কল্পিত (নকল) চুম্বনে সারে না, আসল চুম্বনে তবে সারে।

নূতন ভারত—আমেরিকা।

---

[১১]

কাঁদিব না আর আমি, আর না কাঁদিনু,
বিলাপ করিব রাতে, কিম্বা পাতি জানু
করুণার আবেদন মাগিব আবার।
এক আনন্দের গর্ব্ব করে বায়ু কুঞ্জে ;
এক আনন্দের গর্ব্ব,আমিও করিব
তব ঘৃণা পরিহারে—বলিব তোমায়
কত ভালবাসি প্রিয়ে সকলের চেয়ে।

তোমার জন্য আমি আর কাঁদিব না। আর তোমার করুণা মাগিব না। তোমায় না পেলেও, তোমার প্রেমের আনন্দগর্ব্বে ভোর হয়ে থাকিব। তুমি ঘৃণা কর আর যাই কর, আর তোমার অপেক্ষায় থাকিব না। আমার প্রতি তোমার ঘৃণা ও বিরাগ সত্ত্বেও আমি সকলের চেয়ে তোমায় কত ভাল বাসি তাহা বলিব।

যখন আকর্ষণে প্রেম মিলে না, তখন প্রেমিক বিকর্ষণে আকর্ষণ আবার আনে, বিরহ বিলাপে মিলনের সুর গায়, কারণ সে জানে, কত মিলন বিরহে পুঞ্জীভূত।

---

[১২]

বিকচ গোলাপ ফুল, কল বিহঙ্গম,
শিবা, মৃগ, সরঃকাক, ঝিল্লী কীট কুল,
আরো ফুল্ল জীবনের, আছে প্রাণবঁধু ;
কেহ আসে পক্ষবাহি, কেহ লিপ্ত পদে,
পষ্ট বুঝাইয়ে দেয় মন অভিলাষ।

এই পৃথিবীতে জীব, জন্তু, কীট, পক্ষী, সকলেরই এক এক জীবন সঙ্গিনী আছে।

The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single,
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine ?

Shelly

"নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে,
তটিনী মিশিছে সাগর 'পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির সুখময় প্রণয় ভরে !
জগতে কিছুই নাহিক একেলা,
সকলি বিধির বিধান গুণে,
একের সহিত মিশেছে অপরে,
আমি বা না কেন তোমার সনে"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

[১৩]

সেই সব জীবগণ (আরও অধিক
বলিতে পারি না মোরা যত বেশী জানি)
সবে কয় প্রেম কথা। নাহি অন্য সাড়া
অনিল হইতে জলে ফেনিল তরঙ্গে,
গোলাপ হইতে ওই প্রফুল্ল কমলে
কেবল প্রেমের সাড়া ; নারি নিবারিতে
যা কিছু আমরা করি, ভুবন মাঝারে,
জনম হইতে শেষ মরণ অবধি।

সারা পৃথিবী এক প্রেমরবে মুখরিত। জীব জন্তু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ অনিল সলিল, গাছ, পাতা, ফুল প্রেমে হাঁসে। বিশ্বমাঝে প্রেমের বিষাণ সদাই বাজে। মানবের জীবন সলিলে প্রেমের তরী সদাই ভাসে।

"Love is in all things,
All things are in love ;
Love is the earth, the sea, the skies above ;
Love is the bird, the blossom, and the wind ;
Love hath a million eyes, yet love is blind ;
Love is a tempest, awful in its might ;
Love is the silence of a moon-lit night."

Ella Wilcox

প্রেম সর্ব্ব বস্তুতে আছে, সর্ব্ব বস্তু প্রেমে আছে। প্রেম—পৃথিবী, সূর্য্য, আকাশ, স্বর্গ। প্রেম—পক্ষী, পুষ্প, সমীরণ। প্রেমের কোটী চক্ষু তথাপি অন্ধ। প্রেম এক প্রবল ভীষণ ঝটিকা। প্রেম চন্দ্রালোকদীপ্ত নিশীথের নীরবতা।

In peace, Love tunes the shepherd's reed ;
In war, he mounts the warrior's steed ;
In hall, in gay attire is seen ;
In hamlets, dances on the green—
Love rules the court, the camp, the grove ;
And men below and saints above ;
For love is heaven and heaven is love.

Scott

শান্তিকালে প্রেম রাখালের মুরলীর স্বর বাঁধে ; সমরে, সৈনিকের অশ্বোপরি আরোহণ করে ; হর্ম্যতলে, মনোরম সাজে দেখা দেয় ; কুটীর নিবাসে, শষ্পতলে নৃত্য করে। প্রেমের শাসনে, নিকুঞ্জ, শিবির, রাজ সভা, স্বর্গের দেবতা, মর্ত্তের মানব, শাসিত। কারণ প্রেমই স্বর্গ, স্বর্গই প্রেম।

---

[১৪]

কি ক'রেছি আমি, স্বধু আমি, এই ভবে ?
যে রহিব চুপ করে শতেক বরষ
একটী কথার তরে ? জানি বেশ জানি,
তব সনে মোর শেষ মিলনের পর,
শতেক বরষ দেখা হয়েছে বারণ ;
পাই নাই সে সময়, সুখ শান্তি কিছু,
কারণ তখন হিয়া, ক্ষণ আলিঙ্গনে,
বেজেছিল কেঁপেছিল বিহগের মত।

অদর্শনে, বিরহে, একদিন এক যুগ বলিয়া বোধ হয়। দর্শনে, মিলনে, একদিন নিমেষে ফুরায়। কারণ, দুঃখ অশেষ, সুখ সশেষ।

What keep a week away? Seven days and night!
Eight score eight hours and lover's absent hours!
Shakespere

কি? এক সপ্তাহকাল দূরে রবে? সাতদিন সাতরাতি! আটকুড়ি আট ঘণ্টা! অদর্শন বিরহের অত কাল?

---

[১৫]

জানিতাম তব স্বর। জানিতাম সেই
চঞ্চল সুস্বর—মিষ্ট সুরবাণী সম
তুষিতে চাহিত যাহা আগে এককালে
মোরে মহা সমাদরে—তুষি যথা মোরা
সুহৃদ জনেরে। আমি চিনিব সে স্বর,
রহি যদি ভূমিতলে, নিবিড় তিমিরে,
অ-বাক হইয়া; কিম্বা জলমগ্ন মাঝে,
সলিলের তলে, চেয়ে থেকে অনাদরে,
অপদার্থ অন্ধ প্রায়, মরণ অবধি।

তোমার সুর আমার কাণে বড় বেজেছিল, আমার বড় মিষ্ট লেগেছিল, তাই যতদিন বাঁচিব সে সুর ভুলিব না। তোমার সুর, আমার কানের শিরায় শিরায় ফুটে আছে, তোমার সুরের ফনোগ্রাফ আমার কানে চিরতরে মুদ্রিত আছে; যদি আঁধার পাতালে যাই, জলে ডুবে, জীবনের শেষাবধি মর মর হয়ে থাকি, তবু তোমার সুর ভুলিব না।

"মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা
জলের ভিতর পশি সেথা দেখি গোরা"।

---

[১৬]

তবে লহ ফিরাইয়ে প্রিয়ে সে চুম্বন,
লয়েছিনু যে চুম্বন তব কাছ হতে,
কাল রাতে, ঘুমঘোরে। স্বপনে তোমায়
হেরেছিনু প্রিয়ে, টেনেছিনু বড় কাছে ;
ভাল হয় নাই কিন্তু অত কাছে টানা।
জানিনা কি হবে তাহে; কিন্তু এই জানি,
যদি পরমেশ মোর করেন কল্যাণ,
আবার উঠিব উচ্চে তব স্নেহাদরে।

আমি স্বপ্নের ঘোরে তোমার নিকট হইতে যে চুম্বন লইয়াছি তাহা ফিরাইয়া লও, তোমার জিনিষ তুমি ফিরিয়ে লও।

তোমায় স্বপ্নে বড় কাছে টেনেছিলাম, কাজটা ভাল হয় নাই। তবে যদি ভগবান সদয় হন, যদি তোমার ভালবাসা পাই, তাহা হইলে স্বপ্নের অকাজ ঢাকা পড়িবে, আমি তোমার স্নেহের উচ্চ আসনে বসিব।

---

[১৭]

ধরিয়া তোমার গলা চুমেছি সাহসে ;
আজিও সাহস হয় তাইত ভাবিতে,
কেমনে সে রাতে রমে! বেজেছিল কাণে,
মধুর মর্ম্মর তব, নহে অকরুণ ;
শ্বসিলে চকিতে তুমি, কিছু অতরুণ

অথচ তরুণ ভাব ; যেন মনে হল,
প্রমদ আশার গল্প ফুরাইয়ে গেল।

সাহস করে তোমার গলাধরে চুম্বন ক'রেছিলাম। তাই কেমন ক'রে সে রাতে আমার কাণে তোমার অস্ফুট রব বাজিয়াছিল, সাহস ক'রে আজ সেই কথা ভাবি। তুমি অস্ফুট ভাষায়, কাণে কাণে যে আশা ও প্রলাপ কাহিনী শুনাইয়াছিলে, তাহা পুরাতন হইলেও নূতন বলিয়া বোধ হ'য়েছিল।

আশা প্রেমের গলা ধ'রে চুম্বন করে। প্রেমের মৃদু মধুর আলাপে, প্রলাপে, আশার শ্রবণ ভরিয়া যায়। সে আলাপ প্রলাপ পুরাতন হইলেও নিত্য নূতন।

---

[১৮]

মম মুখে, চারি পাশে, হর্ষে তবু ভয়ে,
যেন বিঁধেছিল তপ্ত চুম্বনের জ্বালা ;
সে সব চুম্বন মম মধুমাছি দল,
দল বেঁধে যেত তারা, ত্বরায় খুঁজিতে,
মনোনীতে তাহাদের রাণী-মাছিকারে ;
কিন্তু তার পূর্ব্বে, পুনঃ শুনিলাম কাণে,
মৃদুল মর্ম্মর কার, যেন জানাইল,
নিঝড় নিঝুম ভাব ঝটিকার আগে।

আমার মুখে তোমার তাপিত চুম্বনগুলি যেন কামড়ে বসে গিয়েছিল। মনে হ'ল, যেন এক দল মধুকর মুখে দংশন করিল—মধু বিঁধিয়া দিল। তাহাতে মনে আনন্দ হ'য়েছিল, কিন্তু তার বিষের জ্বালায় মনে ভয় হয়েছিল। কিন্তু ঝড়ের

আগে যেমন প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়, সেইরূপ রিপুর কল্লোলে আমার চুম্বন হিল্লোল জাগিবার আগে, আমার মুখ হতে প্রেম-বাণীর পানে (তোমা পানে) ছুটিবার আগে, তোমার কাকলি, মৃদু প্রেম নিবেদন শুনেছিলাম।

---

[১৯]

কি হ'য়েছে ভালবাসা? ফুস্ ফুস্ ক'রে
বলিনু ঘুমের ঘোরে; ফিরিনু, হেরিনু
তোমারে—যেমতি হেরে বসন্ত নিদাঘে।
বলিলাম বস্তুতই তুমিগো আমার—
আমার আপন তুমি, দিবা বিভাবরী,
চিরতরে; শুনিলাম রোদন তোমার,
কত অনুনয়; পরে হৃদয় আমার
লম্ফিল উল্লাসে যেন ত্বরা তব পানে।

আমি ঘুমের ঘোরে ফুস্ ফুস্ ক'রে তোমার কাণে কাণে বলিলাম 'কি হ'য়েছে?' (প্রাণের কথা আস্তে আস্তে কাণে কাণে হয়।) ফিরে তোমার দিকে চাহিলাম, যেন বসন্ত নিদাঘের পানে চাহিল। (আমি সরস বসন্ত—তুমি নিরস নিদাঘ।) আমি বলিলাম, তুমি আমার চির কালের আপন, (তোমায় ভাল বেসে চিরকালের জন্য তোমায় আপন করিয়াছি।) তার পর যেন তুমি কাঁদিতেছ শুনিলাম। (তবে কি তুমি আমায় ভাল বাস? আমারই তরে কাঁদ?) সেই কান্না শুনে বড়ই আহ্লাদে তোমাপানে আমার প্রাণ ছুটে গিয়েছিল। হয়তো বা আমার মোহে তোমার মোহ আসিয়াছিল—আমার কান্নায় তোমার কান্না জাগিয়াছিল।

---

[২০]

করিনু তোমায় কত আদর সোহাগ,
টানিনু তোমায় বুকে, ভাল জেনে মনে,
যামিনী তিমিরে কভু ফুটেনা আনন্দ ;
আইল তখন তব আনন হইতে,
করুণ কাতর রব আকুল রোদন,
চমকি জাগিয়া দেখি, চলে গেছ তুমি,
দুখের দুর্দ্দিনে হায় ! ঘুচিল সে সুখ।

তোমাকে ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নে কত আদর করিলাম ; বুকে টানিলাম। কিন্তু মনে জ্ঞানে জানিতাম, মোহ অন্ধকারে, স্বপ্নের কাল্পনিক মিলনে, আনন্দ জমে না। তখন যেন তোমার আকুল বিলাপ শুনিলাম। জেগে উঠে, ঘুম ভেঙ্গে, তোমায় আর দেখিতে পাইলাম না। আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি তোমার জন্য কেঁদে মরি, কিন্তু স্বপ্নে তোমায় বারংবার (যেন আমার জন্য) কাঁদিতে দেখিয়াছি। (এই কবিতায় ও পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী কবিতায় সে কথা বলা হইয়াছে।) তুমি আমার জন্য কেঁদেছ, এই চিন্তাই আমার সুখ। যদি তুমি আমার জন্য না কাঁদিতে, তাহা হইলে কখনই স্বপ্নে তাহা দেখিতাম না।

প্রেমিক জানে না, "যদির" ভিতর কত "কিন্তু" লুকাইয়া আছে।

পঞ্চম পত্র



স্বীকার

[১]

ললনে আমার! অয়ি প্রাণের ললনে!
আমার হ'লেও তুমি নহগো আমার।
গোলকবাসিনী তুমি, নাহি জানি কেন
ভূলোককামিনী! ভাব দেখি মনে প্রিয়ে!
ভাল কি কলহ তব দীন দাস সনে?
সমর করিবে কিগো কঠোর হইয়ে,
তোমায় সম্ভাষি ব'লে প্রেমিক নয়নে?

তোমায় ভালবেসে, তোমাকে আমি আমার আপন মনে করি। তুমি আমার, কিন্তু তুমি আমায় ভাল বাস না—তাই আমার নও।* প্রেমের

* How beyond refuge I am thine!
I am not thine—I am a part of thee!
Byron.

দাস্তভাবে করুণা জাগে। বিনতি, মিনতি, বিলাপ, ক্রন্দন, সকলই দাস ব্রতের অনুষ্ঠান।

Love is a sweet idolatry enslaving all the soul.——Tupper.

প্রেম এক মধুর সাকারবাদ যাহা সমুদয় হৃদয় দাসত্বে অধীন করে।

প্রেমিক হৃদয়ে, প্রণয়িণীর নারীমূর্ত্তি দেবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—

Seraph of heaven, too gentle to be human,
Veiling beneath that radiant form of woman
All that is insupportable in thee
Of Light and love and Immortality.———Shelly.

স্বর্গের কিন্নরি! তুমি এত শান্ত যে তোমায় রমণী বলিয়া বোধ হয় না। তুমি রূপের উজ্জ্বল আবরণে, আলোক, প্রেম ও অমরতা, যাহা ভিতরে ধরে রাখিতে পার না, তাহা ঢেকে রেখেছ।

---

[২]

ভালকি হইবে তব, ঘৃণিলে আমায়?
মথিলে মরম, বাসনা হইত ব'লে
জানু লুটাইতে ভূমে তব প্রেম আশে,
বুঝাতে সরল ভাবে মন অভিলাষ,
পুরাতে আপন ক্ষতি তব হিত সেধে
মম প্রেম প্রণয়ের চির অছিলায়।

তোমায় ভালবাসি বলে আমায় মনকষ্ট দিলে তোমার ভাল হবে না। আমার কষ্টে তোমার অমঙ্গল হবে। আমার কষ্টের জন্য আমি কাতর নই, তোমার অমঙ্গলের জন্যই কাতর।

---

[৮]

সত্য সেই সব কথা, জানি আমি তাহা ;
আমিই সেজন অতি ঘৃণার ভাজন,
চেয়েছিল এককালে হাঁসির কণিকা ;
চেয়েছিল আশাপাশে বাঁধিতে হৃদয়।
আরে ! রে ! অত্যাচারিণি ! দোহাই রূপের,
তোর সব সুষমার, শোন শোন কথা,
যাহাতে হবেনা তোর রাগ বা বিরাগ।

---

[৯]

হের ! আঘাতিব পুনঃ সে মহাগানের
মহা সুর-তন্ত্রী—যেই মহান্ সঙ্গীত
বিটোভেন বেঁধেছিল নবীন বয়সে ;
ঘোষিবে তোমার যশ, মাতাবে তোমায়
সৈনিক কৃপাণ সম, ঝলকিবে তাহে !
অয়ি ! সোহাগিনি ! দীপ্ত সত্য স্বরূপিনি !
সকল কবির গান তোমারি কারণ !

তুমি প্রেমময়ী সত্য স্বরূপিনী,* তুমি কবির কবিতা, গাহকের গীত, গীতের

* Thou årt so true that thoughts of thee suffice to make dreams truths, and fables histories.

John Donne.

সুর ফুটাও, ছুটাও। তাই আমার বেহালায় বিটোভেনের † স্বর্গীয় কোমল-মধুর সুরে তুমি জাগিবে, তোমার স্তুতি গান তাহাতে বাজিবে।

"The source of inspirition of all the prophets, poets, dis coverers in art and science and philosophies has been love."

Swami Ram Tirtha.

অবতার, কবি, শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান আবিষ্কারক, দার্শনিক, সকলেরই, দৈব জ্ঞান বা সংস্কার, প্রেম হইতে আসে।

---

[১০]

তোমারি কারণ গাহি যত মোর
আনন্দ ভজন। গাহি তোমারি কারণ ;
যেন গান মহামদে আশিসে আমারে,
জাগায় তোমার মনে আগের প্রণয়।
দেখ ! ধীরে কথা কয়ে, মোর ভাগ্য-ধাতা,
কামশিশু সনে, লয়ে সকল শকতি,
রচিব, গাহিব প্রাতে, যাতনার গীতি।

To you ! to you ! all song of praise is due
Only in you my song begins and ends.

Sydney.

সব স্তুতিগান তোমারই প্রাপ্য, তোমা হইতেই আমার গানের আরম্ভ, তোমাতেই সে গানের শেষ।

---

† বিটোভেন, ইউরোপের একজন প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ ও গীত রচয়িতা ছিলেন।

[১১]

কিন্তু সেই সুর লয়ে খেলিতে খেলিতে,
গিয়েছিনু প্রায় ভুলে সে কারণ যাহে
কাঁদিতে হইবে। শুনি ঘুমাইয়ে যেন
বিভাতে বিহগ গীতি, বিতত বিমানে,
হেরি বন্দী স্তুতিব্রত যাইতেছে সবে
সুদূর তরণী 'পরে বারিধি বাহিয়া।

যাতনার গান রচিয়া, যাতনার গান গাহিয়া, তোমাকে (আমার প্রেমকে) যাহার কারণ আমায় দুঃখ পাইতে হইবে, তাহাকে ভুলে যেতে বসেছিলাম। তাই যেন স্বপ্নে এক পাখীর গান শুনিয়া তোমাকে আমার মনে পড়িল, স্বপ্নে যেন দেখিলাম তোমার স্তুতিপাঠকগণ (আমার মত আরো অনেকজন) তোমার যশগান গাহিতে গাহিতে মায়াতরী চড়ে ভব মহার্ণব দিয়ে ভেসে চলে যাইতেছে।

প্রেমের যাতনায় প্রেম লোপ পায় না। যাতনার বাঁধনে প্রেম বাঁধা পড়ে। প্রেমের সুর, নৈরাশ্যে চাপা পড়িলেও, পাখীর কলতানে মুখরিত হয়। প্রেমের স্তুতিপাঠকগণ মায়ার ভেলা চড়ে সংসার জলধি দিয়ে গেয়ে গেয়ে ভেসে ভেসে যায়।

---

[১২]

বেহালার ছড়ি যবে, বাজাতে বাজাতে,
নেচে থামে, মাঝে মাঝে, মনে হয় তদা
নিশির নিঝুম ভাব; জানি তারাদল
জ্বলে, ভালবাসে ব'লে; তাতে প্রতি রাতে,

সহজে বুঝাতে, নাহি স্বরগে মরতে,
প্রেমের পুলক হ'তে অতই মধুর।

প্রেমের মত্ততার মাঝে মাঝে হৃদয় এক একবার স্তম্ভিত হয়। এক একবার তাহাতে ধীর স্থির শান্তভাব আসে। জীবনের সেই প্রশান্ত রজনীতে সুখতারা গুলি প্রেমের পুলকে জ্বলে উঠে। (প্রেমতারা গোপনে, নীরবে, হৃদয়ের নিবিড় তিমিরে ফুটে।) প্রেমের আনন্দ বড়ই বৃন্দার।

"প্রেম সকল আনন্দের পূর্ণ সমীকরণ"
Love is the perfect sum of all delight."

---

[১৩]

বেহালা ফেলিয়া দিয়া, কেবল কথায়
ভিজাব কি হিয়া তব ? মুখের কথায়
প্রমাণ করিব কিগো, মানব পাখীর,
সকলের, আছে আশা। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ,
রাজসিংহাসন আমি কিছুই চাহিনা ;
সহিব বৃশ্চিক জ্বালা, কঠোর প্রহার
কঠিন শিলার, যদি হই নিয়োজিত
পালক রক্ষক তব পালিত পশুর।

যদি আমি তোমার পালিত পশুর পালক হইতে পারি, তোমার সযত্ন রক্ষিত জীবের সেবা করিয়া যদি কিছু স্নেহ কৃতজ্ঞতা পাই, সেই আমার লাভ ; সেইটুকু পেলে সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি। তোমার প্রেম পেলে আমি রাজত্ব ছেড়ে দিতে পারি ; সব কষ্ট সহিতে পারি।

For thy sweet love remembered such Wealth brings
That then I scorn to change my state with kings.

Shakespere

তোমার মধুর প্রেমের স্মৃতি মনে এমন ঐশ্বর্য্য আনে, যে আমি রাজার সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে ঘৃণা করি।

আমেত্তি—ভাল বেহালা। ক্রিমোনা দেশে আমেতি নামে একজন প্রসিদ্ধ বেহালা নির্ম্মাণকারক ছিলেন তাঁহার বেহালা অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

---

[১৪]

হায়! রমে! 'না' 'না' তবু? যদিও তোমায়
শুনায়েছি মোর গান, নাইটিন্‌গেল হ'তে
আরো পূর্ণ ফুল্ল মধুর কোমল সুরে,
যদিও গেয়েছি গান ম্লান চন্দ্রালোকে,
কীটস্, শেলি, মুক্তকণ্ঠ অনল-অধর
বায়রণ হ'তে কোমল মধুর কণ্ঠে,
ধন্যিবেনা তবু মোরে একটী কথায়?

নাইটিন্‌গেল পাখী এদেশে নাই। ইউরোপে এই পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। তারা রাত্রিকালে বড় কোমল মধুর গান গায়। আমাদের দেশে, বসন্তের কোকিল, লোকের মনে যেমন কবিতা ও প্রেম ভাব জাগায়, নাইটিন্‌গেল পাখীও সেই সব ভাব জাগায়। এই পাখীর জন্ম সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। থ্রেসের রাজা টেরিয়াস্, তাহার স্ত্রী প্রকুনির ভগিনী ফিলোমেলাকে, এক সময় প্রকুনির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছিলেন। কিন্তু টেরিয়াস্ এক নির্জ্জন নিবাসে ফিলোমেলার ধর্ম্মনাশ করে ও তাহার জিহ্বা কাটিয়া দেয়। রাজা রাণীকে ফিলোমেলা

মরিয়া গেছেন বলেন। কিন্তু ফিলোমেলা কোন গতিকে তার দুঃখের সংবাদ রাণীর নিকটে পাঠাইয়া দেয়। রাণী প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া নিজ পুত্রকে কাটিয়া রন্ধন করে ও তাহার কিছু ভাগ রাজাকে আহার করিতে দেয়। রাজা, পরে, সেই কথা জানিতে পারিয়া, রাণীকে ধরিতে ছুটে। রাণী তাহার ভগ্নির নিকট পলাইয়া যায়। দেবতারা এই ব্যাপার দেখিয়া তিনজনকে তিনটি পাখীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। রাজা—শ্যেন পাখী, রাণী—চাতকপাখী, আর ফিলোমেলা—নাইটিন্‌গেল।

---

[১৫]

মানিবে না, শুনিবে না, কভু কোন খানে ?
মঞ্জু কুঞ্জ বনে, তব পবিত্র ভবনে—
যেখানে তোমার আছে শয়ন স্তরিমা ?
জানিতে চাবেনা তুমি আমার ভাবনা
যে সব ভাবনা সদা তব অনুগামী—
ইংরাজ সৈনিক মন যথা অনুরত
(নিজদেশ প্রতি), যবে মানের পুস্তকে
চিহ্নিত তাহারা করে নিজ নিজ নাম।

---

[১৬]

হেরিবেনা মোর মুখ ভালক'রে প্রিয়ে ?
প্রবেশি সে মুখে, পশি মোর হৃদাকাশে,
বুঝিবেনা সেথা ভাসে কতকি ভাবনা ?

শিখেছে আমার মুখ হাঁসিয়া কাঁদিতে।
নীলোজ্জ্বল আঁখি মোর, ত্বরা দীপ্তোজ্জ্বল,
কভু কৃষ্ণোজ্জ্বল যথা নব মখমল।

যদি তুমি আমার মুখ দেখে আমি কি ভাবি বুঝিতে না পার, হৃদয়ের ভিতরে এস, সেখানে আসিলে সব বুঝিতে পারিবে। আমার হাঁসি কান্না দেখে মনের ভাব সঠিক বুঝিতে পারিবে না, তাই বলি ভিতরে এস। আমার কভু নীলোজ্জ্বল, কভু কৃষ্ণোজ্জ্বল নয়ন তারকার জ্যোতিঃ দেখে যদি মনভাব না বুঝিতে পার, হৃদয়ের ভিতর এস। আমাকে বুঝিবে, আমার দুঃখ ঘুচিবে। (তোমাকে পাই না পাই, তুমি আমার হও না হও, আমি তোমায় কত ভালবাসি বুঝিতে পারিবে।)

---

[১৭]

কিন্তু মানিবে কি তুমি? বুঝিবে কি মম
জীবনের মধুচক্রে—মধুকর সম—
সহস্র সুখের ভাব করিছে প্রয়াস
পাইতে তোমায়? তোমার হৃদয়, মোর
ভাবনার লক্ষ্যস্থল; তোমারি শাসনে,
পুলকে চকিতে তারা, চালিত হইবে
পথে, হ্লাদিত হইয়া, বাঁচিবে বলিয়া।

মৌমাছিরা যেমন তাহাদের রাণী-মাছিকে খুঁজে, অলিরূপ আমার চিন্তাগুলি জীবনের মধুচক্রে তোমায় (আমার প্রেমরাণীকে) সদা খুঁজিতেছে। আমার ভাবনা তোমা পানে সদা ছুটিতেছে, তোমায় ভেবে ভেবে বেঁচে আছি।

---

[১৮]

বুঝিলাম নাহি কভু একটী বিষয় ;
পাই যদি তব ভক্তি প্রেম-অঙ্গীকার,
তব ইচ্ছা প্রতিকূলে, দিবনা কহিতে
মিথ্যা সর্ব্বেশ সকাশে ; চাহিবনা প্রিয়ে
বিবাহ অঙ্গুরী, তব অপ্রেম হস্তের
গল আলিঙ্গন—বৃথা প্রেম আলিঙ্গন—
সে যে দাবানল হ'তে আরও ভীষণ !

জোর ক'রে যে প্রেম মিলে না, একথা আমি কখনও বুঝিতে পারিলাম না, বুঝেও বুঝিলাম না। আমি ছলে, বলে, তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে তোমায় বিবাহ করিতে পারি, কিন্তু সে বিবাহ বিষবিবাহ ; সে নিষ্প্রেম বিবাহে গরল মিলিবে। সে মুখস্ত লৌকিক বিবাহ চাইনা। (মনের মিলনে যে বিবাহ হয় তাহাই চাই)।

---

[১৯]

নিবনা তোমায় অন্য প্রেমানন হ'তে,
উচ্চ জনতার বক্তৃতার মঞ্চ হ'তে,
পতিশোক স্মৃতি হ'তে, সুরা পাত্র হ'তে—
চুমে যেই পানপাত্র, সম্রাট সিজার।
ছুঁইবনা তোমায় হে করশাখা দিয়ে,
কিন্তু তোমায় সেবিতে, দেহ প্রাণ দিব,
সেই সুখে মনে মনে গর্ব্বিত রহিব।

তুমি যদি আর কাহাকে ভালবাস, জীবনের কোলাহলে উন্মত্ত হয়ে আমায়

ভুলিয়া থাক, তুমি যদি অন্যের বিবাহিতা হয়ে বিধবা হও ও মৃত পতির ভাবনা ভাব, তুমি যদি কোন দিগ্বিজয়ী মহারাজার প্রেমে কলঙ্কিতা হও, তোমায় লইব না, তোমায় ছুঁইব না, কিন্তু তোমার প্রেমে গর্ব্বিত হয়ে, তোমার চির কৃতদাস হয়ে থাকিব, তাহাতে মরিতে হয় মরিব।

---

[২০]

স্বরগে যাইয়া যদি দেব দেবী মাঝে,—
সেই বিতত বিমানে, তোমায় না পাই,
রবনা তাদের কাছে। রবনা তথায়
লভিতে কিন্নরী-বীণা—দুর্ল্লভ যদিও।
মুক্ত হ'ব স্বর্গ হ'তে এক পাপ ক'রে,
খুঁজিব তোমায় পরে, অপর ভুবনে।

স্বর্গে গিয়ে যদি তোমায় দেখিতে না পাই, আমি স্বর্গ চাই না, দেববীণা চাই না; (আমার পুরাণ বেহালাই ভাল।) আমি পুনরায় পাপ করে স্বর্গ হতে ফিরে এসে যেখানে তুমি আছ, সেখানে তোমায় খুঁজিব। তুমিই আমার সাক্ষাৎ জীবন্ত জলন্ত স্বর্গ, তুমি মোক্ষ, তুমি মুক্তি। জীবনের অনন্ত পাথারে তুমি একমাত্র পথ, সে পথে যাইতে আমি সব কষ্ট সহিতে প্রস্তুত।

If it were land through pricking stones I would travel ;
If it were sea I would cross to thee or die ;
If it were death I would tear life's veil asunder
That I might see thee with a clearer eye
Oh ! none of these could keep our souls apart!

Anna Renne Aldrich.

তোমার ও আমার মাঝে যদি স্থল থাকে, আমি কণ্টকিত প্রস্তর রাশি ভাঙিয়া পথ চলিব। যদি সাগর থাকে, তাহা পার হয়ে তোমার কাছে পৌঁছিব অথবা মরিব। যদি মরণ থাকে, আমি জীবনের বাহিরের মায়া-আবরণ ছিঁড়িব যাহাতে তোমায় স্পষ্ট দেখিতে পাই। হায়! স্থল, জল, মৃত্যু কিছুতেই আমাদের দুজনের অন্তরকে অন্তর রাখিতে পারিবে না।

কাঁদিয়া উঠায় তার ভগ্ন খেলনক,
অথবা অভাগা কবি বীণা ভগ্নশেষ।

যে সুখ আমার ঘুচে গিয়েছে ওযে তাহারই ছায়া, আবার আমায় জ্বালাতে এসেছে অর্থাৎ আমি এখন স্মৃতির জ্বালায় জ্বলিতেছি। সুখ গিয়াছে কিন্তু তাহার স্মৃতি যায় নাই, তাই এখন তাকে মানিতে হ'বে। বালক যেমন খেলানার বায়না করে—খেলানা পাইয়া ভেঙ্গে গুঁড় করে, আবার সেই ভাঙ্গা টুকরাগুলি কেঁদে কুড়ায়—কবি যেমন তাহার হৃদয়বীণা বড়জোরে বাজিয়ে ভেঙ্গে ফেলে, আবার সেই ভাঙ্গা গুঁড় যত্নে কুড়িয়ে লয়—ভাঙ্গা প্রাণে, ভাঙ্গা সুরে, ভাঙ্গা গান গায়, সেইরূপ আমাকেও এখন আমার ভাঙ্গা সুখের গুঁড় কুড়িয়ে নিতে হবে।

---

[৪]

সেই প্রেতছায়া এসেছিল দিন দিন,
ল'য়ে যেতে ভুলাইয়ে অন্তর আত্মায়
অচল শিখর'পরে ; সে যে কেঁদেছিল,
কয় নাই কথা, কিন্তু মূকের মতন,
নির্ব্বাক্ সঙ্কেতে, দিয়েছিল মোরে যেন
মরণ আভাস—যাহা সবের সমষ্টি
সকল জ্ঞানের আর সকল চেষ্টার।

---

[৫]

আবার এখন আসে, দেখাইয়া দেয়
লোহিত স্তিমিত নেত্রে, মলিন বদনে,
ঠিক সেই স্থান—যেথা রাখি লুকাইয়া,
(পাছে কেহ দেখে ব'লে), এক ললনার
হস্তের দস্তানা, ফিতা, মিথ্যা সাক্ষ্য, শুষ্ক,
চির আশ্লেষিত এক গোলাপ কলিকা।

সুখের প্রেতছায়া নানা মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। আমার হৃদয়ে সুখস্মৃতি লেখা এখনও মুছিয়া যায় নাই, তাই স্মৃতি আসিয়া পূর্ব্ব সুখের নিদর্শনগুলি, যাহা এতদিন সযতনে লুকাইয়া রাখিয়াছি, সে সব বাহির করিয়া দেয়—পূর্ব্বের কথা আবার সব মনে পড়ে।

---

[৬]

হয়তঃ বলে সে মোরে, বিলুপ্ত করিতে
সে সব স্নেহের চিহ্ন, অনলে দহিতে,
দর্শনী দানিতে মোর নিরাশার করে
প্রণত হইয়া ভূমে। হে দয়াল ছায়া!
কর দয়া; হও সখা, অন্ততঃ বলহে,
আশীসিবে তারে ভালবাসি আমি যারে,
কেবল তাহারে, যদি না পার আমারে।

অপ্রেম-অনলে স্নেহ স্মৃতিনিদর্শন দগ্ধ করিয়া, তার ছাই দর্শনীয়স্বরূপ নিরাশার হাতে দিলে, স্মৃতি আর জ্বালাইবে না।

---

[৭]

হাঁসিল মূরতি মৃদু ; চকিতে চমকি,
পরে মহা মোহাবেশে কুঞ্চিত হইল—
যেন অনল নিভিল, ধূমরাশি তার
গগন ছাইয়া দিল। জানিনু তখন
সে কেবল করেছিল হৃদয় পরীক্ষা,
শিখাতে আমারে হ'তে পুরুষ উচিত
সাহসী উদার আর বল দিতে মোরে
সাধিতে আমার যত মঙ্গল উদ্দেশ্য।

সেই সুখের ছায়া যেন হঠাৎ চমকে উঠে কি ভেবে মৃদু মৃদু হেঁসেছিল। আবার যেন আমার কষ্ট বুঝে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। তখন বুঝেছিলাম সে আমার মন বুঝিতে এসেছিল। আমায় বল সাহস দিতে এসেছিল। যেমন লোকের দারুণ শোক, কালপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, শেষে এমন কি লোপ পায়, সেইরূপ অতৃপ্ত প্রণয়ের কষ্ট, ক্রমে ক্রমে মন হতে ছায়ার মত মিলাইয়া যায়; আবার পুরুষত্ব, বল ও সাহস ফিরে আসে—মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া উদারতা আসে। প্রেম, জীবনের এক পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, মানব জগতের অনেক হিতসাধন করিতে পারে। ঝড়ের পর যেমন প্রকৃতি স্থির ধীর শান্ত হয়,

তেমনি মানুষ রিপুর ঘূর্ণবাতে অস্থির হইয়া শেষে শান্ত হয়। ভালবেসে-কষ্ট পেলে সে কষ্ট ঘুচিয়া যায়, স্মৃতির কষ্ট গিয়া স্মৃতির সুখ থাকে।

---

[৮]

দাঁড়াইয়ে আছি হেথা একেলা নিরালা
—নিথর নিঝড় যথা পাদব পল্লব
চকিত তুষার পাতে—সহসা আহত,
পতত পতত্র যথা গাহিতে অক্ষম—
কাঁদে কিন্তু বালকেই ; কাঁদেনা, টলেনা
কভু শৈলপতি। দুঃখ পড়ি মোরা যদি,
দুঃখ হবে দাস, নহে প্রভু আমাদের।

হঠাৎ বরফ পড়িলে যেমন গাছের পাতা বরফে জমে যায়, আর নড়ে না, চড়ে না, ডানায় হঠাৎ ঘা পেলে পাখী যেমন উড়িতে পারে না গান গাহিতে পারে না, আমারও সেই দশা। আমি অনাদর হিমে জর্জ্জরিত হয়ে জমে আছি, একেলা দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আর কাঁদিব না, বালকেরাই কাঁদে। শৈলেশ্বর যেমন অচল অটল ভাবে থাকে, কত ঝটিকা তাহার উপর দিয়া বহিয়া যায়, ভ্রূক্ষেপ করে না আমিও দুঃখের ঝটিকায় অভিভূত না হইয়া, অচল অটল ভাবে থাকিব ও দুঃখে পড়িয়াও দুঃখের দাস হইয়া থাকিব না। দুঃখকে আমার উপর প্রভুত্ব করিতে দিব না। কারণ, মানব দুঃখের দাস নহে, দুঃখই মানবের দাস।

বিধাতা মানবকে কষ্ট ভোগ করিতে পাঠাইয়াছেন কিন্তু কষ্ট সহিবার শক্তি দিয়াছেন, সাহস দিয়াছেন, শুধু প্রেমে পড়ে দেহ মন মাটি করিতে বলেন নাই।

যে মাটিতে লোকে পড়ে, সেই মাটি ধরিয়া লোক উঠিতে পারে। এক প্রেম না মিলিলে আর এক প্রেম মিলিবে।

---

[৯]

ক্ষণেক বিরত হব, উপাড়িয়া লব
অতীত হইতে পূর্ণ সুখ-অনুভব
বেদনা পূরিত। কেন রবিকর আর
হয় না উজল ? কেন থাকিতে নৈরাশ্য,
বিশাল মলিন শূন্য অঙ্কিত জীবনে,
নাহি আজি পারি জানু পাতিতে কাঁদিতে ?

অতীতের স্মৃতি ক্ষণেক ভুলিব, তার ব্যথাভরা সুখ, অতীত জীবনের ইতিহাস হ'তে মুছিয়া ফেলিব। তোমার অদর্শনে আমার দর্শনশক্তি গিয়েছে অথবা আমার মনের বিকারে, জগতের সব উজ্জ্বল বস্তু মলিন দেখিতেছি। আমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে, তাই রবির আলোক আর উজ্জ্বল বোধ হয় না। আমার হৃদয়-আকাশে প্রেম সূর্য্য অস্ত গেছে, জীবন আঁধার শূন্যময়; ঘোর নৈরাশ্য তিমিরে জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। নৈরাশ্যের ছায়ায় আমার জীবন ছেয়ে গেছে। তাই আজি আগের মত প্রেম আবেদন করিতে পারি না।

---

[১০]

কেবল তোমার প্রেম আমার ছিল গো ;
তাহার অধিক কিছু আমার ছিল না।

কিন্তু অবোধের মত সন্দেহ করেছি,
অবোধের মত আমি সচেষ্ট হয়েছি
তাড়াতে অরাতি সবে :—তোমার মধুর
কোমল কল্পনাগুলি, মম বৈরী সম,
বলেছিল :—"পরিহার তারে" ! "সে পাগল
আপন প্রণয়ে আর প্রণয়-প্রলাপে ।"

তোমার প্রেম ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না। কিন্তু মূর্খের মত সে প্রেমে বিশ্বাস করিনি। মনে করিতাম, আমার পাগলামি দেখে, আমায় পাগল ভেবে, তুমি আমাকে হয়তঃ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছ, তাই যত্ন করে সে ভাবনা তোমার মন থেকে তাড়াইতে চাহিতাম ; আমি যদি অত আকুল ব্যাকুল না হইতাম, তাহা হইলে তুমি আপন ইচ্ছায় আমায় ভাল বাসিতে।

প্রেম, বিশ্বাস ও ভক্তিতে মেলে, সন্দেহ ও অবিশ্বাসে মিলে না। বিশ্বাস মন্দিরে প্রেমের প্রতিমা চিরপ্রতিষ্ঠিত, প্রকৃত ভক্তই তার সন্ধান পায়।

সন্দেহের কষ্টিপাথরে প্রেমের দর যাচাই হয় না। প্রেম কাঁচা সোনা, তাহার যাচাই আবশ্যক হয় না।

---

[১১]

জানিতে উচিত ছিল, বুঝিতে উচিত
ছিল সময় থাকিতে, স্বপন আমার
মৃদু মরীচিকা মত যাইবে গলিয়া
উষার উদয়ে। সে যে লইবে কাড়িয়া

প্রীতি সুখ-উপহার যা দিয়েছে মোরে।
বুঝিতে উচিত ছিল মহান্ সুন্দর
উচ্চ উচ্চ ভাব যত, কবিতা কল্পিত
নগরীর উচ্চ শীর্ষ সৌধরাজি সম,
ধ্বংসিয়া ঝরিয়া যাবে—ঝরিয়া ধ্বংসিয়া,
ঝুরে পড়ে দল যথা কুসুম হইতে।

বৃথা প্রেম, কুহেলিকা বা মরীচিকার মত মিথ্যা ভ্রান্তি মাত্র। স্বপ্ন, সাধারণতঃ অলীক, তাই স্বপ্নের প্রেম, স্বপ্নের সুখ অলীক; তবে প্রেম অলীক নয়। প্রেম সত্য, চিরনিত্য।

---

[১২]

জানিতে উচিত ছিল বস্তুতঃ আমার,
সকলি বীরের কাছে অচির প্রায়,
কিন্তু মোর গত সুখ, তরণীর মত,
জলে ডুবে গিয়েছিল নিশীথ তিমিরে;
চিহ্ন মাত্র নাহি তার। কেমনে তা'হল?
রোদিত তরঙ্গ বক্ষে রহে কি কেবল
রিপুর সমাধি, যার বুদ্বুদ বিম্বিকা
লবণিত অতি উগ্র উপচয়কর?

বল ও সাহস থাকিলে অপরকে গোলাম করা যায়। কিন্তু আমার বল ও সাহস ছিল না বলিয়া, আমার দুঃখের তরী, নিরাশ সলিলে ডুবিয়া নষ্ট হয়েছে।

সে সুখের আর চিহ্নমাত্র নাই। সে সলিলের ক্ষুব্ধ তরঙ্গে রিপুর সমাধি হইয়াছে, সে স্বচ্ছ সলিলে রিপুর উগ্র, ক্ষয় ক্ষতিকর লবণ বুদবুদ ভাসিতেছে। সুখ ডুবে নষ্ট হ'য়ে গেছে—এখন জীবন সলিলে দুঃখের সর পড়েছে।

[১৩]

এক শ্রেণী তরী ছিল—কোথা তারা মোর ?
কোথা তারা সবে ? কোথা বাণিজ্য সম্ভার
সঞ্চিতাম এককালে ?—বিশাল রাজ্যের
মহামূল্য পুরস্কার ! মম হৃদি রাজ্য
হারায়ে ফেলেছে একদিনে সব ধন ?
হয়েছিনু প্রতারিত, বলি তবে শোন,
ভেবেছিনু অনুকূল হইবে আকাশ।

একদিন আমি (প্রেমের) মহাজন ছিলাম। আমার কত সুখতরী ছিল। সেই সব তরীতে কত রত্ন বোঝাই করিয়া আনিতাম, কত যত্নে সে সব ধন রাখিতাম। সে তরণী ও তাহার ভিতর যত রত্ন ছিল, একদিনের ঝড়ে সব ডুবে গেছে। হৃদয় সাগরে যে সব সুখের তরী ভাসিয়েছিলাম সে সব তুফানে ডুবে গেছে। আমার প্রচণ্ড রিপুর ঘূর্ণবাতে সব সুখ ছুটে গেছে। প্রেমের মহাজনী করিতে গিয়া ভাগ্য দোষে দেউলে হ'য়ে গিয়েছি।

[১৪]

চাহিলাম দূরে, নাহি পাইলাম চিহ্ন
জলমগ্ন তরণীর। চাহিলাম কাছে,

নিদাঘ অনিল তাপ তাপিল কপোল।
পাঠালাম অবিলম্বে—বারিধি বাহিয়া—
আর সব তরী; আনি নাই ফিরাইয়া।
কেহ কেহ বলেছিল যদিও আমায়,
সে পথে ভীষণ ঝড়, ছিল যে পথেতে
স্নেহের তরণী মোর, সকল সম্বল।

---

[১৫]

একটী তরণী ছিল "হর্ষ" তার নাম
"সত্য," দ্বিতীয়ের নাম, "স্বপনে প্রণয়"
তৃতীয়ের, শেষগুলি কম নয় বড়,
"আশা" ও "সন্তোষ" আর "পতিত গৌরব"
সব্ব গুলি ছিল ভাল, মম কথা মত,
সব পাল ছিল দড়, পতত্র পতত্র
প্রায়, কর্ত্তবেতে দড়, সব পোতবাহ।

(১৪ ও ১৫)

আমার প্রেমের তরী ডুবে গেছে, তাহার সন্ধান না পেয়ে, বড় দুঃখে, আর আর ভাবতরী, হর্ষ, সত্য, স্বপ্নের প্রেম, আশা ও সন্তোষ, একে একে সব, হৃদয়ের ক্ষুব্ধ সলিলে, সেই প্রেমতরীর সন্ধানে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের আর ফিরিয়ে আনিনি। কেহ কেহ বলেছিল :—

"সে জলে তুফান ছুটেছে, আমার সুখের তরী ভেসে গেছে।"

প্রেমের নৈরাশ্যে, এক এক ভাবে, প্রাণ অনুপ্রাণিত হয়। সুখের, সন্তোষের, আশার, স্বপ্নের, ভিন্ন ভিন্ন ভাবতরী, জীবন সলিলে ভাসে। প্রেমের সন্ধানে সব তরী ধায়।

---

[১৬]

একটী তরণী পরে "আশা" যার নাম,
উড়াইয়েছিনু উচ্চে বিশাল নিশান ?
কিন্তু সে তরীতে বসে, এল পরিশেষে
আমার মরণ কাল ; ডুবিল সলিলে
সব পোতবাহ মোর। আমিও ডুবিনু ;
তাই পড়ে এই তীরে. হয়ে মৃতপ্রায়.
নিরাশ্রয় ; কেহ নাই, এ পবিত্র ভূমে
হায় ! প্রার্থনা করিতে আমার কারণ।

আমি প্রেমসাগরে, আশার তরী চড়ে, নিশান উড়িয়ে ভেসে গিয়েছিলাম। বড় আশা করে ভাবের সলিলে, তোমায় (আমার প্রেমকে), সাঁতরে ধরিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে তরী জলে ডুবে গিয়েছে ; আমি আশ্রয়হীন ও মরমর হ'য়ে, বেলাভূমে অনাথের ন্যায় পড়ে আছি, আমায় কেহ দেখে না। আমার মঙ্গলকামনা কেহ করে না। আমার দুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না।

প্রেম সাগরে বড়ই তুফান ভাল মাঝি না হলে ডুবে যেতে হয়; কেহ বা প্রাণ নিয়ে তীরে পালিয়ে আসে, কেহ বা ডুবে মরে।

---

[১৭]

মধুর ললনে ! তুমি যদি চলে যাও
এই পথ দিয়ে, ফিরে চাও মোর পানে
যেথা পড়ে আছি আমি তোমায় না ভুলে,
অনিল সলিল ভঙ্গে জড়িত হইয়া,
আসিবে না মোর কাছে চিন্তিত অন্তরে ?
বলিবে না "এই লোক ছিল সত্যব্রত
সে ভাল্ল বাসিত কত দিবস রজনী
করিয়াছি অনাদর তবু ভাল বাসে ?"

---

[১৮]

বিরত হবেনা প্রিয়ে ! দূষিতে আমায়
অন্ততঃ গো আজি রাতি ? ফেলিবে না অশ্রু
আমার কারণ—যেমতি বিলাপে লোকে
উপন্যাস-উল্লিখিত নর নারী তরে,
বালুকা লইয়া পাশ রচনা যাহারা
করে, পথদর্শী রশ্মি ধরিবে বলিয়া ?

লোকে উপন্যাস লিখিত নায়ক নায়িকার কল্পিত দুঃখে যেমন দুঃখিত হয়, তুমি কি সেইরূপ আমার সত্যকাহিনী শুনিয়া কাঁদিবে না ? অন্ততঃ আজ রাত্রের মত আমার দোষ (তোমায় ভালবেসে যে দোষ) ক্ষমা করিবে না ? আমার জন্য একটু কাঁদিবে না ? তোমার কান্না পেলে তোমায় পাব, আমার হাতে তুমি

আসিবে; তোমায় পেলে, তোমার স্বপ্ন, যাহাতে আমি ভোর হয়ে আছি, তাহা ভেঙ্গে যাবে।

---

[১৯]

বিহিত বিচার তুমি করিও আমার।
যবে সব সাঙ্গ হবে, গল্প উপন্যাস
যবে পাঠ শেষে, রেখে দিবে এক ধারে,
ব'লো (পুস্তিকা লিখিত) "সব ছায়ানর
জন্মিয়া বাসিয়া ভাল, গিয়াছে মরিয়া,
ছায়ানারী সবে আর হবেনা বিরক্ত
কিন্তু বিষাদিত মম হিয়া তার তরে
ঘুরেছিল ফিরেছিল সেযে ছায়া সাথে"।

---

[২০]

বলিও এ কথা স্বধু; কিন্তু ক'রো তবু
প্রার্থনা বিধির কাছে (মম শুভ তরে)
বিভোর হইয়ে এক করুণার ভাবে,
(যেখানেই থাক), গৃহে, উপত্যকা তলে
অথবা অরণ্য কোণে। বড় স্থখ হ'ত
মরে যদি পড়িতাম তব পদমূলে,

যেন মহাভেরী রবে ; কারণ, তা'হলে,
হইতাম জন মাঝে একেলা অতুল।

তোমার পিছনে ছায়ার মত কত ঘুরেছি, ফিরেছি, তাহা মনে করে আমার উচিত বিচার করো। ভালবাসার খাতিরে, আমার জন্য একটু দুঃখিত হয়ো, আমার আত্মার মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা করো। ঘরে, বাহিরে, যেখানে রহিবে, আমার জন্য একটু কাতর হয়ো। আমার বড় সুখ হত, যদি প্রেমের মহান্ বিষাণ রবে তোমার চরণতলে আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিতাম, কারণ সে মরণের তুলনা রহিত না—আমি জগতে অতুল হইতাম।

সপ্তম পত্র



আশা

[১]

জানিনা কেনযে ঝর মোর আঁখি বারি !
হয়তঃ বুঝাও তাতে, আনন্দ আমার,
যদিও জড়িত আছি নিবিড় চিন্তায়—
কত দুঃখময় ; কভু মনে নাহি হয়,
মম নৈরাশ্য ঘুচিবে, অথবা ধাইবে
রবি আকাশ উপরে, আবার জুড়াবে
উন্মাদ ধরণী হৃদি (কোমল আলোকে) ।

আমার চোখে কেন জল আসে ? সে জল কি আনন্দে ছুটে ফুটে পড়ে ? কিসের আনন্দ ? যে দুঃখের ভাবনায় আমায় ঘিরে রেখেছে, মনে হয় না, আমার নৈরাশ্য ঘুচিবে—আবার প্রেমরবি উদিত হয়ে কোমল আলোকে তপ্ত ধরণী-হৃদয় জুড়াইবে ; আমার তপ্ত হৃদয়ও তাহাতে জুড়াইবে ।

---

[২]

তথাপি কে জানে ? ভাবি ধরা, যেই মত,
হেরি মোরা সেই মত, মনের মুকুরে ;
যাহারে যতনে রাখি, পরে পর্ব্বকালে,
বেশ পরিচ্ছদ যাহে সাজাই তাদের ;
সেই মত কোন বস্তু দেখিতে সুন্দর
যদিও তা অনির্দ্দিষ্ট ; কতিপয় বস্তু
শীতের সমীর সম অপচয়কর ;
কিছু অনুষ্ঠিত হয়, কিছু না ফুরায়।

লোকে যে রঙের চসমা চোখে পরে, দৃষ্ট পদার্থে সেই রং মাখান দেখে। আমরা পৃথিবীর বস্তুনিচয় চোখের যে রঙে, যে ভাবে দেখি, তারা সেই রঙে, সেই ভাবে দেখা দেয়। *তাহাদের যে আবরণে সাজাই, সেই আবরণে আবরিত দেখি।

চোখ দেখে না, মন দেখে। তাই আমাদের ভাবনার প্রতিচ্ছায়া চোখের [মুকুরে ফলিত হয়।

---

[৩]

হায় ! মোর আঁখি বারি ! কেমনে ভাবিব,
আমিই সেজন—যেই অতই সন্দিগ্ধ
অসুখী অযোগ্য, যার ললাট কুঞ্চিত
চিরতরে, কেশরাশি অযত্ন রক্ষিত,

বদন বিশীর্ণ আর শীতল বিবর্ণ।
দেখেছিনু আমি যেন কিছু দিন হ'ল,
মেডুশার শির আর ভ্রুকুটি তাহার।

গ্রীসদেশে প্রবাদ আছে, মেডুশা বলিয়া একজন রূপবতী রমণীর কেশরাশি বড় মনোহর ছিল। সে রূপ লাবণ্য শোভায়, স্বয়ং মিনার্ভা দেবীকে পরাজিত করিত; তাই মিনার্ভা হিংসায় জ্বলিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কেশগুলি রাশি রাশি সর্পে পরিণত করিয়াছিল। যে কেহ তাহার দিকে চাহিত, পাষাণ হইয়া যাইত।

মিনার্ভা, জ্ঞান, শিল্পকলা ও যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরাকালে গ্রীস ও রোমদেশে, তাহার উদ্দেশে, অনেক মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল।

---

[৪]

কেনবা এমন হায়! কেন আকুলিত
কেন আমি ব্যাকুলিত শোকে এতকাল?
কেন যাইতে পারিনা আপনার দোষে
উজ্জ্বল প্রান্তরে, সেই সুখময় ভূমে,
যেইখানে এককালে, মিলেছি আমার
সংগীত-সাধিকা সনে; যার তরে আমি,
ধরিব হৃদয়ে বল, হবনা অবল
সন্দেহ করিব কিম্বা আর নিজ বলে।'

আশায় নিরাশ হলে লোকে বল থাকিতে যেমন বল হারায়, আমারও সেই দশা। আমি তোমার বিরহে ও শোকে বড়ই ব্যাকুল, বড়ই নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। তাই আর সেই আলোকের সুখের দেশে, পূর্ব্ব মিলনস্থলে, যেখানে তোমার সহিত

(আমার সংগীত-সাধিকার সহিত) এককালে মিলিয়াছিলাম, সেখানে যেতে আর পা সরে না। (কিন্তু তোমার আশা ছাড়ি নাই।) তোমার জন্য আমি হৃদয়ে বল ধরিব, আর নিজ শক্তিতে অবিশ্বাস করিব না। তোমাকে পাইবার শক্তি আমার আছে একথা বিশ্বাস করিব। বিশ্বাসে সাহস আসিবে—সাহসে শক্তি আসিবে—শক্তি আসিলে শক্তিময়ী তোমায় পাব।

প্রেম, জীবনের সংগীত। সে সংগীতের সাধনা ও শিক্ষা, প্রেমিক তার প্রিয়ার নিকট শিখে। প্রেমিকের হৃদয়বীণার সুর তার গীতরাণী বাঁধিয়া দেয়।

---

[৫]

হয়েছিনু আমি অতি আশায় বঞ্চিত।
কহেছিনু কত কথা বিলাপে উল্লাপে ;
নমেছিনু সে রমারে—যথা নমে লোকে
অতীত গৌরব পদে। কিন্তু সফলিত
আজি মোর আশা ; আর নাহি তত লাজ ;
মুকুটিত হইয়াছি একটী চুম্বনে ;
সুশোভিত হইয়াছি, সুখ-রাজদণ্ডে ;
দেখিবে জগতে সবে, হয়েছি গর্ব্বিত।

আমি বড় আশায় নিরাশ হয়ে, বিলাপে কত কথা বলেছিলাম। লোকে যেমন প্রেমের অতীতগৌরবের পায় প্রণিপাত করে, সেইরূপ আমিও করেছি। কিন্তু স্বপ্নে তোমার একটী চুম্বন পেয়ে আজ আমার আশা পূর্ণ হয়েছে; তোমার এক চুম্বন পেয়ে আমার আনন্দ ধরেনা, আজ আমি রাজরাজেশ্বর। জগৎজুড়ে সবাই দেখুক আমি কত গর্ব্বিত হয়েছি।

প্রেম রাজার মাথার মুকুট, রাজার শাসন দণ্ড। প্রেমের মোহমন্ত্রে ভিখারিও রাজা সাজে, আপনাকে রাজা ভাবে, প্রাণের দীনতা, হীনতা, নীচতা, সব ঘুচিয়া যায়।

---

[৬]

পিয়াস মিটিবে এবে। পাব পুরস্কার
উদ্দাম কল্পনাতীত, পাব সে উল্লাস
পবিত্রাত্মা দেবতারা পায়না স্বরগে,
পারিব জানিতে যাহা কবিও পারেনা
উন্মাদ কবিতাছন্দে, সতর্কিতে কিম্বা
প্রতারিতে আমাদের। জানিব অধিক,
আদম জানিত, ইভ-আসিবার আগে।

বাইবেলে লিখিত আছে, আদম ও ইভ যথাক্রমে সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী।

চুম্বন প্রেমের পুরস্কার, সে পুরস্কার পাইলে প্রাণের পিপাসা মিটে। প্রেমের উল্লাস, কল্পনাতীত, দেববাঞ্ছিত। কবির কল্পিত উচ্ছ্বাসে; বৃথা সতর্কতা ও প্রেমের ছলনা ভাব অনেক আসে, কিন্তু মনে প্রেমের উল্লাস জাগিলে, লোকে অনেক বিষয় বুঝিতে পারে।

---

[৭]

জানি অন্তর-রহস্য সকল চিহ্নের
এবে, যত আনন্দের—পাইয়াছি যাহা
আমি স্বপনের স্বপ্নে। বুঝি কি আরাম

পায় স্রোতধারা পাদব পল্লব ছায়া
যবে পড়ে তার'পরে ! জানি ক্ষুদ্র গুল্ম
আশে অভিলাষে ; জানি পাদপ নিচয়
প্রসন্ন প্রফুল্ল কিন্তু দেখায় না তত।

প্রেমে লোক দিব্য জ্ঞান লাভ করে, সকল চিহ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারে। স্বপ্নের আনন্দ, জাগ্রতে অনুভব করে। জীবন সলিলে প্রেমতরুর ছায়া পড়িলে কত আরাম তাহা বুঝিতে পারে। তরু, গুল্ম, বড়, ছোট, সকলের প্রাণে আশা ও আনন্দ আছে। তবে কারও কারও বাহিরে তত প্রকাশ পায় না।

---

[৮]

জানি ভীম গিরিশ্রেণী বলিতে কহিতে
চায় কত কথা তারা ; কাঁপে থাকিয়া থাকিয়া,
রুদ্ধ ভাসে কথা কয় তারকার সনে,
কারণ একেলা রহে কত অনাদরে।
জানি উপত্যকা তলে, ফুলে ফুলে করে
বিবাহ বাসনা ; বাজে বিবাহ বাজনা
মৃদুল অনিলে ধীরে ; তাহার উপরে
ভাসিয়া উড়িয়া যায় একটী পতঙ্গ।

প্রেমের অঞ্জন চোখে মাখিলে অচেতন জড় পদার্থেরও ভিতর প্রেমের নিদর্শন মিলে ; বিশ্বে চারিদিকে প্রেমের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

---

[৯]

জানি সে সকল আমি। কারণ প্রেমিক
স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি বেশী দিন
সুখ নাহি মিলে, বাড়ে হৃদয়ের গতি,
অলসের ছায়া, জীবন্ত হইয়া সাজে
মদনের শরে, লয় দিবস বিদায়,
মিলে রবি শশীসনে—যথা নরনারী।

প্রেমে বুদ্ধির ধার বাড়ে; বিরহে, দুঃখে, প্রাণ চঞ্চল হয়, চিত্তের জড়তা, অলসতা ঘুচে, দুঃখের দিন কাটিয়া গিয়া সুখের মিলনরজনী আসে।

O! Lovers' eyes are sharp to see
And lovers' ears in hearing.

Sir. W. Scott.

প্রেমিকের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ।

---

[১০]

যেই জন ভালবাসে, সেই জন জানে,
কতই মহান্ প্রেম, কতই মধুর,
কতই মধুর প্রেম, কতই স্বর্গীয়,
দুর্ল্লভ মদিরা ধারা তার কাছে তুচ্ছ;
শ্বেত পারাবত নহে তার চেয়ে শুভ্র;
দীপ্ত তারকার জ্যোতিঃ তার কাছে ম্লান;
সেই প্রেম প্রেমময়ি! তোমার আমার!

প্রেমের মহিমা প্রেমিকেই জানে। প্রেম বুঝিবার বস্তু, তাহা বুঝান যায় না। (অন্ধকে রবি কি বস্তু, কথায় কি বুঝান যায় ?) প্রেমের কত মহিমা ! প্রেমেব পীযূষ ধারা কত উল্লাসময় ! প্রেম কত ধবল-সুন্দর, কত উজ্জ্বল ! যারা প্রেমে পড়ে তারাই বুঝে।

Love only teaches what is love ;
All other lessons fail.
We learn its name but not its powers ;
Experience only makes it ours.
It is love alone can tell of love.

Madame Guyon.

প্রেমই কেবল শিখাইতে পারে, প্রেম কি বস্তু ; অন্য সব শিক্ষা হার মানে। আমরা প্রেমের নাম শিখি কিন্তু তার শক্তি বুঝি না। সে বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলে তবে বুঝিতে পারি ; কেবল প্রেমই প্রেমের বিষয় বলিতে পারে।

প্রেমের মধুরতা সম্বন্ধে একজন ইংরাজ কবি (বারটন্ বুথ) লিখিয়াছেন :—

Sweet as the charms of her I love,
More fragrant than the damask rose,
Soft as the down of turtle dove,
Gentle as air when zephyr blows,
Refreshing as descending rains
To sun-burnt climes and thirsty plains.

আমার প্রেয়সীর মোহন মাধুর্য্যের মত মধুর, সুন্দর গোলাপের চেয়ে সুরভিত, শান্ত কপোতের পালকের মত কোমল, মন্দমারুতের মত ধীর, তপনতাপিত দেশে ও শুষ্ক পিপাসিত সমতলক্ষেত্র নিপতিত বৃষ্টিধারার ন্যায় শীতল ও তৃপ্তিকর।

---

[১১]

আজি ধরা মোর চোখে সুন্দর লেগেছে;
ভরসা হয়না তাহা বিশ্বাস করিতে।
চারিপাশে স্বপ্নালোক সরিয়া যাইছে ;
এলায়ে দিয়েছে রবি কনক কুন্তল
গগন বাহিয়া নিম্নে ; ফুলকুল চেয়ে
রয়, ফিরে যার পানে, মানব বিজ্ঞানে
কিন্তু, পাই না হেরিতে, মোরা তার পানে।

---

[১২]

এইখানে আছে কাছে সবুজ শৈবাল
ছায়াময় কোণে ; রণরণ ঝিল্লীদল
অতি মনোহর বেশে, সারি সারি সেজে,
এসেছে বাহিরে তারা পর্ব্ব অবকাশে ;
ক্ষুদ্রকায় লুতিকারা রজত কিরণ
আর লুতাজাল লয়ে, গড়িছে কাঁচুলি—
পরিবে বসন্তরাণী বসন্ত প্রভাতে।

(১১ ও ১২)

আজ আমি ধরাতল এত সুন্দর দেখিতেছি যে তাহা বিশ্বাস করিতে আমার সাহস হয় না। আমি স্বপ্নের আলোকে আলোকিত। আজি গগনে, রবি যেন আলোকের মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। কাননে ফুল ফুটেছে, কার পানে চেয়ে রয়েছে জানি না।

প্রেমে, জীবন স্বপ্নালোকে উদ্ভাসিত হয় ;প্রেম-রবি স্বপ্নজীবনে লোহিত তরল আলোক ঢেলে দেয়। জীবন কাননে প্রেমের কুসুম ফুটে উঠে ফিরে ফিরে কার পানে চায়, কেহ জানে না।

প্রেমীর ছায়াময় জীবনে, বিষাদের ছায়া যেন শৈবালের মত চারিদিকে জমিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। প্রেমের জীবন কানন ঝিল্লীরবে মুখরিত, কীটরবে প্রকম্পিত, মায়া জালে বিজড়িত। সেই মায়াজালে জীবন বসন্তে প্রেমিক তার প্রিয়াকে আবরিত করে, সেই স্নেহের বসনে তাকে যৌবন-বসন্তে সাজায়।

---

[১৩]

ভাবিতে ভাবিতে যেন, শুনি সেই কথা
বলেছিল এরিথুসা নিশানাথে যাহা,
ক্ষীণতোয়া রূপ ধরে, লয়েছিল যবে
বিদায় তাহার (আর আর সকলের
বাসিত সে ভাল); কেঁদে নীরবে গোপনে
বিস্বর কর্কশ কণ্ঠে, বিহগের সম,
কিম্বা ভীত মেষপাল সম, বিতাড়িত
মৃত্যু পথে, থাকিতেও বাঁশী আর বাড়ি।

এরিথুসা নামে একজন অপ্সরী ছিল। সে চাঁদের সহিত কি কথা কহিয়াছিল, তাহার বিবরণ গ্রীকপুরাণে কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাহার সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহা এইরূপ :—

একদিন এরিথুসা মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্‌ফিয়াস নদীর তীরে আসিয়াছিল। সেখানে বেশ ত্যাগ করিয়া শরীরের শ্রম ও তাপ দূর করিবার

মানসে, নদীর নির্ম্মল সলিলে প্রবেশ করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে, সে নদীজলে, এক অস্ফুট মর্ম্মর শুনিতে পাইল ও বড় ভয় পেয়ে তীরে পলাইয়া গেল। কিন্তু সেই নদীদেব তাহার পশ্চাতে ধাবিত হয়। এরিথুসা নগ্ন অবস্থায় আগে আগে পলাইতে থাকে। সন্ধ্যা অবধি ছুটিয়া যখন সে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে এক দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল। দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে এক প্রস্রবণে রূপান্তরিত করিল। সেই নদী দেবও জলরূপ ধরিয়া সেই প্রস্রবণের জলের সহিত তাহার জল মিশাইয়া দিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। এরিথুসা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া, জলধিতল দিয়া অর্টিজিয়া দ্বীপে গিয়া উঠে। সেই নদীর জলও সেখান অবধি গড়াইয়া গিয়াছিল। গ্রীসবাসীদের অনেকে বিশ্বাস করিত, যে অলফিয়াস নদীতে ফুল ভক্তি উপহার দিলে অর্টিজিয়া দ্বীপে গি... তাহা ভাসিয়া উঠিবে।

---

[১৪]

জানি কেন সমীরণ কাঁদিছে উচ্ছ্বাসে
সঘন নিস্বনে; জানি সেযে কি কারণ।
লুকায়, আমোদ পায় ভগ্নস্তূপ মাঝে!
কেন ধূলিকণা মিলে ধূলিকণা সনে,
কেন শুক্তি সবে, বাঁচে মরে, মরে বাঁচে
অগাধ সলিল তলে—রচিত হইবে
মুকুতা মালিকা মোর প্রেয়সীর তরে।

সমীরণ কি কান্না, কার কান্না কাঁদে? কেন কাঁদে? —হয়তঃ সে পরের বিরহ বিলাপ বয়ে নিয়ে যায়, তাই সে পরের কান্না কাঁদে। তাই যেন সে, এক

কালে যাহা জীবন্ত ছিল, তাহার ভগ্ন সমাধির ফাঁকে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে। ধূলা ধূলার সহিত মিশে, লয়ে নূতন সৃষ্টি হয়। শুক্তি মরিয়া মুক্তা হয়, সেই মুক্তায় প্রিয়তমার কণ্ঠহার হয়।

"Matter itself in the ultimate analysis resolves itself into concentrated love."

পদার্থ আপনাআপনি শেষ বিশ্লেষণে, মৌলিক উপাদান সমূহে বিভাজিত হইয়া ঘনীভূত প্রেমে পরিণত হয়।

---

[১৫]

তথাপি এ অবনীর বিচিত্র বেষ্টনে
নাহি হায়! সেই বস্তু যাহা চাহি মোরা।
আছে কিছু হীনভাব জীবন ধারণে,
আর নারী নরাননে; মেনে লয় তারা,
এই ধরা ধাম, আর যাহা তাহে রহে,
সকলি তাদের চিরজন্ম অধিকার ;
কিন্তু চাহে নাহি তবু মুক্তি অব্যাহতি,
খুঁজে নাহি তারা—চির আরাম ভবন।

---

[১৬]

ভানু অস্ত গেলে, হত মনে ক্ষণে ক্ষণে,
বড়ই বাসনা মোর উড়িয়া যাইতে,
পাখনা বাহিয়া উচ্চে সমীর উপরে,

খুঁজিতে একটী গ্রহ মম মন মত,
অবনী হইতে প্রসর প্রকাশমান,
পুরাবে বলিয়া যত মানব অভাব,
কথা কাজ যত কিছু যখন ফুরাবে।

(১৫ ও ১৬)

এ পৃথিবীর সব লোক নীচ, হীন ও অহঙ্কারী। এখানে আমরা যাহা চাহি তাহা খুঁজে পাই না। তুমি নীচ নহ, হীন নহ, অহঙ্কারীও নহ, তাই তোমায় এ পৃথিবীতে খুঁজে পাই না। এখানে আমার অভাব পূর্ণ হবে না। তাই যেখানে তাহা পূর্ণ হবে, সেখানে উড়ে যেতে ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়। এ পৃথিবী হ'তে আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে, যেখানে আমাব অভাব পূর্ণ হবে, সেখানে যেতে বড় ইচ্ছা হয়।

---

[১৭]

বসতি করিব প্রিয়ে! তব সনে আমি
সুদূর অজ্ঞাতে, অপর অবনী মাঝে,
উদ্দেশ জানেনা যার যোগীজন কভু;
মানবের বর্ণ-তুলি আঁকিতে পারেনা
সীমানা যাহার; সেথা সমীরে তরঙ্গে,
ভাসেনা আতঙ্ক, সেথা প্রাণ অনুভবে
সহস্র উল্লাস, যাহা মানবে না জানে।

তোমার সহিত নির্জ্জনে, নিভৃতে, নির্ভয়ে, আমোদে রহিব, সে জন্য এ ধরা ছাড়িয়া অপর ধরায় যাইব—যার সন্ধান কেহ জানে না, সেখানে কোন ভয় নাই, সেখানে অপার উল্লাসে মন উল্লসিত হবে।

---

[১৮]

আসিলে নিদাঘ, এক মধুর নিশীথে,
কুহক রথেতে চড়ে, যাব স্থানান্তরে,—
উচ্চে শশীশৃঙ্গ পারে। বসতি করিব
সেথা, এক তারকার বিবাহ ভবনে,
—আলোকের দেশে, যেথা রহে পরী সবে ;
যাইব ছাড়িয়া আরো শূন্য ব্যবধান
যেইখানে মূর্চ্ছা যায় ধূমকেতু যত।

এক মধুর নিদাঘ রজনীতে আমি কুহকরথে চড়ে, কুহকের দেশে, কুহকিনীর সন্ধানে, উচ্চে চন্দ্রালোকে যাব। যে ভবনে আকাশের তারায় তারায় বিবাহ হয়, যে আলোকের দেশে অপ্সরীরা বাস করে, সে সব ছাড়িয়া আরও শূন্যে, যেখান হইতে ধূমকেতু খসে পড়ে, সেইখানে যাব।

প্রেম কল্পনার সীমাভূত নয়, তবু কল্পনার উচ্ছ্বাসে, প্রেমিক কত উচ্চে উঠে পড়ে তাহার শেষ নাই। সে কত অলৌকিক, অসম্ভব, অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। প্রেমের আকাশে, প্রেমের সুখতারার স্বপ্ন দেখে।

---

[১৯]

সে সব হইবে। আসিবে অবনী কত,
আমাদের অধিকারে। তাদের ছাড়িয়া
যাব নবগ্রহ ভূমে—যেথা নিদাঘের
একদিন মাত্র, রয় পঞ্চাশ বরষ।

সেথা উৎসবিত্তে প্রিয়ে ! নিয়তির বলে,
আমাদের দুজনের সোনার বিবাহ ;
ইচ্ছা, এই গান যেন দেবদূত গায়।

এ পৃথিবীর ৫০ বৎসরে যে পৃথিবীর একদিন, সেইখানে তোমায় বিবাহ করিব। কারণ মিলনের দিন সুদীর্ঘ হলেও এক নিমেষে কাটিয়া যায়। মিলনের শেষ নাই, তৃপ্তিরও সীমা নাই। কারণ তুমি অশেষ, অসীম, অনন্ত। আমি সশেষ, সসীম, সান্ত। আমার শেষ তোমাতেই ; আমি তোমার সীমার ভিতর চিরদিন আবদ্ধ আছি।

---

[২০]

জীবনের মত বস্তুতঃই সে জীবন,
মরিতেও পারা যায় সে জীবন তরে ;
—সত্য যদি মরি মোরা, রেখেদি মোদের
যবে মরণের বেশ—প্রণয়ীর তাহা
চরম বাসনা ; মিষ্ট তাহা গান হ'তে ;
অতীব পবিত্র তাহা স্বর্গ অভিলাষী
ভক্তিমান সাধুদের ধর্ম্ম শিক্ষা হ'তে।

সে মিলন, সে পবিত্র বিবাহ জীবন পাইবার জন্য লোক মরিতে পারে অর্থাৎ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ; প্রণয়ীর তাহাই শেষ আকিঞ্চন। বিবাহ প্রেমের শেষ আকিঞ্চন ; তাহা গানের চেয়ে মধুর, সাধুদের ধর্ম্ম হ'তে আরও পবিত্র। এক বিবাহমিলনে ধর্ম্ম ও গান উভয়ই বর্ত্তমান।

অষ্টম পত্র



স্বপ্ন দর্শন

[১]

দেখেছি তোমায় স্বপ্নে সাত দিন হ'ল,
কহিব সে কথা আজি। কহিব তোমায়
পেয়েছি আমোদ যত সে স্বপনে প্রিয়ে!
শুনেছি যতেক গীত লোলিত পবিত্র,
সেই গীত স্রোত ছুটেছিল কক্ষে কক্ষে,
যেন জানাইতে মোরে শকতি তাহার
নিরাপদে লয়ে যেতে দুষ্কৃতি হইতে।

তুমি স্বপ্ন, স্বপ্নের আনন্দ অথবা আনন্দের স্বপ্ন, স্বপ্নের গান। সে সচঞ্চল গান হৃদয়ের কক্ষে ছুটিলে সব তাপ কষ্ট দূরে যায়। তোমার গানে স্বপ্নের আনন্দ আছে, তোমাতে স্বপ্ন গান ও আনন্দ তিনই বর্তমান। তুমি = স্বপ্ন + গান + আনন্দ। তোমার স্বপ্নে গানের আনন্দ আছে। সে গানে, সে আনন্দে, সে গানের আনন্দে অথবা আনন্দের গানে সব দুঃখ কষ্ট জ্বালা দূরে যায়।

---

[২]

মনে হ'ল হেরিলাম যেন গো তোমায়
এক আলোক শিখায়, নিকুঞ্জ সমীপে,
—স্বপ্নে স্বপ্ন সম—ঢলিতেছে অনুনয়ে
যেন দুনয়ন ; সুদূর নিদাঘ ঝলা
ভাতিছে শোভিছে তব উজ্জ্বল কুন্তল ;
কেঁপেছিনু হেরে সেই বিমোহন ছবি
—যথা কাঁপে লোকে হেরে জলদেবী জলে।

তুমি আঁধার কুঞ্জের আলোক। তুমি আমার স্বপ্নের স্বপ্ন। তুমি অনুনয়ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী। স্বপ্নে তোমার সোজ্জ্বল মোহন ছবি দেখে আমার মনে ভয় হয়েছিল। তোমার জলন্ত ফুটস্বরূপে আমার নয়ন ধাঁধিয়া ছিল।

---

[৩]

পিছনে পিছনে তব গিয়েছিনু প্রিয়ে!
জানিতাম উপবনে, যেথা তবসনে
তথা, হয়েছিল দেখা, সেথা ছিল যেন
এক মিলন ভবন। গেছিনু পিছনে
তব—যথা ধায় লোক মৃগের পিছনে।
জানিতাম ভাল হবে গেলে পরে তব

চরণ দলিত পথে। বুঝেছিনু ত্বরা
যে চঞ্চল লাজ ভাতি ভাতিল আননে।

---

[৪]

গিয়েছিনু পিছে তব, যেথায় বহিত
নদী ক্ষীণতোয়া অতি, কুঞ্জবন পাশে;
পেতেছিনু জানু সেথা তোমার সমীপে;
উড়িল উপরে পরে, কুড়িটী কপোত,
এসেছিল তারা সাঁঝে কূজন করিতে
দিবসাবসান গান মধুর পবিত্র;
শুনি পরে তব স্বর শ্যামল কান্তারে।

---

[৫]

“এস পিছে পিছে মোর” স্বরিল সে স্বর,
উঠিনু ধাইনু ত্বরা পিছে পিছে তার।
স্বপ্নে ‘স্বপ্ন’ সত্য বলি মনে হ’ল মোর,
যেন চাঁদরাণী লয়ে পরীবালা দল
দেখিতে আসিল মোরে দুরন্ত অনিলে।
তবু কিন্তু প্রতিবিম্ব পড়িল তাহাতে,

চলিনু চকিতে পুনঃ (সেখান ছাড়িয়া)
সুরদারু তরু শোভা উপত্যকা তলে।

(৩, ৪ ও ৫)

জেগে, ঘুমিয়ে, আমি সদাই তোমার পিছনে পিছনে, কত স্থানে, কত ভাবে, কত কাল ছুটিয়াছি, ছুটিতেছি। তোমায় ধরিতে যাই, ধরা দাওনা। ধরি ধরি, ধরা পাই না; তবু ছুটে মরি। জীব প্রেমের আশে, অনন্তকাল ছুটিয়াছে, ছুটিতেছে ও ছুটিবে। প্রেমের দলিত পথে চির পথিক। পথও ফুরায় না, ছুটাও ফুরায় না।

Escape me? Never
While I am I, and you are you,
So long as the world contains us both
Me the loving and you the loth,
While the one eludes, must the other persue
* * * *
So the chase takes up one's life, that's all.

Browning.

আমায় ছেড়ে পালাবে? কখনই নয়। যতদিন আমার আমিত্ব, আর তোমার তুমিত্ব রহিবে যতদিন ধরায় আমরা দুজন থাকিব, আমি প্রেম আর তুমি ঘৃণা— যতক্ষণ একজন ছেড়ে পালাবে, অন্যজন অবশ্য পলাতকের পশ্চাতে ছুটিবে। সেইরূপ একজন জীবনভোর অন্যের পিছনে ধাইবে, তাহাই আর কিছু না।

---

[৬]

সে কি দৃশ্য ! হা ঈশ্বর ! কতই বিরাম,
কত ম্লান ঘনঘটা বিদগ্ধ পশ্চিমে !
অবসন্ন হয়ে ভানু চলিতেছে নীচে
বিশ্রাম আবাসে, উঠিতেছে পরিমল
—উঠিত যেমতি তাহা বিদূর অতীতে,
পাখীস্তব মোহমুগ্ধ বায়ু রুদ্ধ স্থির।

---

[৭]

চলিনু পিছনে তব। আইনু সেথায়
যেথা এক দেবালয় ছিল কুঞ্জ মাঝে,
যেথা এক দারু দ্বার দুলিত সমীরে ;
ধরিনু তোমার কর, কাঁপিল আমার
করে ; চাহিলাম পরে তব মুখ পানে
যেই মুখ স্নেহময় সদা দয়াময় ;
হেরিনু হাঁসিতে ধীরে—যেই হাঁসি তরে,
স্বরগ দেবতা সবে আছেগো বসিয়া।

(৬ ও ৭)

তোমার পিছনে ছুটে ছুটে সারাদিন গেল ; রবি অস্ত গেল। সন্ধ্যা আসিল, তবু চলিলাম ; শেষে এক কুঞ্জবেষ্টিত দেবালয়ে তোমার নাগাল পাইলাম। তোমার হাত ধরিলাম, তোমার হাত তখন বড় কাঁপিতেছিল ; তারপর তোমার

করুণ আনন পানে চাহিলাম; কি দেখিলাম? তুমি মুচকে মুচকে আমায় দেখে হাঁসচো। সে হাঁসি দুর্ল্লভ ও স্বর্গীয়, দেবতা বাঞ্ছিত। তোমার হাঁসির জন্য দেবতারা বসে আছে! আমি কোন ছার!

---

[৮]

ভাসিল সুধাংশু হের! সুনীল আকাশে,
রজত তরণী সম ভাসি নিজ ভারে।
ছুটিল সুতান পরে, কুঞ্জের ভিতর,
সুধীর সমীর যেথা কিছু দিন হ'ল
নিথর হইয়াছিল; যেথা এক পাখী
ভেঙ্গেছিল গলা তার যাতনা উল্লাসে,
কূজিয়া গাহিয়া তার পুরাতন গান।

সন্ধ্যার পর রজনী আসিলে, চাঁদ আকাশে রজত তরণী সম আপনার ভারে আপনি ভাসিতে লাগিল। আমার হৃদয়গগনের চাঁদ তুমি, আমার হৃদয় সলিলে, রূপৈশ্বর্য্যের ভারে, তুমি আপনি ভাস; আমি ভার বুঝিতে পারি না। তুমি আমার প্রেম পারাবারের পারের তরণী, আমার সুখ দুঃখের দুই সলিলের কল্লোল হিল্লোলে ভাসিতেছ, খেলিতেছ।

---

[৯]

বলিনু কাতর স্বরে "এইকি সেস্থান?"
"সেস্থান এইকি?"-যেথা বলিতে হইবে

যত মম মন ভাব ললনে তোমায় ?
এই কি সময়, যবে সেবিব অনল
অথবা তুষার কণা অনল তাপিত ?
তাতের শীতেতে জমি, তবু নাহি ডরি,
বীণাপ্রায় কাঁপি হায় ! হৃদয় স্পন্দনে ।

গভীর প্রেমে শীত, তাত বোধ থাকে না। সামান্য স্নেহ ও অনুরাগে অর্থাৎ হাল্‌কা প্রেমে তাত, শীত জ্ঞান থাকে।

True love is still the same ; the torrid zones
And the more frigid ones
It must not know :
For love grown cold or hot
Is lust or friendship, not
The thing we have. .

Suckling.

প্রকৃত প্রেম একই ভাবাপন্ন ; তাহা গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রখর তাপ এবং শীত মণ্ডলের দারুণ শীত জানে না।—প্রেমের উষ্ণভাব কাম, শীতলতা বন্ধুত্ব। আমাদের যাহা আছে তাহা নয়।

---

[১০]

আলোকিত করেছিল মুখখানি তব
এক দিব্যালোকে। সে আলোক তোমার
আপন হিয়ার। পরে কে যেন স্বরিল

"পরমেশ সর্ব্বেশ্বর! হউক বিস্তার
তোমার অপার দয়া, মহিমা গৌরব"।
বিচ্ছুরিল আলো এক আশে পাশে পরে,
জ্যোতির্ম্ময় সে আলোক দিবালোক হ'তে

---

[১১]

সেই স্বর তব স্বর আর কারো নয়;
ভালবাসি তাহা বসন্ত ঝঙ্কার হ'তে
ঝঙ্কারিত করে যাহা উপত্যকাতল;
নাইটিন্‌গেল চাতকের গান হ'তে;
বিষয়ী জনের জ্ঞান শিক্ষা দীক্ষা হ'তে;
স্বনিল সে স্বন যেন, সে স্বর স্বরিল,
"বিধির গৌরব হ'ক"—"তিনিই কেবল
আছেন বিরাজমান দ্যুলোকে ভূলোকে।"

---

[১২]

সুধাইনু তারপর ললনে তোমায়
"বলিব কি ভাবিয়াছি যে সব ভাবনা;
যবে দিবস রজনী, ভূতল অতল
উজলিত মোর তরে"? "কেমনে ভেবেছি

বিবাহ বিষয়, যবে চঞ্চল কপালে,
নমিয়াছি পরমেশে, তাঁর নিজ স্থানে,
কেমনে বা চুমিয়াছি তোমায় স্বপনে ?"

(১০, ১১ ও ১২)

তোমার স্বরে সর্ব্বেশের স্তুতি সতত স্তনিত হয়, তাঁহারই মহিমা, গৌরব ও দয়া সদাই ঘোষিত হয়, তাঁহার স্বত্তার অনুভূতি হয়। কারণ স্বর ব্রহ্ম। তাই তোমার স্বর, তোমার আলোক ভালবাসি। তোমার সুরে আমার হৃদয় বীণা ঝঙ্কৃত হয়। তোমার আলোকে আমার হৃদয় আলোকিত হয়। সে যে তাঁরই স্বর, তাঁরই আলোক। সে সুরে ভুবন ভরিয়া আছে, সে আলোকে ভুবন আলোকিত।

---

[১৩]

বলিলে উত্তরে তার "নেহার এ নরে
প্রথমে ইঁহারে ; ইনি তব প্রভু, গুরু,
তব প্রিয়া আর তব প্রেমের কারণ।
বোধ হ'ল কাছে, এক বায়ব মূরতি,
আরণ্য প্রকৃতি কৃশ জনপতি যেন,
চলে গেল ছাড়াইয়ে মুক্ত বনভূমি।

---

[১৪]

তিনি স্বয়ং বিটোভেন। আসিয়াছিলেন
নিবিড় তিমির হ'তে, ক্ষণেক ভ্রমিতে

সুন্দর বিপিনে, আর সেথায় খুঁজিতে
সে নারীর হাঁসি যারে বাসিতেন ভাল।
যশ তাঁর উজলিত, যদি সে চাহিত,
যদি সে রমণী ভাল বাসিত তাঁহারে,
অন্তর যাঁহার কত সরল সুন্দর।

---

[১৫]

সংগীত সাম্রাজ্যে তিনি বিরাট সম্রাট,
মহান্ গায়ক ; যাঁর গানে কেঁপেছিল
নরক স্বরগ দ্বার। কিন্তু ললাটের
প্রবল প্রকোপে, সহে অন্যায় যাতনা,
হইয়াছিলেন কত সাহসী সবল,
স্থির ধীর শান্ত যথা সাগর সলিল।

(১৩, ১৪ ও ১৫)

বিটোভেন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ ছিলেন। তিনিও একজন রমণীকে ভালবেসে কষ্ট পেয়েছিলেন :—তাই তিনি কবির গানেরও গুরু, প্রেমেরও গুরু।

---

[১৬]

চিনেছিনু তাঁরে তার পদধ্বনি শুনে,
হেরিয়া তাহার সেই ব্যথিত চাহনি,
রুক্ষকেশ, ছিন্নবেশ, সহাস্য আনন,

অনুনয় বিনা যাহে ছিল নাহি কিছু।
কেঁপেছিল তার তনু বিপুল পুলকে,
চলিয়া গেলেন ত্বরা, রণিয়া, মণিয়া,
স্বনিয়া, স্তনিয়া মোর স্বপ্ন দৃষ্ট পথ।

বিটোভেন যে পথে গিয়াছেন, সে পথে আমাকে একদিন যাইতে হইবে। আমি সেই পথের স্বপ্ন দেখি। তিনি আগে গিয়াছেন, তাঁহার আগে আর কত লোক গিয়াছে, আমি তাহাদের পিছনে যাইব, আমার পিছনে আবার কত লোক যাইবে।

জগতে কত বিফল প্রেমের নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তিনকাল ধরিয়া সে নাটকের যবনিকা পড়ে নাই। দৃশ্যে দৃশ্যে, অঙ্কে অঙ্কে, সে অভিনয়ের বিশ্রাম নাই।

---

[১৭]

নমিলাম তাঁরে আমি। চলিয়া গেলেন
সেই অভিজাত জন। তিনি মোর রাজা,
নমিলাম আমি তাঁরে। চাহিলাম যবে,
তুলে আঁখি তাঁর পানে, হইল সে আঁখি
নিস্তেজ নিষ্প্রভ বড় নয়ন সলিলে!
জ্বলিল চন্দ্রমা ভয়ে, বিস্ময়ে গগনে,
আইল গম্ভীর স্বন কাঁপিল অবনী,
নিস্বনিল দেবদূত উচ্চ কণ্ঠে যেন।

---

[১৮]

রোধিলাম শ্বাস মম, তিলকের তরে;
পারিতাম চলে যেতে ছাড়ি সেই স্থান,
—পরমেশ রোষ হ'তে পলায় মানব
যথা—কিন্তু হেরিলাম মোর ললনারে
যাইতেছে চলি সেই তমোময় পথে;
ফুকারিনু ঘন ঘন "হয় গো সহায়
ললনে আমার"; তব জ্যোতির্ম্ময় মুখ
আমোদিল বায়ু, সঞ্জীবিল শষ্পতল।

(১৭ ও ১৮)

বিটোভেন সংগীত সম্রাট, আমি সামান্য বেহালাদার। তিনি আমার রাজা। আমি কেঁদে কেঁদে তাকে নমস্কার করিলাম, (তার কাছে কাঁদিয়া, শান্তি পাইলাম)। কিন্তু দুঃখের দুর্দ্দাম উচ্ছ্বাসে, হৃদয় সহসা উচ্ছ্বসিত হল, হৃদয় কাঁপিল; ক্ষণেক নিষ্পন্দ হ'ল। তখন তোমায় ছেড়ে যাবার ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু দেখিলাম, তুমি ঘোর তিমিরে, চির আঁধারে আমায় ফেলে চলে গেলে। উচ্চৈঃস্বরে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, তুমি মুখ ফিরাইলে; তোমার মুখের স্নিগ্ধ কোমল আলোকে আমার প্রাণবায়ু আমোদিত হ'ল—আমার প্রাণের শুষ্ক তৃণভূমি সঞ্জীবিত হ'ল।

---

[১৯]

শুনিলাম তারপর আবার সে স্বর
পুলক পূরিত অতি। স্বরিল সে স্বরে

"আমায় বাস কি ভাল গানের অধিক ?"
ধরিলাম তব পানি ; টানিনু তোমারে,
মোর হৃদয় মাঝারে, বলিনু কাতরে
"বর্ষ হ'তে বর্ষান্তরে কেবল তোমারে,"
"নাহি চাহি যশ।" সাড়া দিল তব স্বর
স্পষ্ট মিষ্ট স্বরে যেন রজত নিক্কণে,
পুরায়ে দিবেন, শেষ বাসনা বিধাতা।

---

[২০]

চুমিলাম তব আঁখি। চুমিলাম আঁখি
হেঁসে ভেসে উঠে ফুটে যেথা নীল আভা ;
শুনিলাম সেই স্বর অতীত গৌরবে,
শিহরিল সেই স্বর অন্তর ভিতর,
জানাইল তাহা "যদি বাস ভাল মোরে,
যদি তুমি সত্য হও, নিশ্চয় পাইবে
গান যশ ভালবাসা"। চুমিলাম মোহে,
তব মুখখানি যাহা বড় ভালবাসি।

(১৯ ও ২০)

যদি কেহ কাহাকে যথার্থ ভালবাসে, বিধাতা নিশ্চয় তার ভালবাসাকে মিলাইয়া দেন। চুম্বনে প্রেমের পিপাসা একবারে মিটে না। প্রেমজ্বরের পিপাসা একটী চুম্বনের

অমৃত আরকে মিটে না। মিলনের সুখ, চুম্বনে মুখরিত হয় মাত্র। কোটি চুম্বনেও হৃদয়ের অগাধ পিপাসা মিটে না। হৃদয়ের চিতানল কি এক ফোঁটা জলে নিভান যায়? প্রেম মহাকর্ষণ, সে আকর্ষণে চেতন, অচেতন চিরদিন আকৃষ্ট।

The sunshine kisses mount and vale
The stars they kiss the sea
The west winds kiss the down-bloom
But I kiss thee

* * * * *

Heaven's marriage ring is round the earth.

B. Taylor.

রবির কিরণ শৈল উপত্যকা চুমে, তারকা-সাগর, পশ্চিম বাতাস—নব-প্রস্ফুটিত ফুল, আমি—তোমায় চুম্বন করি। স্বর্গীয় বিবাহ-অঙ্গুরী পৃথিবী বেড়িয়া আছে।

নবম পত্র



কল্য

[১]

প্রেম ! প্রেম প্রেম ! তুমি সুখের দুয়ার !
শান্তির চাঁদনী ! জীবের পরমা শোভা !
আছি আমি এইখানে, উঠিবার তরে
তোমার সোপান 'পরে, দিবস রজনী
চাহিতে তাহার পারে, খুঁজিয়া লইতে
তব দিব্য পথ-দ্যুতি বিদূর বিতত।

আনন্দ ভবনের এক মাত্র দ্বার প্রেম। সেই সিংহদ্বার দিয়ে আনন্দ নিকেতনে যাওয়া যায়।

প্রেমে আনন্দ, প্রেমের আনন্দ, প্রেম আনন্দ; প্রেমের সব বিভক্তিতে আনন্দ।

প্রেম শান্তির বিতান। শান্তির কুটীর প্রেমের ছাউনিতে বাঁধা। উপরে প্রেম, নীচে শান্তি; শান্তি প্রেমের কোলে দোলে।

প্রেমে শান্তি, প্রেমের শান্তি, প্রেম শান্তি; প্রেমের সব বিভক্তিতে শান্তি।

প্রেম জীবের পরমা শোভা। প্রেমে শোভা, প্রেমের শোভা, প্রেম পরমা শোভা; প্রেমের সব বিভক্তিতে শোভা।

প্রেম = আনন্দ + শান্তি + শোভা।

প্রেম কিন্তু সহজে মিলে না, কাছে নাই, দূরে আছে, কষ্টের অনেক ধাপ ছাড়াইলে তবে তার সন্ধান পাওয়া যায়।

---

[২]

কারণ তোমার কাছে, কিছু দূরে, ধারে,
ছাড়ি উচ্চ সৌধ যেথা কিঙ্কিনী নিক্কণে,
ছাড়ি দেবালয় যেথায় ভজন গায়,
আছে যে সেথায় এক ফুলের বাগান
নব-বিবাহিতাযোগ্য সে সুন্দর স্থান;
তুমি প্রেম তুমি, পুণ্যময় করিয়াছ
তাহার আমোদ যত তরুণিতে প্রাণ।

এই কবিতায় তিনটি কথায় জীবনের তিনটি অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে। অট্টালিকা, দেব মন্দির ও উদ্যান। বাল্যে, বালক বালিকা নিজ বাসে থাকে; যৌবনে সে ভবন ছাড়িয়া বিবাহ মন্দিরে যায়; বিবাহের পর জীবনের উপবনে প্রেমের পবিত্র বন্ধনে দিন কাটায়। হৃদয় চির নবীন থাকে।

---

[৩]

হে মধুর প্রেম! সব যদি ভাল হয়,
জ্ঞানী হয়ে মানি যদি স্থল জলে দোষ

যার মোহে উল্লসিত হয়েছে পরাণ,
তবে আমরণ মোরা তোমার কৃপায়,
পাব পুনরায় মারলিন মায়াবীর
যত মায়াবল ; পারি তবে দাঁড়াইতে
প্রতি উপত্যকাতলে, কাব্য শক্তিময়ী
দেবীর সমুখে, তথা নমিতে তাহারে।

গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, মারলিন একজন দৈত্যভ্রষ্টা রমণীর পুত্র ছিল। সে নিজে ঘোর মায়াবী ছিল কিন্তু তবু একটী নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল।

প্রেমের বলের কাছে অপর মায়ার বল হার মানে। প্রেম বড় মায়া। বৃথা প্রেমে অন্ধ হওয়া অবোধের কাজ। মর্ম্মান্তিক কষ্ট পেলে লোকে নিজের মূর্খামি বুঝিতে পারে, তখন সে তার কষ্টের কল্পনায় পায় নমস্কার করে।

Love is the most powerful of spells, every other species of sorcery must yield to it. There is but one power against which it is helpless—what is that? It is not fire, It is not water—It is time.

Heine.

প্রেম বড় জোর মায়া, অন্য সব যাদু তার কাছে হার মানে। কেবল একটী শক্তির কাছে তাহার শক্তি কুলায় না। তাহা কি? অগ্নি নয়, জল নয়, তাহা "সময়"।

---

[৪]

প্রেম—সুখময় প্রেম ! নেহার আমারে
কোথায় দাঁড়ায়ে, তব দুয়ারের ধারে,

মেলিয়া নয়ন, ফিরে অনাগত পানে।
নভ অভ্রহীন; সুদূর পথের শেষে
মাপিয়া ব্যাপিয়া আছ তুমি যেই দেশে,
হেরি কুঞ্জবন সেই মনোনীত দেশে,
বলি সেই দেশ মোর সুখময় ধাম।

প্রেমের সুখ ভবনে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি তার সদরের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি (কতকাল ছিলাম এখনও আছি)। কবে সে ভবনের অন্দরে যাইতে পারিব জানি না; আশা পথে ভাবীকাল পানে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে আছি। তুমি যেথা আছ, সেই আমার মনোনীত দেশ, সেই আমার সুখবৃন্দাবন।

---

[৫]

কিন্তু একি হেরি? জানি ওই সমতল,
ওই গিরিতল, বৃতি অনতি বৃহৎ;
ওই কল কল্লোলিনী নিরমল অতি,
ওই বৃক্ষ বনস্পতি শস্পক্ষেত্র শোভা,
অপূর্ব্ব দর্শন, যেবা রোধিয়া সমীরে
সুধায় তাহারে, দুঃখ পাবেকি মানব,
হবেকি গৌরব, লভিবেকি পুরস্কার?

জীবনের মহারণ্যে, পর্ব্বত, প্রান্তর, স্রোতস্বতী, বনস্পতি সকলই বিরাজিত, সকলই পরিচিত। কিন্তু প্রেমান্ধ মানবের চক্ষে সকলই অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়। মানব সামান্য মানবী প্রেমে পড়িয়া, তার রূপে মজিয়া প্রকৃতি রাণীর

অতুল সুষমা ভুলিয়া যায়। আবার যখন সেই প্রেমে হতাশ হয়, তাহার দিব্য চক্ষু ফুটে, প্রেম চারিদিকে যে ফুটিয়া আছে তখন দেখিতে পায়।

[৬]

জানি সে সকলি, ভাবি তবু নাহি দোষ
না জানিলে, ফুল কুল যদিও ধাইছে
জমকাল বেশে কত ফুল্লিতে ধরণী!
আহা হা! কি পরিণাম! জানি যার নাম
দেখায় না পরিচিত; আজি বৃতি 'পরি
গোলাপ ভাতিছে যেন অনল আভায়।

বেড়ার ধারে গোলাপ ফুল ফুটে লাল হ'য়ে আছে। আমার যেন মনে হয় তাহাদের লাল আভায় বেড়া পুড়ে যাইতেছে।

প্রেমের আগুন ভিতর ও বাহির দুইই জ্বালায়, গোলাপের লাল আভায় বেড়ায় আগুন ধরে না। প্রেমিকের পোড়া চোখেই আগুন লাগে।

[৭]

তৃণদল মখমল; রাজে তার' পরে
হেমবলদল—কত হেম নিদর্শন;
শষ্প-শীষ গুলি, জড়িত কুন্তল সম
দেখায় রচিত, যেন বিবাহ ভূষণ;
প্ররী আভরণ তাহা যদি নাহি ভুলি;
বুঝিতে পারিব এবে। আপনি প্রকৃতি

শিখাবে আমায়, নূতন নূতন ভাষে
কেমনে স্তুতিতে হয় উজল বরষে।

ঘাসের উপর শিশির কণাগুলি যেন মখমলে মুক্তা ছড়ান দেখাইতেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে কল্পনার কত মণিমুক্তা ফলে। প্রেমিক কত গুপ্ত রহস্য, প্রকৃতির দৃশ্যে লুক্কাইত দেখে। কোথায় ঘাস আর কোথায় মখমল। কোথায় হিমজল আর কোথায় মুক্তাদল। কোথায় ঘাসের শীষ আর কোথায় জড়িত কুন্তল, বিবাহ ভূষণ।

প্রেমের অলঙ্কারে প্রকৃতির নগ্ন মূর্ত্তি শোভিত, ভূষিত ও সৌজ্জ্বল হয়।

---

[৮]

গিয়েছিনু এই পথে কল্লোলিনী কুলে;
এই সেই শষ্পতল, এই ক্রম-নিম্নতল
সলিলকুন্তল শোভা; এই সেই স্থল
যেথায় মলয় মত্ত প্রজাপতি সনে
ছিল পলাইয়ে তার চাহনিতে মজে।
এইত সে স্থান যেই থানে বসিতাম
একেলা বিরলে অথবা পুস্তক লয়ে,
হেরিতাম চির-প্রেম আশার স্বপন।

স্মৃতির পুরাণ ছবিগুলি মনে আঁকা থাকে, মুছিয়াও মুছে যায় না।

---

[৯]

বড় ভালবেসেছিনু ওই তটিনীরে ;
কিন্তু এতদিন আমি বুঝিতে পারিনি
অত অলৌকিক ভাব আছে তার তটে ;
ওই এক গুহা, মরকত কক্ষতল,
ওইখানে মহা প্রেমী করিতে পারেন
প্রণয় সঙ্কল্প তাঁর, ওইখানে রাজা—
অপরাধী রাজা (প্রেম দোষে অপরাধী)
নমিতে পারেন বটে মারশিশু পদে
আর না করিয়া তার কথার ব্যত্যয় ।

প্রেমের রহস্য নদীতটে, বিজনে, বিপিনে গিরিগুহা মধ্যে লুকান থাকে । কিন্তু প্রেমিক, তার হৃদয় বৃন্দাবনে যে সব রহস্য লুকান আছে, তাহা দেখিতে পায় না, তাই সে বাহিরে খুঁজিতে থাকে।

---

[১০]

ফুরায়ে যাইছে দিন, হেরিব ফুরাতে,
হেরিব রবির অস্ত (পশ্চিম গগনে),
রক্তরাগ ঘন ঘটা সাঁঝের সময় ।
হেরিব তারকা মালা গগনের গায়,
ভাবিব দেউটি তারা, দীপিছে উপরে,
দেখাতে রবিরে তাঁর বিরাম শয়ন ।

এই কবিতা সূর্য্যাস্তের আর একখানি সুন্দর ছবি। সন্ধ্যা কবে কাবার হ'য়ে গেছে, প্রেমিক এখনও সন্ধ্যার স্বপ্ন দেখিতেছে।

---

[১১]

যেদিন আসিবে কাল, বড় মধুময়,
আসিবে আমার তরে হেমতরী প্রায়,
লইয়া যাইবে সেযে ত্বরায় আমায়
যেথা মম নিজ সত্য চির-অনুরত
সুষমায় বিভূষিত রমায় হেরিব,
চাতক সেদিন যারে সম্ভাষিয়া ছিল,
রেখেছিল তার স্থানে, আঁধার আসিলে,
অপর বিহগে, সেথা কূজিতে স্তুতিতে।

কাল সোনার তরী এসে তোমার কাছে আমায় নিয়ে যাবে, এ সুখের কল্পনা। তোমার তরে পাখীরা গান গায়। তুমি অলৌকিক। কল্পনার দাঁড়ে বসে আমার মন পাখী তাই তোমার গান গায়।

---

[১২]

এস এস প্রিয় দিন! এস মোর কাছে,
হে মধুর অনাগত! বৃদ্ধ কাল-রাজ
কনিষ্ঠ তনয়, ছুটে সৃষ্টি যার পানে—
মানব ঈশ্বরে যথা। ঢালো তব আলো

ত্বরা মম শির 'পরে, শিখাও আমায়
দেব, প্রার্থনা করিতে—ধীরমতি যীশু
শিখায়েছিলেন যথা বালক সকলে।

কালের কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। কালের এক এক দিন যেন এক এক সন্তান স্বরূপ। আজ বাদে কাল সকল দিনের শেষ, তাই কনিষ্ঠ। মানবের ভক্তি যেমন চিরদিন পরমেশ পানে ছুটে, সৃষ্টি নিরন্তর সেইরূপ কালের পানে ছুটিতেছে। মানবের জীবন স্রোত ঈশ্বরের বিশাল হৃদয় সাগরে চির প্রবাহিত।

"The current of life runs ever away
To the bosom of God's great ocean."

আমিও সেই কালের আশায় বসিয়া আছি। আমি নূতন দিনের দিব্য আলোকে আলোকিত হ'য়ে সেই কালের কাছে প্রেম প্রার্থনা করিতে শিখিব। আমার একালের ও সেকালের সব প্রার্থনা বিফল হইয়াছে। তাই ভাবী কালের আশা করিতেছি।

কাল কাহারও অপেক্ষা করে না, কিন্তু প্রেমিক কালের অপেক্ষা করে।

---

[১৩]

বড় ক্লান্ত হইয়াছি কাল অপেক্ষায়,
বড় শ্রান্ত রজনীর মন্থর গমনে।
ক্ষুধাতুর গ্রাসে কাল, সুখ কেড়ে নেছে;
কাটে কাল ধীরে ধীরে, হরে লয় বল;
ব্যথিত হয়েছি বড় অন্তরে অন্তরে—

যথা লোকে রহে ভয়ে নিভৃত নিবাসে
নরলোক নরদৃষ্টি ছাড়াইয়া দূরে।

কোন্ কালে আমার কপাল ফিরিবে (তোমায় পাইব), আমি সেই কালের অপেক্ষায় বসে বসে দিগ্দার হয়ে গেছি। রাত কাটে না, দেহের ও মনের বল হারাতে বসেছি; নির্জ্জনে, নিভৃতে, সুদূর অজ্ঞাতে, ভয়ে জড়সড় হয়ে, ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বসে আছি। আমি তোমাগত প্রাণ হয়ে, জগত ভুলে গিয়ে তোমার ভাবনা ভাবচি, ভেবে ভেবে বড় ক্লান্ত হয়েছি।

---

[১৪]

রজনী যে নিদ্রাতরে কেমনে ভাবিব,
আমিযে তখন গণি প্রতি ঘণ্টা তার
কি ভীষণ কাল! শমিতে দমিতে নারি,
অথবা বলিতে তারে খুলে ফেলে দিতে
তার ঘৃণা আবরণ। জাগে, কাঁদে লোক"
প্রহরে প্রহরে, হেরে গভীর নীরবে,
প্রেতচ্ছায়া যাইতেছে একে একে চলে,
শুনে যেন তাহাদের ঘৃণা অট্টহাস।

রাত্রে আমার চোখে ঘুম নেই, তখন শুয়ে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুণি, সেই ভীষণ সময়ে, মনে নিদারুণ ঘৃণাভাব আসে, মনের সেই ঘৃণা আবরণ কোন মতে খুলে ফেলে দিতে পারি না। জাগরণে, ক্রন্দনে, প্রহরের পর প্রহর চলে যায়, মৃত সুখের প্রেতছায়া ঘৃণা হাঁসি হেঁসে চলে যায়, আমি সদা সে হাঁসির রোল শুনিতে পাই।

---

[১৫]

এস "কল্য" এস কাছে, এস সখাভাবে,
এসনা তাহার মত দেরিতে যে আসে।
এস এস সচকিতে, শুনিব দুয়ারে
মোর, তব করাঘাত। যদিও রজনী
পোহাতে অরাজি হয়, ঘুচাতে না চাহে
মলিন নীরব ভাব, ধাইব আপনি
আনিতে তোমায় ত্বরা আপন ভবনে,
স্তুতিব তোমায় তব চকিত আঘাতে।

---

[১৬]

মধুর মঙ্গল কাল! ভাবি নাই মনে
আমার জীবনে আগে চাহিব তোমায়
অতই ত্বরায়। ভাবিনি ঘৃণিব চাঁদে,
অবজ্ঞা করিব কিম্বা নবীন প্রবীণে;
অথবা আমার জ্বর-তাপিত ললাট
অরুণকিরণ চাবে জুড়াবে বলিয়া;
নমি তাই, নব দিনে, বাসনা পূরিবে।

কাল আমার মঙ্গল হবে, আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে (কাল তোমায় পাইব অন্ততঃ আমার সেরূপ ধারণা), তাই সেই নবদিনের আগমন অপেক্ষা করিতেছি। আমার

চাঁদ ভাল লাগে না। আমি আকাশের চাঁদ লইয়া কি করিব? তুমি ভূতলের চাঁদ তোমায় চাই। আমি নূতন পুরাতন কোন বস্তু চাই না। (তুমি আমার চির পুরাতন নিত্য নূতন, তোমায় চাই)। দুঃখের নিশি পোহাইলে বাঁচি, উষা দেখা দিবে। উষার তরুণ অরুণ কিরণে আমার তাপিত ললাট শীতল হইবে। আমার দুঃখ, কষ্ট ও জ্বালা সব দূরে যাবে। আশার কুহকে প্রেমিক এই সব স্বপ্ন নিত্য দেখে। কতদিন যায়, প্রতিদিন মনে হয়, তার জ্বর ছুটিবে, অভাব মিটিবে।

---

[১৭]

নব দিন রাজি হবে (বাসনা পূরাতে)।
উষা শেষে দেখা দিবে। দিন আর স্রোত
বহে যায় ধীরে; কভুনা বিরত হয়।
নিশ্চয় তাহারা ধায়। সকল নরের
সকল জ্ঞানের আর বুদ্ধির বিচারে,
নিশ্চয় ধাইবে আগে, নীতি ধীর দ্রুত।
রজনী যাইবে যবে, প্রভাত আসিবে,
লইয়া যাইবে মোর বাসনার পথে।

---

[১৮]

তখন লোলিত হব পুলক হিল্লোলে,
কারণ মিলিব একা নিভৃতে বিরলে,
সত্য-স্বরূপিনী মম প্রেয়সীর সনে।

কেহ বলিবেনা তার মধুর নিবাস,
কেহ বলিবে না কত মনোহর সাজে
সেজে আছে প্রিয়া, কিন্তু জানিতে পারিব
আমি সে সকলি। লোকে বলিবে পাগল ;
কিন্তু আমিই কেবল বুঝিতে পারিব
কতই উজল হ'য়ে উঠেছে ধরণী।

---

[১৯]

অধর আঁখির এক ব্যাকরণ আছে,
বুঝেছি শিখেছি তাহা ; বিশ্বাসের চিহ্ন
আছে পরিষ্কার ভাবে প্রেমের ভিতর ;
সে সব পবিত্র চিহ্ন হেরিয়াছি আমি।
তবে কি প্রণয় তুল্য মূল্য প্রতিদান ?
প্রেম কিগো পুরস্কার ? হাঁ, হাঁ, হেরি প্রেম
দ্যুলোকে ভূলোকে মোরা ; উহা একমাত্র
অক্ষয় অব্যয় ধন, রবে চির দিন।

ভাষার ব্যাকরণে শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়, অধর ও আঁখির ব্যাকরণ শিখিলে প্রেমীর মনের ভাব বুঝা যায়। প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের ভাব মুখে চোখে ফুটে উঠে। চোখ মুখ দেখিয়া প্রেমের বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সন্ধি, সমাস, বচন সকলের সম্যক উপলব্ধি হয়। প্রেম জীবনের পুরস্কার, আদানের তুল্য

মূল্য প্রদান। প্রেম একমাত্র অক্ষয় অব্যয় ধন। প্রেমের অনেক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু প্রেম ব্যাখ্যার অতীত। কারণ "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম।"

প্রেম অনাদি, অক্ষয়, অশেষ, অসীম—

What is the beginning ? Love.	সৃষ্টির আদি কি ? প্রেম ;
What the course ? Love still.	গতি কি ? প্রেম।
What the goal ? The goal is Love	সীমা, শেষ চিহ্ন কি ? সেও প্রেম তাহা সুখ শৈলে সমাসীন।
On the happy hill—	স্বর্গ মর্ত্ত খুঁজিলে তবে কি প্রেম ছাড়া
Is there nothing then but Love,	কিছু নাই ? প্রেম ছাড়া
Search we sky or earth ?	আর কিছু চির নিত্য বস্তু নাই।
There is nothing out of Love	প্রেম ছাড়া আর সব বস্তুর ক্ষয় লয় হয়,
Hath perpetual worth:	অবস্থার ব্যতিক্রম হয়।
All things flag but only Love,	আর যা কিছু সব ঘুচিয়া ছুটিয়া যায়।
All things fail and flee ;	

Rossette.

---

[২০]

সব বস্তু সৃষ্ট ভবে প্রেমেরি কারণ,
সব বস্তু মিলি এক পবিত্র বাঞ্ছিত
ভাবে যোগাযোগ করে, (জানেতা প্রকৃতি)
সাধন করিতে এক মহান্ মঙ্গল।
কুসুম বিকাশে যেথা, আনন্দ প্রকাশে
তথা, বনতরু মিলে সবে কহে শান্তি কথা

কাঁদে যবে নর। যদি গোলাপ দেখিয়া
কেহ পরিহাসে, মিথ্যা সে বিধির কাছে।

প্রেম কারণ, সৃষ্টি কার্য্য; প্রেমের সাহায্যে স্থিতি ও জগতের মহান্ কল্যাণ সাধিত হয়। বনের ফুলে সুখ শান্তি ফুটিয়া রহিয়াছে, প্রেমে সে ফুল ফুটে, প্রেমে সে শান্তি আসে। প্রেমই সুখ, প্রেমই শান্তি। যে জন ফুল ভাল বাসে না, তার জীবন মিথ্যা।

Life without love is a year without summer
Heart without love is a wood without song.

Wilson.

প্রেমহীন জীবন যেমন গ্রীষ্মহীন বৎসর। প্রেমহীন হৃদয় যেমন গীতহীন বিপিন।

দশম পত্র



স্মৃতি—অতীত দর্শন

[১]

ভ্রমি পুনঃ কল্লোলিত সাগর সৈকতে,
শুনি পুনঃ পুলকিত তরঙ্গ তর্জ্জন
প্রমত্ত পুলিনে। মনে হয় সে গর্জ্জন
ভীষণ উল্লাসময় অনন্ত, অশেষ,
শঙ্কিত কম্পিত করে,—বুঝায় সে রবে
অলৌকিক ভাব যত জ্ঞানী জ্ঞানাতীত।

সিন্ধুর তরঙ্গ তর্জ্জন বা কল্লোল গর্জ্জন অফুরন্ত আনন্দের কোলাহল। সে আন্দোলনে ধরণী-হৃদয় চির আন্দোলিত, চির উদ্বেলিত। সে আনন্দে প্রাণ কাঁপে, সে রব মনে কত ভাব জাগায় তাহা জ্ঞানীও জানে না।

সাগর বেলা ধরণী হৃদয়ের প্রান্তস্থল, তাহা সাগর কল্লোলে সদাই উন্মত্ত। বিশাল বারিধি, মলয় হিল্লোলে হিল্লোলিত হ'য়ে, ধরণীকে আলিঙ্গন করিতে সদাই ছুটিতেছে। ধরণী সাগরকে হৃদয়ে ধরিতে চিরদিন পাগল—সাগর চিরদিন

তাহার পানে ছুটিতে, তার বুকে আছড়াইতে পাগল। দুইই পাগল; স্থল জল চায়, জল স্থল চায়। জল স্থল ছাড়া নয়—স্থল জল ছাড়া নয়।

জীবন সলিলে প্রেমের তুফান ছুটিলে হৃদয় আনন্দে নাচে, ভয়ে কাঁপে। প্রেম-পবনে প্রাণে তরঙ্গ আনে, সে তরঙ্গ প্রিয়ের হৃদয় বেলার পানে ছুটে। মিলনে সে তরঙ্গ মিলিয়া যায়। বিরহে, ভাবের তরঙ্গে প্রাণ তরঙ্গিত হয়। প্রেম প্রাণের তরঙ্গ—তরঙ্গ প্রেমের প্রাণ। প্রাণ প্রেম চায়, প্রেম প্রাণ চায়। প্রাণ প্রেম ছাড়া নয়—প্রেম প্রাণ ছাড়া নয়।

---

[২]

ভ্রমি একা আমি। হেরি তরঙ্গ নিচয়ে
চাঁচরিত হ'তে ফেনে লম্ফিয়া ঝম্ফিয়া।
হেরি যবে উঠে তারা ঝম্ফিয়া লম্ফিয়া
অতল হইতে মত্ত সিন্ধু অশ্ব প্রায়
শিথিলিত হয়ে। জানি আমি ভাল জানি,
হেরিয়াছে তারা জলমগ্ন যাত্রীদের
সলিল সমাধি; সেই ভয়াকুল ভূমি
বিপদ সঙ্কুল, সেথা রোপিয়া ফসল
পারে না রোপণকারী তুলিতে ফসল।

কতলোক জীবনতরী প্রেমের তুফানে ডুবিয়েছে, তাদের ভীষণ সমাধি অগাধ সলিলে আছে। ফসল বুনে কৃষক মরেছে, ফসল হয়েছে, কে সে ফসল কাটিবে?

---

[৩]

ওই দ্বীপাবলী যাহা দূরে দেখা যায়,
নিদাঘ তপন যেথা অস্তে ঝটিকায়,
আছে ওই খানে যত নীচ হীন জীব
তারা ধীরে যায় তীরে, সঞ্চালিয়া পক্ষ
বিষম বিকৃত ; কিন্তু নাহি ওই খানে,
দুর্ব্বৃত্ত দানব দল, ধরিতে ছুটেনা
তারা স্নানকারীদের। না, না, কেহ নাই,
ওখানে যখন বায়ু শিহরে পরাণ,
করেনা কাহারো কিছু ক্ষতি অপচয়।

[৪]

ভাতিছে দীধিতি এক, হের ! চারিভিতে,
উপজলধীর জলে, ছিল যেন সেথা
আশে পাশে বসে, এক জলপরী দল।
সিকতা রেঙেছে হেমে, শৈল শিখরিত
অভ্রে, গায় ধীরি ধীরি, সুধীর সমীর
ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান সব—গাহিত যেমতি
গুন গুন স্বরে, যখন বহিত দূরে,
নীরবিত পরে যেন ভয়ে সচকিতে।

[৫]

তাহারা তোমায় ভাবে, তোমারেই খুঁজে ;
ভাবে রয়ে রয়ে, যাইবেনা ছাড়ি বেলা
যতক্ষণে না হেরিবে ঠিক সেই স্থান
যেথা ছিলে দাঁড়াইয়ে, সৌম, স্নিগ্ধ, শান্ত,
তব রূপ মহিমায়। কহে মিছামিছি
মোরি কথা, ভালবাসি তোমারে জানিয়া।
কতই পুলকে ওই প্রাচীন পয়োধি
স্মরে মনে পূর্ব্বস্মৃতি অতীত কাহিনী।

(২) (৩) (৪) ও (৫)

সাগর কূলে বসিলে মনে নানা ভাব আসে। মনের সাগরে ভাবের ঢেউ উঠে। মনের দৃশ্যপটে, নানা ভাবের, নানা রঙের ছবি প্রেমের তুলিকায় অঙ্কিত হয়।

---

[৬]

মিলিয়াছি দোঁহে মোরা সাগর সৈকতে
মোহমত্তকালে, কতক্ষণ, কতদিন,
ভাঙ্গিত তরঙ্গ যবে, যেন কাব্য ছন্দে,
অক্ষর মিলনে। ছিল প্রাণ পুলকিত,
ছিলু প্রেম এক ঋণ, শুধিতাম ঘন ঘন
তব মুখসুধা পানে—সে সুধা চুম্বন

মিলিলে মঙ্গলময়, হারা'লে মঙ্গল,
সঞ্চিত রহে না—সে যে মহান্ স্বর্গীয়।

কবিতার রস ছন্দে ছন্দে ভাঙ্গে, শব্দের মিলনে সে রসের পরিপাক হয়। প্রেমের রস নানা ছন্দে ভাঙ্গে, প্রাণের মিলনে সে রসের পরিপাক হয়।

প্রেম, জীবনের ছন্দময় কাব্য, শব্দময় উপন্যাস, রসময় রহোল্লাস। প্রেম এক ঋণ; প্রেমের ধার চুম্বনে শোধ যায় না, চুম্বনের সুদ দিলে, আসল ধার (মূলধন) ঠিক বজায় থাকে, কারণ ভালবাসা অফুরন্ত।

My bounty is boundless as the sea
My love is deep ; the more I give to thee
The more I have, for both are infinite.
Shakespere

সাগর যেমন অসীম আমার দানেও অসীম। আমার প্রেম গভীর, যতই তোমাকে দিই ততই আমার থাকে। কারণ উভয়েই (আমার প্রেম ও সাগর) অশেষ।

For as I love thee beyond measure,
To numbers I'll not be confined
* * * *
Count how many stars are in heaven,
Go reckon the sands on the shore ;
And so many kisses you've given,
I still will be asking for more—
Sir Charles Hanbury Williams

তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এত অপরিমেয় যে তাঁহা গণনার্য় ভিতর রাখিব না। কত তারা আকাশে আছে গণ, সৈকতে কত বালুকণা আছে হিসাব কর; যদি ততগুলি চুম্বন তুমি আমায় দাও, তবু আমি আরও অধিক চুম্বন চাহিব।

[৭]

ভ্রমিতাম এইখানে মোরা দুইজনে।
দেখিতাম স্রোতজল বাড়িতে কমিতে
জোয়ার ভাঁটায়। দেখিতাম বেলাভূমি
যেন অনাথার প্রায় থাকিত বসিয়া
গম্ভীর মধুর নাদী অম্বুনীধি তরে, *
জেনে মনে, দিন দিন, সুখ অবসরে,
যাচিবে প্রণয় তার সাগর আবার
উচ্চ ঊর্ম্মি উল্লম্ফনে উদ্বাহ উল্লাসে।

যৌবনের জোয়ারে প্রেম-সাগরের জল বাড়ে, ভাঁটায় কমে। কূল অকূলের আশায় বসিয়া থাকে, অনাথ সনাথ হইতে চায়। একদিন তোমার তরঙ্গে তরঙ্গিত হয়েছিলাম, সে তরঙ্গ বুকে বাজে নাই, বুক জুড়িয়েছিল। তাই তোমার আশায় বসে আছি, কবে তোমার তরঙ্গ আমার কূলে পৌঁছিবে, তাই আমি (কূল) তোমার (অকূলের) আশায় বসে আছি।

---

[৮]

আর মনে পড়ে মোর, কেমনে প্রভাত-
আঁলোক ফুটিলে, গিয়েছিলে একা চলে,
খুঁজিতে গোপন স্থান যেথায় তোমায়

* With what an hungry lip the ocean deep
Lappeth for ever the white-breasted sands!
A. Smith

হেরিতে পেতনা কেহ ; যেথায় প্রণয়ী
হেরিত তোমায় যদি, হ'ত মহা পাপ
ঘোর ঘৃণাময় ; আর কেমনে গেছিনু
আমার আপন পথে, শস্যক্ষেত্র মাঝে,
অপেক্ষিতে তব তরে গোপালক তটে।

প্রেম নির্জ্জনে, নিভৃতে লুকাইয়া রয়। তাহার সন্ধানে লোক, সারা জীবন, পথে পথে, ঘাটে, মাঠে, তীরে, ঘোরে ফেরে। তোমারও নিস্তার নাই, আমারও নিস্তার নাই। তুমি আমার পথ, আমি সেই পথের চির পথিক।

---

[৯]

দেখ তুমি যেন এলে শৈলকক্ষ হতে
তোমারি মতন বধু মোহন মধুর।
জানি এসেছিলে তথা, কারণ আমিগো
হেরি আজিও তোমায় মনের নিভৃতে,
হেরি তোমায় ঐ মত্ত কল্লোল উল্লোলে,
ভাল জানি, কল্লোলেরা আকুল হইয়া
জানায় সমীরে তারা ব্যাকুল বাসনা—
বিফল বাসনা যত বলে নাই আগে।

আমার মনের নিভৃত কক্ষে তখনও ছিলে, এখনও আছ। আমার মনসাগরের ভাবসলিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে, তোমায় তখনও দেখেছি, এখনও দেখ্‌ছি। সে তরঙ্গ প্রেমের পবনে ভাঙ্গে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে নাচে, নেচে নেচে ভাঙ্গে, এক একবার সে

তরঙ্গ যেন পবনকে ব্যাকুল হ'য়ে আমার বিফল বাসনা জানায়। যেন পবনকে বলে, কেন হৃদয়ে তরঙ্গ তুলেছিলে? এ তরঙ্গ কবে কূলে পৌঁছিবে?

[১০]

মনে হয় মোর, ধন্য পয়োধি পুলিন
পেয়েছিল যবে তব তপ্ত গৌর তনু—
তার সুখ শিহরণ প্রথম স্পন্দন।
ভাল অনুমানি, পুলকিত হয়েছিল
কতই জলধি, যবে তব তনু জলে
উছলিল পাছলিল চকিত উল্লোলে;
যবে ছোট ছোট শিলা, প্রত্যেক উর্ম্মিকা
গৌরবিত হয়েছিল তোমার সোহাগে।

তোমার অঙ্গস্পর্শে সিন্ধু, শিলা, বীচি, বেলা সকলেই সুখী, সকলেই ধন্য। তোমার "দরশ পরশ" আশে আমি সাগর সৈকতে বসে আছি। বসে বসে শুধু তোমারই কথা ভাব্‌চি।

[১১]

ডুবিছে সলিলে বালা শিথিল-কুন্তলা
শৈলচ্যুতা হয়ে; যেন সাগর দুহিতা
সাইরেন মায়াদেবী আসিল সলিলে,
ঢেউ উঠে, বুকে ছুটে, তাহারে ত্রাসিতে;

আসিল সাগর জলে ড্যাফ্‌নি সুন্দরী
কৌশলে কানন হতে প্রার্থনার বলে ;
কবির সুষুপ্তি ভরে এসব স্বপনে।

সাইরেন—দক্ষিণ ইটালির কাল্পনিক মনোহারিণী সুগায়িকা। তাহার রূপে, গানে ভুলিয়া মানুষ পাগল হইত। ড্যাফ্‌নি, ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

---

[১২]

দেখিবার দৃশ্য তাহা ছিল সবিতার ;
সে তাই দেখিয়াছিল। সে অমর দেব
দেখেছিল তব রূপ পাগল হইয়া,
দেখেছিল তোমায়হে জোয়ার আসিলে।
দেখেছিল ভাল করে, নাহি করি আমি
সত্য অস্বীকার। হয়েছিল পুলকিত
সাগর সৈকত দেখাইয়ে সবিতারে
তব অপরূপ রূপ, সুষমা মাধুরি।

স্বয়ং সূর্য্য তোমায় দেখিতে চান। যে ভাল, তাকে সকলে ভাল বাসিতে চায়। জগৎ তোমার রূপে ভোর, আমি কি ছার !

হে আমার তুমি ! সকলের তুমি ! সকলে তোমার ! সকলের ভিতর আমিও একজন।

---

[১৩]

দেবতার বরে, সাগর সলিল হ'তে,
রূপপ্রেমময়ী দেবী ভিনাস উঠিলে,
বসতি করেনি কেহ ধরণীর তলে
যাহার লাবণ্য শোভা তব অনুরূপ।
শশী-আজ্ঞাবাহী সিন্ধু হেরেনি কোথাও
তব সম কেহ অত নিখুঁত নিভাঁজ
আশির জঘন আর আজানু চরণ।

এক ভিনাস ব্যতীত আর কেহ তোমার মত রূপবতী নয়। (ভিনাস্ সাগরসম্ভবা একটী সুরূপা রমণী, গ্রীক দেশের রতি দেবী।) তোমার তুলনা নাই, তুমি অতুল।

There is no one beside thee and no one above thee,
Thou standest alone, as the Nightingale sings !
And my words that praise thee are impotent things,
For none can express thee * * *

Browning

তোমার ধারে আর কেহ নাই, তোমায় ছাড়িয়ে উপরে আর কেহ নাই, তুমি একেলা দাঁড়িয়ে আছ যেমন নাইটিনগেল একেলা গায়। যত কথা ব'লে তোমার স্তব-স্তুতি করি, সব শক্তিহীন, কারণ কোন কথায় তোমার স্বরূপ প্রকাশ হয় না।

---

[১৪]

বস্তুতঃ ব্যাকুল চাঁদ হয়েছিল অতি
রাখিতে তাহার শির তব শির পাশে,

উজল সলিলে; কিন্তু বিফল বাসনা।—
আসিলে না অত রাতে সাগর সৈকতে,
চাহিলে না তুমি প্রিয়ে রহিতে তাহার
—সে স্বভাব সুন্দরীর—স্নেহের আশ্লেষে,
যদিও সে তব কটি ঘিরিত আলোকে।

তুমি যদি সাগর পুলিনে আসিতে, তোমার ছায়া (চাঁদের কিরণে) সাগর জলে পড়িত, সে ছায়ার পাশে চাঁদ আপন প্রতিবিম্ব ফেলিত। তাহার কোমল আলোকে তোমার কটি বলয়িত—চাঁদ তোমায় আলিঙ্গনে বাঁধিতে চায়, কিন্তু তুমি সে বাঁধনে বাঁধা থাকিতে চাও না।

---

[১৫]

হায়! যদি পাইতাম তারস্বরা বাঁশী,
বুঝাতাম ফুকারিয়া সরল আলাপে,
আর কিছু এই ভবে নাহি তব সম
অত কমনীয়। নহে যৌবন যৌতুক,
রমণী কুসুম সম অত মনোরম,
শুভ্র, স্নিগ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, নীহার প্রতিম।

মনে হয় যদি এক খুব জোর আওয়াজের বাঁশী পাই, তাহলে একবার সোজা-সুরে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই, তুমি কত সুন্দর। আমার বেহালার আওয়াজে সে ভাব হয়ত সকলের কাণে পৌঁছিবে না, সকলকে ভাল করে বুঝাইতে পারিব না। পুরুষের যৌবনে, রমণী-কুসুম সব যৌতুকের সেরা, রমণী আর যৌবন এক

কথা। রমণী, জীবনের যৌবন, যৌবনের সোহাগ সোহাগের ফুল ; অত মনোরম, অত পবিত্র আর কিছু এ পৃথিবীতে নাই।

There is only one perfect flower in the
Wilderness of life, that flower is love.

Haggard.

জীবনের অরণ্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রসূন আছে, প্রেম সে প্রসূন।

---

[১৬]

কমলিনী সম তুমি সুষমাশালিনী,
ভাতিছে অধরে তব, সরম লোহিত
আভা, যেই আভা রাঙে গোলাপ আননে
যবে সে বসিয়া রহে চুম্বন পিয়াসে।
যবে তুমি হাঁস ধীরে, দোষ নাহি হয় ;
ধরণী পুলকে হেরি সরম সঙ্কোচ
তব গণ্ডকূপ মাঝে। পাই যদি বাঁশী
অরফিয়াসের, শমি তবে হীন স্বর
ফুকারি মনের কথা তারকার কাছে।

তুমি ফুল্ল রূপলাবণ্যময়ী কমলিনী। (আমার জীবন সরোবরের প্রফুল্ল নলিনী।) তোমার সলাজ আননে গোলাপের আভা ফুটে। তোমার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন সে মুখ (গোলাপের মত) কাহার চুম্বন চাহিতেছে। তুমি হাসিলে ধরা হাসে। (সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসি)। আমি যদি ভাল বাঁশী পাইতাম (আমার

বেহালার কর্ম্ম নয়), তা হলে আমার মনের কথা তারকাদের বলিতাম (আর কে সে সব ভাব বুঝিবে?)

অরফিয়াস্ গ্রীসদেশে একজন প্রসিদ্ধ বংশীবাদক ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে, যে তাহার বাজনায়, বনের বৃক্ষ পাষাণ হইত। সে যখন বাঁশী বাজাইত, বনের জন্তুগণ সে বাজনায় মুগ্ধ হয়ে তাহাকে ঘিরিয়া বসিত।

---

[১৭]

দেবতা আদেশে বলি শপথ করিয়া,
জানাব সকল জীবে,—(যাহাদের দেখে
তারকা সকলে),—'তুমি আমার আপন'
যদি কেহ চাহি লয়, স্বর্ণ বর্ণতুলি,
দেবতার কাছ হ'তে, অনল কালিতে
লিখে, তবু পারিবে না প্রকাশ করিতে
কতই আনন্দ মোর, কতই উল্লাস,
কতবার আমি ভাল বেসেছি তোমায়।

"তুমি আমার" একথা দিব্য করে সকলকে জানাইব। তোমায় কত ভালবাসি তাহার ওজন তুলাদণ্ডে নাই, তাহার গভীরতা সাগরে নাই, তাহার তুলনা কোথাও নাই। তোমায় কত শত বার ভালবেসেছি, তোমায় ভালবেসে কত আনন্দ পেয়েছি, দুর্ল্লভ দেবদত্ত লেখনি দিয়া অনলাক্ষরে কেহ বুঝাতে পারে না।

---

[১৮]

জানিগো নিশ্চয়, পুরাকালে এচিলিস
শোনেনি কোনও স্বর অতই মধুর,
অত মোহময় যত তব কণ্ঠস্বর ;
অতই উল্লাসময় নাহি কোন স্বর।
জলবাসে, ছিল যেথা জলদেবী সবে,
নাহি ছিল কোন দেবী তব অনুরূপ
তব সম শোভাবতী, স্তুতিত যাহারে,
সুদৃঢ় ত্বরিত পদ থেটিস তনয়।

[১৯]

দেখে নাই এচিলিস ট্রয়ভূমে কভু
কোন দেবী কিম্বা নারী অতই স্বর্গীয়,
স্বয়ং হেলেন (যুঝেছিল যার তরে)
ট্রয়দেশবাসী, নহে অতই সুন্দরী
তব অনুরূপ, তার প্রেমে দোষ ছিল,
নাহি দোষ তব প্রেমে। রূপ খানি তার
ক্ষণভঙ্গ খেলনক, কিন্তু তব রূপ
অমূল্য রতন, অতি অমল অক্রেয়।

(১৮) ও (১৯)

এচিলিস হোমারের ইলিয়ড কাব্যে প্রধান নায়ক। সে একজন প্রভূত বলশালী ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল।

গ্রীক পুরাণ মতে থেটিস বলিয়া এক অপ্সরীর গর্ভে এচিলিসের জন্ম হয়, সে বাল্যে সিংহের নাড়ী ভুঁড়ি ও বন্য বরাহের মেদ খাইয়া পরিপুষ্ট হয়।

হেলেন। ট্রয় দেশের রাজা প্রিয়াম একদা স্পার্টার রাজার অতিথি হইয়া, তাহার অতুলনীয় রূপবতী স্ত্রী হেলেনকে বলপূর্ব্বক ট্রয়দেশে লইয়া গিয়াছিল। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এগেমেনন, ওডেসি ও এচিলিস, গ্রীকদিগের নায়ক হইয়া ট্রয়দেশে গিয়া,—দশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করে। হেক্‌টর এই যুদ্ধে ট্রোজানদের নায়ক ছিল। পরিশেষে এচিলিস হেক্‌টরকে বধ করে।

---

[২০]

কবিও দেখেনি কভু স্বপনে তাহার
তোমার আঁখির মত আর এক আঁখি ;
আর এক মুখ অত দেখিতে সুন্দর,
হেরিয়া সে মুখ লাগে বড় মিষ্ট মোর,
রবির আলোক। আর নাহি প্রয়োজন
অপেক্ষিতে মৃত্যুতরে, মেঘদীপ তরে,
খুঁজিবারে দিব্য পথ নভোধূম মাঝে,
সে পথ সমুখে মোর, তোমাতে প্রকাশ।

তোমার কবিস্বপ্নাতীত মধুর নয়ন ও সুন্দর আনন দেখিলে, রবির আলোক ভাল লাগে। তোমায় না দেখিলে রবিকর ভাল লাগে না। (ভাল লাগে কিম্বা ভাল লাগে না সে তোমারই খেলা) তুমি আমার সুখের স্বর্গের পথ, তবে মৃত্যুও স্বর্গের পথ খুঁজিবার আর কি প্রয়োজন ?

একাদশ পত্র



ভক্তি ও বিশ্বাস

[১]

ভবেশে ভজিব এবে, ভজন গাহিব ;
উষসে স্তুতিব, আলোক এনেছে ব'লে ;
ধরণীরতলে, প্রতি পুল্ল পুষ্প তরে ;
প্রতি তরুবরে, দোলে ব'লে ঝঞ্ঝানিলে
সুখের দিবসে। উচ্চে উঠাইয়া স্বর
ধন্যিব স্তুতিব (পুনঃ) ধরণীর তলে,
প্রতি কল বিহগের কাকলির তরে।

---

[২]

মনের ভিতর ভয় বাঁধা যত আছে,
বাঁধন খুলিয়া দিয়া ফেলে দিব দূরে।

সেথায় যাইব, উষার অরুণ তাপে
যেথায় শুখায় হিম হিমাদ্রি হইতে।
নিরাপদে চলে যাব আশার আশ্বাসে,
যাইবে না দিন আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কাটিবেনা রাতি আর যাতনা পাইয়া,
অতীতের মত, যবে আসিত না মন
আপনার বশে, অতি উচ্চ অভিলাষে।

---

[৩]

সব কষ্ট সহে রব। চাব না জানিতে,
কাল-যবনিকা তুলে কি হবে পশ্চাতে।
জপশেষ করিব না অঙ্ক সংখ্যা গণি
—যথা লোকে গণি সংখ্যা পড়ে ঘুমাইয়া।
গণিতে পারি না তারা, ভ্রমিতে সাগরে ;
পারি আরাধিতে মম ভক্তি প্রকাশিতে।

(১) (২) ও (৩)

ভক্তি ও আরাধনায় মনে কৃতজ্ঞতা ও সাহস আসে, ভয় যায়, কষ্ট যায়, ভবিষ্যতের ভাবনা থাকে না। প্রেম এক ভীষণ ভক্তি। সে ভক্তি, বিনীত আবেদনে সুপ্রকাশ হয়।

---

[৪]

দুইটি সম্পত্তি মোর—"আমি" আর "তুমি"
"তুমি" আর "আমি"। দুয়ে কেন্দ্রীভূত ধরা।
যদা ভাল থাক, হেরি গগন নির্ম্মল,
নহে নীচে পিশে মোরে সীসকের ভারে,
সকলি আঁধার দেখি; উষা আসে ধীরে;
রব হীন হয় পাখি, গাহে নাহি গান।

জগতে "আমি" ও "তুমি", এই দুই আমার বিষয় সম্পত্তি। জগতের কেন্দ্র-স্থলে আমি ও তুমি (পুরুষ ও প্রকৃতি) এই দুই জন তোমার সহিত আমার চির সম্বন্ধ, তাই তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল, তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল। তুমি ভাল থাকিলে আকাশ পরিষ্কার দেখি। তুমি ভাল না থাকিলে আমি দুঃখের ভারে নিপীড়িত হই, পাখীরা পর্য্যন্ত গান ছেড়ে দেয়, উষা প্রকাশ হ'তে চায় না, আমার প্রাণে আলোক আসে না; সব আঁধার দেখি।

When thou sigh'st, thou sigh'st not wind,
But sigh'st my soul away ;
When thou weepest unkindly kind,
My lif'es blood doth decay.

John Deanne

যখন তুমি দুঃখের শ্বাস ফেল, সে শ্বাসে বায়ু বাহির হয় না, কিন্তু আমার প্রাণ-বায়ু (যেন) বাহির হয়। যখন তুমি অকরুণ অথচ করুণ ভাবে কাঁদ, তখন আমার জীবন শোণিত (যেন তোমার চোখ দিয়ে) ক্ষরে।

[৫]

কেবল তোমায় খুঁজি ; তোমায় কেবল।
একেলা তুমিই মোর সকল আনন্দ ;
মহান্ নীরব তুমি, তুষার-ধবল।
ক্ষম মোরে যদি আমি জানাই এ ভাব,
জানায়েছি যথা সদা আমেন্তির স্থরে,
তারকিত রজনীতে, বিরবে নীরবে।

তুমি আমার সকল আনন্দ, কারণ তুমি আনন্দময়ী, তাই কেবল তোমায় খুঁজি। আমি মলিন নীরদ, তুমি অমল, ধবল, আলোকময়ী, শক্তিময়ী সৌদামিনী। আমি তোমা ছাড়া নই, তুমি আমা ছাড়া নও। আমি ধূম, তুমি বহ্নি। ধূম বহ্নিতে চির আলিঙ্গিত, ধূম বহ্নি ছাড়া নয়। তোমার আলোকে আমার আঁধার হৃদয় আলোকিত হয় তাই কেবল তোমায় খুঁজি।

For nothing this wide universe I call
Save thou my rose ; in it thou art my all.

Shakespere

আমার গোলাপ ! তোমা ছাড়া এ বিশাল জগতে আর কাহাকেও ডাকি না আর কিছু করি না, বা জানি না ; জগতে তুমিই আমার সব।

---

[৬]

মধুর ললনে মোর ! তোমায় এখন
যদি ব্যক্ত করি, দাও তবে মোরে তব

হৃদয় মনের দয়া। যদি বারবার
মম নিত্য প্রেম-দিব্য নাহি অভিলষ,
মধুর! সদয় হও। আমি বাতুল বধির
হায়! শ্রবণ বিহীন, তাই ভেবেছিনু
ফিরাব তোমার মন কেবলি নমিয়া।

গরমের, নরম গরমের অনেক পালা হয়ে গেছে। এবার নরমের পালা। মাঝে মাঝে সুর না চড়িলে, নাবিলে, বড় এক ঘেয়ে হয়ে যায়। প্রাণের বীণায় সুরের সব পঁরদা আছে, সব রাগ রাগিনীর মূর্ত্তি লুকান আছে, তাহা সুরের গমকে, মিড় ও মূর্চ্ছনায় ফুটিয়া বাহির করাই প্রেমিকত্ব।

---

[৭]

যদি রাগ কর মোর অধর তিয়াসা—
চুম্বনু পিয়াসা তরে, ক্ষম রমে মোরে;
ক্ষম রমে! যদি বুঝি তব আঁখি নীলে
ভাসিছে যে সব ভাব অনির্ব্বচনীয়—
যেই ভাব লোকে বুঝে, উপরাগ কালে,
নিয়তি চালিত, ভীত, শুভ্র অভ্র-অস্ত
শশাঙ্কের মনে—আরো তারো চেয়ে বেশী।

রাহুগ্রস্ত হ'লে চাঁদের মনে যে ভাব হয় তাহার অধিক ভাব যদি তোমার মনে বুঝি, আমায় ক্ষমা কর। আমি রাহু নই, আমি তোমার গ্রাস করিব না, আমি স্বয়ং প্রেমগ্রস্ত।

---

[৮]

ঠিক সেই ভাব আমি স্বপনেতে ভাবি,
জানি সবে সেই ভাব উল্লাস বলিয়া,
যাহা ত্বরা তরঙ্গিয়া বিমোহিয়া হিয়া,
বশে আনে মন ; যারে বলি শক্তি গর্ব্ব,
যাহার প্রভাবে রহি নিলীন হইয়া
উদার প্রকৃতি জনে (আরও উদার
যারা আমাদের চেয়ে), জ্বালিয়া রাখিতে
প্রেমানল হৃদে, যাহা জুড়াতে পারিনা।

প্রেমিকার চোখের ভাব প্রেমিক স্বপ্নে দেখে ; সে ভাবে তার মনে উল্লাস আসে ; সে উল্লাসে তার হৃদয় চকিতে মুগ্ধ হয় ; উন্মাদ মন বশে আসে ; শক্তি ও গর্ব্ব আসে ; তাহার প্রভাবে সে উদার, রমণী জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, হৃদয়ে প্রেমানল জ্বালাইয়া রাখে, সে অনল কখন নিভাইতে পারে না।

---

[৯]

সুন্দরি ! সলাজ তুমি অপ্সরীর চেয়ে।
তোমায় খুঁজিগো আমি, যেমতি নাবিক
খুঁজে মোক্ষ পারাবারে, কবি—যশ খ্যাতি,
সৈনিক—বিজয়। হেরি তোমার অধরে
সলাজ গোলাপ আভা—সন্ধি নিদর্শন,

বুঝি তাহে তুমি শান্ত, দানিবে ত্বরায়
তোমার (দুর্গম) দুর্গ, আপন ইচ্ছায়।

[১০]

সে দুর্গ তোমারি হিয়া। জিনি সেই মত
সশস্ত্র হৃদয় দুর্গ। তব তাপিত গোপিত
বিরহ বিলাপ, তব তৃষিত চাহনি
বুঝায় বিলাবে ত্বরা, আপন ইচ্ছায়,
তোমার মাধুরী যত। চুমি তব কর,
দূরে যায় মিথ্যা ভয় যত বিভীষিকা।

(৯) ও (১০)

তোমার গোপন বিলাপ শুনে, তৃষিত চাহনি দেখে, তোমার গালে সরমলোহিত আভা দেখে মনে সাহস হয়, তুমি আপন ইচ্ছায় তোমার হৃদয় আমায় দান করিবে।

[১১]

শত্রু নাহি ছিল তারা। জানিত আমায়
একে একে সবে ; তারা জানিত, তোমায়
আমি বাসিতাম ভাল, তারা ভুলাইয়ে
মোরে গিয়েছিল লয়ে ভাগ্য পরীক্ষিতে,
অপেক্ষিতে যথাযোগ্য পুরস্কার পেতে ;

প্রাচীর-রোহণ নহে যোগ্য পুরস্কার ;
এসেছিল সুখদিন পর্ব্ব মহোৎসব ;
এসেছে মুকুট এবে পরিব নিশ্চয়।

শুধু দেয়াল বেয়ে উঠিলে, বাধা বিপত্তি কাটাইলে প্রেম মিলে না, অদৃষ্ট প্রসন্ন না হলে সুখের দিন আসে না।

---

[১২]

ওহে মোর প্রিয়ে ! আমি তব রাজরাজ,
তুমি মোর রাজরাণী ; পরিব মুকুট
ক্ষণতরে শিরে তব যশের গৌরবে ;
হাঁ ঘেরিবে ক্ষণ তরে, সে মুকুট শিরে,
তার পরে হবে তব ; তাই জানু পেতে,
শিথিলিয়া কেশ, চাহ তাহা (মোর কাছে)।

---

[১৩]

পুরুষ যদিও বটে রমণীর প্রভু,
তবু সে তাহার দাস—চির সেবাদাস।
রমণীর অধিকার আছে মাত্র শুধু
বরিতে তাহার রাজা, মুকুটিতে তারে
তার নয়ন সমুখে, জানাইতে তারে

তার কোমল করের কঠিন পরশ—
নারী শুধু পারে যথা,—কারণ সে জিনে
পুরুষের বল, নিজে যদিও অবলা।

রমণী পুরুষের দাসী। কিন্তু পুরুষ সেই দাসীর চির দাস। স্ত্রী স্বামীর সেবিকা, কিন্তু স্বামী সেই সেবিকার চির সেবক। রমণী দুর্ব্বল হলেও হৃদয়ের বলে বলবতী, পুরুষের শক্তি।

---

[১৪]

বস্তুতই নারী সুখী বলহীনা ব'লে,
অবলা বলিয়া তারে যত্নে রাখে নরে ;
যেই নর যারে নারী, বাসে ভাল, সারা
জগতের চেয়ে। যদি কভু পড়ে নর
দুঃখের অতলে বেগে, একা নারী দিবে,
সান্ত্বনা ব্যবস্থা বিধি, ব্যবস্থা সভার
অর্দ্ধেক সভ্যের চেয়ে। শোক, তাপ, জরা,
পারে তাপিতে মানবে, কিন্তু মুক্তাননা
(প্রবোধ সান্ত্বনা দিবে) সহায় হইবে।

পুরুষ ব্যাধি, রমণী মহৌষধ :—

"রোগ শোক ভরা ধরাতে কি দুঃখ কভু রহিত
রমণী মহৌষধ যদি না থাকিত ?
কি করে রোগ যাতনা, আপদ বিপদ নানা,

প্রেমময়ী নারী যদি বামে নাহি বিরাজিত ;
সেকি শোকানলে ডরে যেবা সদা হৃদে ধরে
মমতা ঘটিত নারী হৃদি স্নেহ পূরিত ।"

আর একজন কবি লিখিয়াছেন—

তুমি কিগো—
জড় দেহে সঞ্জীবনী, অমৃত ওষধি ?
মেঘ ঢাকা অন্ধকারে দুর্দ্দিনের বৃষ্টিধারে
অনির্ব্বাণ সৌন্দর্য্যের কম্পিত প্রস্ফুট হাঁসি
একটী নক্ষত্র কিগো উঠিয়াছ ভাসি' ?
সূর্য্যের আলোকে যথা স্বর্ণলতা
বিশ্বময় উঠে ফুটি', ললিত সুন্দরী,
বারেক চাহিলে তুমি
আমার মানস কুঞ্জে,
শত পুষ্প সুষমায় উঠেগো মুঞ্জরি ।

ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

---

[১৫]

সিজারের অঙ্কলক্ষ্মী ছিল এক নারী ;
মহান্ সিজার ! (যুঝি রণে) জলে স্থলে,
লভিয়াছিলেন তিনি প্রবল প্রতাপ
কিন্তু যবে করিলেন অন্যায় তাহার,—
তার পাণি প্রত্যাখ্যান, যে পাণি পরশ

পেতে পাতিতেন জাম্বু, যবে করিলেন
ভাগ্যে উপহাস, চলে গেল যশ খ্যাতি
উচ্ছেদিয়া তারে, মনে হল বিধাতার
ললাটের লেখা তার,—পূর্ব্ব রেখাপাত।

[১৬]

কামান গর্জ্জন, বুদ্ধি, (যুদ্ধের কৌশল),
সৈন্যবল, অস্ত্রবল, রাজ আধিপত্য,
সবহীন, সব তুচ্ছ, সামান্য নগণ্য।
বীর নেপোলিয়ানের পতন কারণ,
তুচ্ছ ক্রোধ বশে করিয়াছিলেন তিনি
মন্দ আচরণ নিজ পুরজন প্রতি ;
তাই পক্ষ চূর্ণ হয়ে গরিব ঈগল
পড়েছিল ভূমিতলে, ভেবেছিল ভবে
(কষ্ট কারা বাসে) বদ্ধ পিঁজরার প্রায়।

(১৫) ও (১৬)

সিজর ও নেপোলিয়ানের পতন যে শুধু নারী নিগ্রহে হইয়াছিল তাহা নয়, আরও কারণ ছিল। যাহা হউক, স্ত্রীলোকের মনে অযথা দারুণ কষ্ট দিলে পুরুষের অমঙ্গল হয়, একথা অসত্য নহে।

[১৭]

করিও প্রত্যয় প্রিয়ে ! রমণীর নাম
সমাদর করি সদা ! রমণী জাতিরা
উদার পুরুষ হ'তে। পারে নরাধম
তারে কলঙ্কিতে, পারে দুঃখ নিপীড়িতে,
তবু নারী সেবে নরে যত্নে সাবধানে।
পারে নর কেড়ে নিতে সব অধিকার,
যত কিছু আছে তার সংসার গৌরব,
তবু নারী পূজে তারে শত নির্য্যাতনে।

শত অত্যাচারে রমণী আপন কর্ত্তব্য ভুলে না।

"আশ্রিত পাদপচ্যুত লতিকার মত
ঝটিকায় ভূপতিত দেহ লতিকার
পদাঘাতে বিদলিত ; মরেনা তথাপি,
স্নেহের বেষ্টনে বাঁধা লতিকার মূল
পাদপের পদমূলে আছে নিরবধি"।

---

[১৮]

রমণী স্নেহের কথা পেলে মনে করে,
সুধার উল্লাস যেন সোনার আধারে,
সে অমৃত পিয়ে যবে গগন গড়ায়,
(স্বর্গদ্বার খুলে যায়), চাহেন বিধাতা

বিচার আসন হতে আশিসেন সবে
বিরহে মিলনে রহে হিয়ার বন্ধনে।

মিষ্টি কথায় রমণী বড় তুষ্ট হয়, তাহাতে বিধাতা প্রসন্ন হন ও সকলকে আশীর্ব্বাদ করেন।

---

[১৯]

নাহি কি অসত্য তবে অবনী মাঝারে ?
"বিধাতা জানেন আছে। হাঁ, হাঁ, আছে লোক
সময় পড়িলে শিখে হাঁসিতে সে হাঁসি
শেষেতে পাগল করে। হাঁ, হাঁ, আছে নারী
বেচেছে ফসল যারা শুধু তুঁষ লয়ে,
খুঁজেনা তাহারা 'তারা' পথের আলোক,
বিশ্বাস করেনা, পাবে দূর হ'তে আলো,
তাহাদের স্মৃতিরক্ষা নাহি প্রয়োজন।

মানব, জীবনের অন্ধকারে, প্রেমতারার আলোকে পথ দেখিতে পায়।

There is one fixed light in the mists
Of our wanderings—that light is love.

Haggard

আমাদের আঁধার ও লক্ষ্যহীন ভ্রমণে একটী স্থির আলোক আছে। প্রেম সে আলোক।

---

[২০]

জানি বেশ এই সব। কিন্তু দেখ মম
যশপুণ্যময়ী মাতা আর তব তরে,
প্রেমময়ি! দয়া হয় অবলার প্রতি।
বিভুর বাসনা যেন হউক সফল,
রবে সবে মানে মানে, বিনা অপযশে,
জ্বালাময় এই ভব জলধির কূলে।

দ্বাদশ পত্র।



জয়

[১]

বাসনার লক্ষ্যস্থলে এসেছি এখন—
বাসনা মিটেছে এবে। কারণ বলেছ
দিব্যি করে তুমি, ভাল বাসিবে আমারে—
যত মিষ্টি ঘণ্টা বাজে তত মিষ্টি সুরে।
সেই দিব্য বাসি ভাল, সেই প্রেমভক্তি
অঙ্গীকারে কভু নহি বিমুখ বিরত।
বিশাল বিপিন যেন ভীম বীণা প্রায়
ঝঙ্কারে উচ্ছ্বসে তার ঝঙ্কার উচ্ছ্বাস।

---

[২]

সমীর ছেয়েছে সুরে। পেয়েছি আমোদ
পেয়েছি আরাম শেষে ; উল্লাস হিল্লোল
—বিশ্বাস অতীত ; শান্তি—বিশুদ্ধ বিমল।

ভাতিছে ভূতলে এক দ্যুতি চারিভিতে,
এসেছে দ্যুলোক হতে প্রলয় প্লাবনে,
যেন আসিয়াছে কিছু, শমন যাহারে
নারে নাশিতে জিনিতে শমিতে দমিতে।

---

[৩]

সত্য যেন মনে হয়, অমরা হইতে
এসেছে আমার তরে কার এক হাঁসি।
আজি যেন ধরাতল মসৃণ কোমল,
তরুদল শোভে যেন রাজদণ্ড সম,
গোলাপ কুসুম যেন রত্ন আভরণ
মিথ্যা-ক্রীড়ারণে। আজি আমি রাতে,
বসি যদি মহাভোজে দেবগণ সনে,
তথাপি হবে না তত আনন্দ গৌরব।

(১) (২) ও (৩)

তুমি আমার চির বাঞ্ছিত। তোমার মিষ্ট প্রেম অঙ্গীকারে আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আজ বনভূমি সেই প্রেমরবে নিনাদিত, সেই ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, সেই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। সেই সুর বাতাসে ছেয়ে গেছে। এতদিনে আমি আমোদ, আরাম ও বিমল শান্তি পেয়েছি। সেই স্বর্গীয় প্রেমালোকে আজ চারিদিক উজ্জ্বলিত। সেই আলোক প্রলয় প্লাবনের পর স্বর্গ হতে এসেছিল, তাহার বিনাশ নাই। যথার্থই আমার মনে হয়, যেন কার স্বর্গীয় হাঁসি পেয়েছি। ধরণীর তলে শষ্প বীথি যেন

বিচিত্র গালিচার মত মসৃণ ও কোমল দেখাইতেছে। চারিদিকে ফুল আভরণ ছড়াইয়া আছে। রাজদণ্ড সম তরুরাজি সুশোভিত। এ সব ছাড়িয়া দেবপুরে দেবতার সহিত ভোজনসুখও চাহি না।

স্নেহের অঞ্জন চোখে দিলে প্রকৃতির শোভা অতিরঞ্জিত বোধ হয়। প্রিয়ার মুখের একটু হাঁসি শুধা পেলে হৃদয় গলিয়া যায়, আর অন্য শুধা ভাল লাগে না।

Or leave a kiss but in the cup
And I'll not look for wine.
The thirst that from the soul doth 'rise
Doth ask for a drink divine ;
But might I of Jove's nectar sup
I would not change for thine.

Ben Jhonson.

অথবা তুমি পান পাত্রে তোমার একটি চুম্বন (সুধা) রাখ (ঢাল), আমি সুরা খুঁজিব না। হৃদয় হইতে যে পিয়াস উঠে, তাহা স্বর্গের অমৃত চায়। আমি কিন্তু তোমার অধর সুধা ছাড়িয়া দেব সুধা পান করিতে চাহি না।

---

[৪]

পবিত্র আশ্রমবাসী সাধু জন যদি
জানিতেন; বুঝিতেন মম মনভাব,
লইতেন মমস্থান, ছাড়ি নিজ স্থান।
মনোহর বেশা তিনি, সতত সযত্ন
আপন কল্যাণ তরে, তথাপি কতই

তিনি একা অসহায়! কতই মলিন
তাঁর বাহিরের শোভা! নাহি পারিবেন
মাগিতে তোমার প্রেম। কিন্তু পাতি জানু
আমি যতবার, পবিত্রিত ততবার।

তোমার প্রেম অঙ্গীকারে আমার মনে যে আহ্লাদ হয়েছে, সে ভাব ঋষিজনও বাঞ্ছা করে। প্রেম ঐশ্বরিক। সংসারী ও সন্ন্যাসী উভয়েই, একই প্রেমের যোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধন করে।

---

[৫]

শৈল হতে অন্ধকার সরিয়া না যেতে
বাহিরে ভ্রমিনু আজি এধারে ওধারে,
চলিলাম পায়ে পায়ে পরিচিত পথে
আধকোশ পথ মম নিজবাস হ'তে।
শুনিনু সুদূর হ'তে প্রভাত প্রহরী
সারমেয় ডাকিতেছে যেন সচকিতে,
চাতক গাহিছে কাছে রহি নিরাপদে
নীড়ে, ভার গ্রস্ত হয়ে সংগীতের ভারে।

সকাল বেলা পাখীরা গান গাহিতেছে, কিন্তু যেন গানের ভারে ভারী হ'য়ে আছে। তাদের প্রাণ কত গানে ভরে আছে, তাই তারা যেন সেই বোঝায় ভারী হ'য়ে বাসায় বসে গান গেয়ে প্রাণের বোঝা হাল্‌কা করিতেছে।

---

[৬]

শশাঙ্ক ভ্রমিতেছিল প্রশান্ত গগনে
ক্ষীণ অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণ বিতরি,
গত উপরাগ কালে, দেখাইয়ে ছিল
নিজ শোভা ভাল করে, (ধরা পড়েছিল
রাহুর কবলে) তাই ভীতা পুনরায়
প্রকাশিতে রূপপ্রভা পরিষ্কার ভাবে।
চাহিল সে দৃশ্যে মেঘ-অন্তরাল হ'তে,
যেন সেই উদাসিনী একেলা আপনি
ভজিল হাঁসিল আর হাঁসিল ভজিল।

নিশীথে চাঁদ মিট্‌মিটে মধুর জোছনা ঢালিতেছিল। জল জলে জোছনায় পাছে পুনরায় রাহুর দৃষ্টিতে পড়ে, তার হাতে ধরা পড়ে, তাই নিজ পূর্ণ রূপশোভা চাপিয়া ঢাকিয়া,-বিরক্তিনী উদাসিনীর মত, নিরস বিরস বদনে, মেঘের আড়াল থেকে (যেন মেঘের ঘোমটা দিয়ে) চারিদিকে চাহিল, যেন একবার (কার জন্য, কি জন্য ?) হাঁসিল, আবার (কার জন্য, কি জন্য ;) প্রার্থনা করিল।

---

[৭]

মিলাল গগনে তারা। রহিল না কেহ
সাবধান করে দিতে, অথবা তুষিতে,
সান্ত্বনা দানিতে, বিলম্বিত আশা তরে,
সে উল্লাস তরে, যাহা উষায় ফুরায়।

তারাহারা নভতল—আঁখিহারা প্রায়;
এল এক শিহরণ প্রদোষ আনিল।

জীবনের অমানিশীথে, হৃদয় আকাশে, সুখ তারার আলোকে, প্রেমের স্বপ্ন ফুটিয়া উঠে। প্রভাতে, মিলন ও বিরহের ছায়ালোকে, সে তারা মিলিয়ে যায়; স্বপ্ন ছুটিয়া যায়।

---

[৮]

উল্লসিল শৈলশিলা উষার আবেশে,
জমিল জলদদল চকিতে ধাইল—
সমর জয়ের কথা বলিতে রাজায়
ধায় রাজদূত যথা—ভাতিল ভূতলে
সঘন ঈষৎ-তপ্ত দিবস আলোক
ঢালিল মদিরা যেন প্রমদ প্রমোদে
উৎসবিতে সবিতার উদয় উৎসব।

---

[৯]

উঠিয়া উপরে পাখী স্তবস্তুতি শেষ
করিল যখন, ভাসাইল দেহ তার
বিশাল আকাশ নীলে, রহিল সে নীলে,
ভাবিল তিলেক তথা পবিত্র বিহগ,

পড়িল মেদিনী তলে ভেদি' সমীরণ,
পাইতে প্রার্থনা ফল। হেরিয়া সে দৃশ্য,
বলিনু বিধাতা ধন্য, ধন্য তুমি ধন্য,
সফল হইল আজি সোহাগ স্বপন।

ভাবের বিশাল আকাশে প্রাণ পাখী উড়ে যায়, সেই খানে গিয়ে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হ'লে, প্রাণের পাখী প্রাণে ফিরে আসে। তার প্রার্থনার ফল (পুরস্কার) আকাশে নাই, বাহিরে নাই, শূন্যে নাই, তাই অন্তরের ভিতর পাইতে আসে।

---

[১০]

তখন আমার মন নাচিতে চাহিল
আনন্দ হিল্লোলে। তবু আমি ক্ষণতরে
ভাবিলাম, চাহিলাম, অবনী হইতে
গগনে, আবার বনে—বনপথ পানে।
পাখী উল্লসিয়া ছিল হৃদয় আমার,
পাখী বুঝেছিল তার কুলার রহস্য,
বেসেছিল ভাল এক সাথীকে সেদিন,
স্তুতিয়া তাহারে তার যশস্তুতি গানে।

সেই সুন্দর প্রভাতে আমার মন আনন্দে, নাচিতে চাহিল। কিন্তু তবু খানিক ভাবিলাম, উপরে নীচে চারিদিকে চাহিলাম—কোথা থেকে সে আনন্দ এল? সেই পাখী প্রেমের রহস্যদ্বার খুলে দিয়েছিল, তাই আনন্দে প্রাণ নেচেছিল। আমি

যেমন তোমায় ভালবাসি, সেও তার সাথীকে ভাল বেসে তার যশগান গেয়েছিল। তার গানে আমার প্রেম জেগেছিল। তাই প্রাণ মেতেছিল।

---

[১১]

মম প্রেম ! প্রেমময়ি ! পাই যদি আমি
রাজাসন, সিংহাসন, সকল রাজার,
অথবা অপ্সর পক্ষ (উড়িতে উপরে),
পাই যদি দেবাদেশ, তথাপি অরাজি
শাসিতে সাম্রাজ্য একা। না, না, চাহিব গো
আমাদের দুজনের অঙ্গুরীর শোভা।

আজ যদি আমি মহারাজ চক্রবর্ত্তী হই, অথচ তোমায় না পাই, সে কি ছার রাজত্ব। আমি রাণীহীন রাজা হইতে চাহি না, তোমার সহিত পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হতে চাই।

---

[১২]

চাহি আমি অধিকার সর্ব্বস্ব তোমার,
কুঞ্চিত কুন্তল হ'তে চরণ অবধি,
উজ্জ্বল নয়ন হতে অন্তর ভিতর,
যেথা মোর রত্ন ধন রহে সব রমে !
চাহি গো তোমায় তব লাজে ও সম্রমে,
দশন মুকুতা শোভা হসিত আনন,

চাহি সর্ব্বস্ব তোমার জানিও ললনে,
হব, রব, তব প্রভু যাবত জীবন।

[১৩]

চাহি সেই সব, কিছু কম নয় তার।
যতনে রাখিব তব যশ খ্যাতি সব,
গর্ব্বিত হইব, হিসাব রাখিয়া তব
চিকণ চুলের গোছা যতগুলি দোলে,
মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য রাশি যতেক শোভিছে,
যত প্রণয়ের দিব্য (ক'রেছ ললনে),
মধুর সুন্দর নাম যত তব বধূ।
হেমকেশ ফ্রেমস্থিত (তব) ছবি পানে
ফিরে ফিরে চেয়ে আমি সোহাগ জানাব।

[১৪]

অলসে যখন দিন কাটেনা তোমার,
জানি, সাধ হয় তব হাঁসিতে কহিতে
কথা অন্যজন সনে—প্রতারক তারা,
আলাপে প্রলাপে, জানি আমি তাহাদের
মনের বাসনা ; জানি তারা কুঞ্জে বসে,
রমণীর কাছে, করে অসি আস্ফালন।

কিন্তু জানি, মম শক্তি আছে প্রমাণিত,
তোমায় আমায় জানি, আছি তাই সুখে।

---

[১৫]

জানি বেশ আপনারে ; কেন তবে আসে
মোর অন্য ভাব মনে? নমে কমলিনী
মলয় হিল্লোলে—সে তবু না ভুলে
নিদাঘ তপন। সে যে তার জলদেবী
খেলা করে মাত্র অনুচর বায়ু সনে।
চাহে রবি নীচে কমলিনী পানে, জানে
সতী, তাই দিন দিন বাসে তারে ভাল।

---

[১৬]

সেইমত বাসি ভাল আমিও তোমায়
হৃদয় ললনে মোর! অয়ি! রমে! তুমি
ধবল-সুন্দর ফুল্ল স্থল-শতদল
তুমি সিতোজ্জ্বল, যুক্ত সিন্ধুফেননিভ,
তপন যাহার 'পরে ঝলকে কিরণ।
বিমলে! তোমায় ভাল সেইমত বাসি,
বাঁধি হে তোমায় মোর বাসনা বাঁধনে।

রবি যেমন কমলিনীকে ভালবাসে, আমিও তোমায় তেমনি ভালবাসি। আমার মানস সরোবরে তুমি শুভ্র শতদল।

মরমর ধরাতল তুমি শুভ্র শতদল, করিতেছ চলচল সম্মুখে আমার। "বিহারীলাল"

আমার বাসনা ভূমে তুমি স্থলপদ্ম, তুমি ধবল-সুন্দর, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমি রবি, তুমি কমলিনী, আমি কতদূরে, তুমি কত নীচে, তবু তুমি আমার হৃদয় বিহারিণী।

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু
যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম।

ময়ূর পর্ব্বতে, মেঘ আকাশে, রবি লক্ষ যোজন উচ্চে, পদ্মিনী লক্ষ যোজন নীচে সরোবরে, চন্দ্র দুই লক্ষ যোজন উপরে, কুমুদ, দুই লক্ষ যোজন নীচে, কিন্তু যে যার মিত্র, দূরে থাকিলেও দূরে নয়, অন্তরে অন্তর নয়।

---

[১৭]

মাধুর্য্যে লালিত্যে তুমি ললনা গো সত্য,
এমন কি দিনেশের যোগ্য বধূ তুমি।
রমণীর কাজ, দিতে আঁধারে আলোক,
হ'তে শান্তিকুঞ্জ, চির প্রাণ-পুরস্কার,
ইহাই নারীর ভবে ধর্ম্মকর্ম্ম সার।

---

[১৮]

মানবের কিবা কাজ ? কিবা সাধ তার ?
কেমনে পূরাতে চায় তার ভব-আশা ?
ভক্তির পানে সে চায়—নাবিক যেমন
ডুবিয়া সলিলতলে চায় রজ্জুপানে।
যতেক শোণিত তার, ক্ষরে তার তরে
মন্দ হতে রক্ষিবারে যারে ভালবাসে,
এই তার সাধ, এই তার কর্ম্মসীমা।

পুরুষ রমণীর (মুক্তিমতি ভক্তির) পানে চায়, কেননা ভক্তিতেই মুক্তি। ভক্তির জোরে মুক্তি আপনি আসে। প্রবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারা মানুষ কিনা করিতে পারে ? আমেরিকা দেশে এক জাতীয় সর্প আছে, তাহারা এক স্থানে হাঁ করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আহার আশায় থাকে। তাহারা যখন ক্ষুধায় বড় কাতর হয়, আকাশ হইতে পাখী আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মুখের কাছে পড়ে। প্রেমের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বড়ই ভীষণ, তাহার কাছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও হার মানে।

---

[১৯]

মানব সুধীর যথা নীরনিধিনীর,
চকিতে মাতিতে জানে, চকিতে রাখিতে
নিজদেশ হ'তে দূরে, দশশত তরী
ঘনঘোর আন্দোলনে ফেনিল কল্লোলে,

বিধূনিতে বেলাভূমি, ধরিয়া রাখিতে
আধ গোল আকাশের মেঘের বিজলি,
তাহার হৃদয় তাহে বাজিবার আগে।

জীবনের প্রভাতে যখন রিপুর তরঙ্গ খেলে না, তখন মানব কত স্থির ধীর ভাবে থাকে। যৌবনে, প্রেমের মলয় বহিলে, হৃদয় তরঙ্গিত হয়, প্রাণে প্রেমের অশনি সম্পাত হয়। মানুষ সাধ করে সে বাজ হৃদয়ে ধরে।

---

[২০]

মানবের সেই সাধ, মোর সেই সাধ।
কিন্তু দেখ! ভালবাসি আমি গো তোমায়
যশ মান অর্থ প্রাণ সকলের চেয়ে,
তাহাঁদের চেয়ে, যারা (দেব অবতার)
এসেছিল এই ভবে, অমরা হইতে,
বিধির নিয়োগে, মহা কর্ম্মভার লয়ে।
আমার প্রাণের প্রাণ! আমার তুমি গো,
তোমার আমি গো যথা—মিলি তোমাতেই
জীবন আমার—শিখা অনলে যেমতি!

সাধ করে মানুষ বুকে বাজ ধরিতে যায়। সাধ করে মানবপতঙ্গ রিপুর অনলে পুড়িতে যায়। এক প্রেমের তরে সেই সাধ করে। এক প্রেমের পায় যশ অর্থ সব বিসর্জন দেয়।

তুমি বহ্নি, আমি শিখা। শিখা বহ্নি ছাড়া নয়। তাই আমি তোমাতেই মিলিতে চাই। কারণ তোমাকে (আমার জীবনের জীবনকে) সকলের চেয়ে ভালবাসি ও ভালবাসিব।

Till a' the seas gang dry my dear
And the Rocks melt in the sun
I will love thee still my dear
While sands of life shall run.

Burns

যতদিন সাগর না শুখায়, যতদিন শৈল মালা রবিকরে গলিয়া না যায়, যতদিন জীবন না ফুরায়, ততদিন প্রিয়ে! তোমায় ভালবাসিব।
